উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

সেনসেক্স : ৮০,৭৮৬.৫৪ (-৮৪৯.৩৭)
নিফটি : ২৪,৭১২.০৫ (-২৫৫.৭০)

কমিশনকে 'ললিপপ' তোপ মুখ্যমন্ত্রীর
জাতীয় নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ফের তোপ দাগলেন মুখ্যমন্ত্রী। বললেন, দয়া করে বিজেপির ললিপপ হবেন না। এদিন পূর্ব বর্ধমানে প্রশাসনিক সফরে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এই মন্তব্য করেন। » ৫

ভারতীয় পণ্যে ৫০% মার্কিন শুল্ক চালু আজ
রাত পোহাতেই ভারত থেকে আমদানি করা বেশিরভাগ পণ্য বেশি দামে কিনবেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আরোপ করা ৫০ শতাংশ শুল্ক কার্যকর হবে। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

মালদা		রায়গঞ্জ		বালুরঘাট		শিলিগুড়ি	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩৪°	২৭°	৩৪°	২৭°	৩৩°	২৬°	৩৩°	২৫°

রাইট ভাইদের আগেই ভারতে বিমান ছিল » ৭

১০ ভাদ্র ১৪৩২ বুধবার ৫.০০ টাকা 27 August 2025 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 100

কন্যা হওয়াই কাল হল একরত্তির

বাবার হাতে 'খুন'

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৬ অগাস্ট : রাতে দুধ খাইয়ে একরত্তিকে ঘুম পাড়িয়েছিলেন মা। নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছিলেন তিনিও। কিন্তু সকালে মায়ের নজরে পড়ে শিশুটি কোনওভাবেই নড়াচড়া করছে না। তৎক্ষণাৎ শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক শিশুটিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

এমন ঘটনা অনেক ক্ষেত্রেই ঘটে। কিন্তু শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের প্রকাশনগরের ঘটনায় শিশুটিকে বালিশ চাপা দিয়ে শ্বাসরোধ করে খুনের অভিযোগ উঠেছে। শিশুটির বাবার দিকে এমনই অভিযোগ তুলেছেন মৃত একরত্তির মা। কন্যাসন্তান হওয়ায় রাগে এমন কাণ্ড রাহুল মাহাতো করেছেন বলে রাহুলের স্ত্রী তথা ওই শিশুর মা প্রিয়াংকা কুমারীর অভিযোগ। ভক্তিনগর থানায় তিনি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এমন ঘটনায় প্রথমে প্রকাশনগরে এবং পরবর্তীতে হাসপাতালে উত্তেজনা ছড়ায়। যদিও কোথাও বড় ধরনের অশান্তি ঘটেনি। শিশুটির বাবা অভিযুক্ত রাহুলকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। শিলিগুড়ি পুলিশের ডেপুটি কমিশনার (পূর্ব) রাকেশ সিং বলেন, 'নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

শিলিগুড়ির চম্পাসারির বাসিন্দা প্রিয়াংকার সঙ্গে ২০২৩ সালে বিয়ে হয় প্রকাশনগরের রাহুলের। পারিবারিক সূত্রে খবর, প্রিয়াংকা একবার অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিলেন। কিন্তু সঠিক চিকিৎসার অভাবে গর্ভেই সন্তানের মৃত্যু হয়। স্বামীর বিরুদ্ধে সন্তানকে খুন করার অভিযোগ যেমন করেছেন প্রিয়াংকা, তেমনই তিনি শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে পণের দাবিতে অত্যাচারের অভিযোগ তুলেছেন মঙ্গলবার। তাঁর বক্তব্য, দ্বিতীয়বার গর্ভবতী হওয়ায় পরিস্থিতি কিছুটা বদলায়। কিন্তু শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে কন্যাসন্তানের জন্ম দেওয়ায় শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাঁকে এবং *এরপর দশের পাতায়*

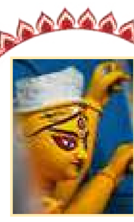

মা আসছেন
৩২
দিন পর

উঠছে অভিযোগ
- কন্যাসন্তান মেনে নিতে না পেরে শ্বাসরোধ করে খুন, অভিযোগ প্রিয়াংকার
- এমন অভিযোগকে কেন্দ্র করে জেলা হাসপাতালে দুই পরিবারের বচসা
- অভিযোগের ভিত্তিতে শিশুটির বাবা রাহুলকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ

গণেশকে নিয়ে ঘরের পথে। মঙ্গলবার বালুরঘাটে। ছবি : মাজিদুর সরদার

নদীপাড়েই পড়ে ২ ঘণ্টা, মৃত্যু রোগীর

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ২৬ অগাস্ট : গোয়ালদহবাসীর কাছে নদী পেরিয়ে রায়গঞ্জে যাওয়ার একমাত্র ভরসা নৌকা। কিন্তু বিকেল সাড়ে পাঁচটার পর আর মাঝি মেলে না ঘাটে। এই পরিস্থিতির বলি হলেন ২৫ বছরের এক তরুণ। মাঝি না থাকায় প্রায় দুই ঘণ্টা নদীপাড়ে পড়ে কাতরাতে থাকেন রুদ্রনারায়ণ রায় নামে ওই তরুণ। দীর্ঘক্ষণ পর যখন নৌকার মাঝি পাওয়া যায়, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যায়। মাঝি আসার পর রুদ্রনারায়ণকে রায়গঞ্জ মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হলেও বাঁচানো যায়নি। মেডিকেলের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক জানিয়ে দেন, রুদ্রনারায়ণ আর বেঁচে নেই। সোমবার রাতের এই মর্মান্তিক ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে রায়গঞ্জের বিশাহার সংলগ্ন গোয়ালদহ গ্রামে। মৃত তরুণ রুদ্রনারায়ণ বিজেপির স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যার ছেলে। মঙ্গলবার ময়নাতদন্তের পর ওই তরুণের দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেয় রায়গঞ্জ থানার পুলিশ।

পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রায়গঞ্জের গৌরী গ্রাম পঞ্চায়েতের গোয়ালদহ গ্রামের বাসিন্দা রুদ্রনারায়ণের কিছুদিন পর বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। বিয়ে উপলক্ষ্যে নতুন ঘরও তৈরি করছিলেন তিনি। সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা নাগাদ বাড়ির বারান্দায় রাখা সিমেন্টের স্তূপ থেকে সিমেন্ট আনতে গেলে একটি বিষধর সাপ তাঁর ডান পায়ে ছোবল মারে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে উদ্ধার করে গোয়ালদহ নদীর ঘাটে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু ঘাটে পৌঁছে পরিজনরা দেখেন, কোনও নৌকা নেই। গোয়ালদহবাসীর নদী পেরিয়ে রায়গঞ্জে যাওয়ার একমাত্র উপায় নৌকাই। কিন্তু প্রতিদিনের মতো সেদিনও বিকেল সাড়ে পাঁচটার পর নৌকা চলাচল বন্ধ করে দেন মাঝি। *এরপর দশের পাতায়*

ঘেরাও প্রাণীসম্পদ আধিকারিক

গাড়ি থেকে লুট হাঁসের ছানা

রাজু হালদার

গঙ্গারামপুর, ২৬ অগাস্ট : হাঁসের ছানা বিলিকে কেন্দ্র করে ঘটল নজিরবিহীন বিশৃঙ্খলা। চূড়ান্ত অব্যবস্থার মধ্যে গাড়ি থেকে লুট করা হয় হাঁসের ছানা। ব্লক প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন আধিকারিকের বিরুদ্ধে অব্যবস্থা, স্বেচ্ছাচারিতা এবং দুর্নীতির অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখান গঙ্গারামপুর পঞ্চায়েত সমিতি কর্মাধ্যক্ষ সহ অন্য সদস্যরা। চরম ক্ষোভের মধ্যে ব্লক প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন আধিকারিককে তাঁর দপ্তরে তালা মেরে আটকে রাখেন ক্ষুব্ধ জনতা। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটে গঙ্গারামপুর ব্লক প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরে।

গঙ্গারামপুর পঞ্চায়েত সমিতির প্রাণীসম্পদ কর্মাধ্যক্ষ এনামুল রহমান চৌধুরীর অভিযোগ, 'আমাদের পুরোপুরি অন্ধকারে রেখে ব্লক প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন আধিকারিক নিজে হাঁসের ছানা বিলি করেছেন। সুবিধাভোগীদের ৩২০০ হাঁসের ছানা দেওয়ার কথাছিল। কিন্তু ব্লক প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন আধিকারিক মাত্র ৩২০টি হাঁসের ছানা দিয়েছেন। বাকি হাঁসের ছানা তিনি বিক্রি করে দিয়েছেন। চরম বিশৃঙ্খলার জন্য তিনিই দায়ী।'

যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ব্লক প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন আধিকারিক শর্মিলা রায়। তিনি বলেন, 'মোট ৫৪০ জন সুবিধাভোগীকে ১০টি করে হাঁসের ছানা বিলি করা হবে বলে পঞ্চায়েত সমিতির প্রাণীসম্পদ কর্মাধ্যক্ষকে আগেই জানানো হয়েছিল। বিষয়টি বিডিওকে জানানো হয়েছিল। কিন্তু যখন বিলি শুরু হয়, তখন প্রাণীসম্পদ কর্মাধ্যক্ষ আমাকে তাঁদের চেম্বারে যেতে বলেন। আমি যাইনি। তাঁরা ৩২ জন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের প্রত্যেককে বেশি সংখ্যক হাঁসের ছানা দেওয়ার দাবি করেছিলেন। সেটা দেওয়া হয়নি বলে সমস্যা হয়েছে। আমাকে অপমান করা হয়েছে।' গঙ্গারামপুরের বিডিও অর্পিতা ঘোষাল বলেন, 'যেভাবে হাঁসের ছানা বিলি করার কথা ছিল, সেইভাবে বিলি হয়নি। কোনও ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। বিষয়টি দেখা হচ্ছে।'

ব্লকের বিভিন্ন প্রান্তের সুবিধাভোগীদের মধ্যে এদিন হাঁসের ছানা বিলি করার কথা ছিল। সেইমতো এদিন সকাল থেকেই সুবিধাভোগীরা ব্লক প্রাণীসম্পদ দপ্তরের সামনে ভিড় জমান। হাঁসের ছানা বিলি প্রক্রিয়া শুরুর সময় গঙ্গারামপুর পঞ্চায়েত সমিতির প্রাণীসম্পদ কর্মাধ্যক্ষ সহ অন্য কর্মাধ্যক্ষ ও সদস্যরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। অভিযোগ, পঞ্চায়েত সমিতিকে না জানিয়েই হাঁসের ছানা বিলি করা হয়। কেন এমনটা করা হচ্ছে অভিযোগ তুলে শুরু হয় বচসা। এরপর গঙ্গারামপুর পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ ও অন্য সদস্যরা বিডিও'র কাছে অভিযোগ জানান। ওই অভিযোগের ভিত্তিতে জরুরিকালীন বৈঠকে বসেন বিডিও। অভিযোগ, বৈঠক চলাকালীন ব্লক প্রাণীসম্পদ দপ্তরের সামনের রাস্তা দখল করে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিক হাঁসের ছানা বিলি শুরু করেন। আর এতেই চরম বিশৃঙ্খলা শুরু হয়। হুড়োহুড়িতে কয়েকজন সুবিধাভোগী নর্দমায় পড়ে যান। সেই সময় গাড়ি থেকে হাঁসের ছানা লুট হয় বলে অভিযোগ। পরবর্তীতে কর্মাধ্যক্ষ ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা ব্লক প্রাণীসম্পদ দপ্তরের আধিকারিকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখান। ক্ষুব্ধ জনতা তাঁর ঘরে তালা দিয়ে দেয়। প্রায় তিন ঘণ্টা তাঁকে আটকে রাখেন। পরে তালা খুলে দেওয়া হয়। *এরপর দশের পাতায়*

গঙ্গারামপুরে হাঁসের ছানা নিতে হুড়োহুড়ি। মঙ্গলবার। -সংবাদচিত্র

কী ঘটেছে
- ৫৪০ জন সুবিধাভোগীকে ১০টি করে হাঁসের ছানা বিলি করার ঘোষণা করা হয়েছিল
- অভিযোগ, পঞ্চায়েত সমিতিকে না জানিয়েই হাঁসের ছানা বিলি করা হয়
- অভিযোগ উঠতেই বৈঠকে বসেন বিডিও
- বৈঠক চলাকালীন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিক হাঁসের ছানা বিলি শুরু করে দেন। তাতেই বিশৃঙ্খলা শুরু হয়

পুজোর আগে বকেয়া ডিএ অনিশ্চিতই

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ২৬ অগাস্ট : সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে মহার্ঘ ভাতার (ডিএ) বকেয়ার কিছু অংশ মেটানোর দিন চলে গিয়েছে আগেই। এখন দুর্গাপুজোর আগে সরকারি কর্মচারীদের সেই বকেয়া পাওয়া অনিশ্চিতই। মঙ্গলবার মামলার তালিকার ৪ নম্বরে থাকলেও শেষপর্যন্ত শুনানিই হল না সুপ্রিম কোর্টে। সেপ্টেম্বরের প্রথম বা দ্বিতীয় সপ্তাহে শুনানি হতে পারে বলে বিচারপতিরা ইঙ্গিত দিলেও রাজ্য সরকারের আইনজীবীর আপত্তিতে পরবর্তী শুনানির দিন ঠিক হল না মঙ্গলবার।

ফলে ডিএ মামলা কতদিনের জন্য পিছিয়ে গেল, তা নিয়ে সংশয় আছে। মামলাকারীদের আইনজীবী বিক্রম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'পরবর্তী শুনানির সম্ভাব্য তারিখ আমাদের জানানো হয়নি। নির্দিষ্ট বেঞ্চ না থাকায় আজ শুনানি হয়নি।' স্বাভাবিকভাবে হতাশ কর্মচারী মহল এবং ডিএ'র দাবিতে আন্দোলনকারীরা। কিন্তু মামলাটি বিচারাধীন বলে সংযত প্রতিক্রিয়া দিয়েছে কর্মচারী সংগঠনগুলি। তবে মামলাকারীদের আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্যের বক্তব্য, যত দ্রুত সম্ভব, শুনানি করুক শীর্ষ আদালত।

শুরু হয়েও স্থগিত শুনানি

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী কনফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মলয় মুখোপাধ্যায় বলেন, 'আমাদের আগে বলা হয়নি। আমাদের তো প্রতি শুনানিতে টাকা ঢালতে হচ্ছে। আমরা কষ্টভোগ করছি।' কর্মচারী পরিষদের দেবাশিস শীল বলেন, 'আমাদের তো দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে হচ্ছে।' বিচারপতি সঞ্জয় কারোলের বেঞ্চে নিয়ম মেনে মঙ্গলবার শুনানি শুরু হলেও কিছুক্ষণ সওয়াল-জবাবের পর আটকে যায় রাজ্য সরকারের আইনজীবী কপিল সিবালের কথায়। *এরপর দশের পাতায়*

ভাড়াটিয়ার ডেটা ব্যাংক

মালদা শহরে মাইকিং শুরু পুলিশের

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ২৬ অগাস্ট : অপরাধ রুখে মালদা শহরকে সুরক্ষিত রাখতে পুলিশের নজর ভাড়াটিয়াদের উপর। বাড়ি ভাড়া দিলে ভাড়াটিয়ার যাবতীয় তথ্য থানায় জমা দিতে হবে বলে মালিকদের নির্দেশ দিয়েছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। শহরের কোন পাড়ায় কতজন ভাড়াটিয়া রয়েছেন, তাঁদের তথ্য নিয়ে ইংরেজবাজার থানায় তৈরি হচ্ছে ডেটা ব্যাংক। এই ডেটা ব্যাংক তৈরির মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে অপরাধমুক্ত শহর গড়ে তোলা। ইতিমধ্যেই ইংরেজবাজার থানার পক্ষ থেকে শহরে মাইকিং শুরু হয়েছে। এই কাজের জন্য ইংরেজবাজার থানায় আলাদা সেল তৈরি হয়েছে। যেখানে ভাড়াটিয়াদের তথ্য কম্পিউটারাইজড হচ্ছে।

কলকাতা ও শিলিগুড়ির বাইরে রাজ্যে প্রথম পাঁচটি বড় শহরের মধ্যে রয়েছে মালদা। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে মালদা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। জেলায় আন্তর্জাতিক বাংলাদেশ সীমান্ত ছাড়াও রয়েছে ঝাড়খণ্ড ও বিহার। ফলে পরিচয় গোপন করে কিছুদিন বসবাস করে অপরাধ করার পর পালিয়ে যাওয়া সহজ। যে কারণে পুলিশের এমন তথ্য সংগ্রহের সিদ্ধান্ত বলে মনে করা হচ্ছে। খাতায়কলমে মালদা শহরের ভোটার সংখ্যা ২ লক্ষের কাছাকাছি হলেও বসবাসকারী মানুষের জনসংখ্যা ৫ লক্ষের বেশি। বাড়তি ২ লক্ষ মানুষ কেউ ফ্ল্যাটবাড়িতে থাকেন, কেউ বাড়িভাড়া করে থাকেন। শহরের ২৯টি ওয়ার্ডের প্রতিটি ওয়ার্ডে অন্তত হাজারের বেশি মানুষ ভাড়াটিয়া। কিন্তু এই সংক্রান্ত কোনও তথ্য নেই পুলিশের কাছে। হোটেলে কারা থাকছে, তা জানানো যদি বাধ্যতামূলক হয়ে থাকে, তবে ভাড়াটিয়াদের ক্ষেত্রে অন্যথা হবে কেন, তা নিয়ে অনেকদিন ধরেই প্রশ্ন উঠছিল।

তৃণমূল নেতা বাবলা সরকার খুনে ঝাড়খণ্ড ও বিহারের সুপারি কিলারদের যোগ সামনে আসায় ভাড়াটিয়া প্রসঙ্গ নতুন মাত্রা পায়। কেননা, আততায়ীরা প্রায় তিন মাস শহরে ভাড়া ছিল বলে পুলিশ জানতে পারে। *এরপর দশের পাতায়*

মালদা শহরে মাইকিং করছে পুলিশ। -সংবাদচিত্র

> ভাড়াটিয়াদের তথ্য থানায় জমা করা প্রতিটি বাড়ির মালিকের কর্তব্য। কারণ ভাড়াটিয়া হিসেবে অপরাধজগতের মানুষ শহরে থাকতে পারে। পুলিশের কাছে তথ্য থাকলে দ্রুত চিহ্নিত করে ফেলা সম্ভব। ফলে শহর সুরক্ষিত থাকবে।
>
> **সঞ্জয় ঘোষ**
> *আইসি, ইংরেজবাজার থানা*

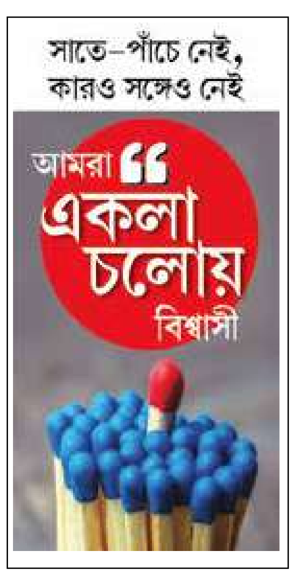

ইডি'র হাতে বহু নতুন তথ্য

জীবনের দুর্নীতির জাল উত্তরেও

রিমি শীল

কলকাতা, ২৬ অগাস্ট : নিয়োগ দুর্নীতির চক্রে নিজের সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা। তাঁর সেই সাম্রাজ্যের জাল বিস্তৃত ছিল উত্তরবঙ্গেও। তাঁকে গ্রেপ্তার করার পর প্রাথমিকভাবে যা যা তথ্য ইডি জানতে পেরেছে, তাতে মোট ছয় জেলায় জীবনকৃষ্ণের দুর্নীতিচক্রের হদিস মিলেছে। ওই ছয় জেলার তিনটিই উত্তরবঙ্গের। জেলাগুলি হল মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর।

আদতে মুর্শিদাবাদের বড়ঞার বাসিন্দা এবং সেখানকার বিধায়ক হলেও জীবনের কাজকর্ম বিস্তৃত ছিল মুর্শিদাবাদ ছাড়াও দক্ষিণবঙ্গের নদিয়া ও বীরভূমে। বিধায়ক ও তাঁর স্ত্রীর অ্যাকাউন্টে যে সমস্ত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা জমা পড়েছে, তা ওই ছয় জেলা থেকে এসেছে বলে ইডি জানতে পেরেছে। সেই ব্যাংকগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করে লেনদেনের তথ্য জানতে চেয়েছেন তদন্তকারীরা।

সোমবার গ্রেপ্তার করার পর তাঁর বিরুদ্ধে আরও একের পর এক অভিযোগ উঠে আসছে ইডি'র কাছে। তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, তাঁর চাকরি বিক্রির নেটওয়ার্কে সহযোগী আছেন ১০ থেকে ১২ জন। সাধারণ পরিবার থেকে উঠে আসা পেশায় স্কুল শিক্ষক বড়ঞার এই তৃণমূল বিধায়কের রাজনীতিতে পা দেওয়ার পর জীবনযাত্রার আমূল পরিবর্তন ঘটে।

দীর্ঘদিন ধরেই তাঁর ও তাঁর পরিবারের অ্যাকাউন্টে লেনদেন নজরে ছিল ইডি'র। বিপুল পরিমাণ সেই টাকা নিয়োগ দুর্নীতির বলে ইডি প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত হয়েছে। বিধায়কের বিপদ আরও বাড়ছে তাঁর বাবাও জীবনকৃষ্ণের বেআইনি সম্পত্তি নিয়ে অভিযোগ তোলায়।

> বারবার ওকে সতর্ক করেছিলাম। সেসব কথা কানে তোলেনি। বরং পরিস্থিতি এমন হয় যে, আমাকেই নিজের বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হয়। আমি চাই, ওর শাস্তি হোক।
>
> **বিশ্বনাথ সাহা**
> *জীবনকৃষ্ণর বাবা*

ছেলেকে বংশের কুলাঙ্গার বলতেও ছাড়ছেন না বিধায়কের বাবা বিশ্বনাথ সাহা।

জীবনকৃষ্ণ তাঁর সম্পত্তির একাংশ বাবার উপহার দেওয়া বলে দেখিয়েছেন। কিন্তু বিধায়কের বাবা দাবি করেন, তিনি কোনওদিন ছেলেকে টাকা বা অন্য সম্পত্তি দেননি। তাঁর ব্যবসার সঙ্গে ছেলেরও কোনও যোগাযোগ নেই। ছেলের সব সম্পত্তিই বেআইনি বলে বিশ্বনাথের অভিযোগ। *এরপর দশের পাতায়*

ভিনরাজ্যে ভয়, উত্তরের ঢাকে দুঃখের বোল

সারাবছর ঢাকিরা নিজেদের এলাকায় থাকলেও দুর্গাপুজোর সময় পাড়ি দেন দিল্লি, মুম্বই, হরিয়ানা সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে। কিন্তু এবার দিল্লি, মুম্বই থেকে ডাক এলেও হেনস্তার ভয়ে যেতে নারাজ অধিকাংশ ঢাকি।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পেশাল

কল্লোল মজুমদার ও সায়ন দে

মালদা ও আলিপুরদুয়ার, ২৬ অগাস্ট : মালদা থেকে কয়েক হাজার কিমি দূরে রয়েছে দিল্লি। মুম্বইও তাই। আবার আলিপুরদুয়ার থেকে অসমের দূরত্ব কয়েকশো কিলোমিটার। কিন্তু মালদা, আলিপুরদুয়ার, দিল্লি, মুম্বই হোক বা অসম- পুজোর আগে আগে উত্তরবঙ্গের ঢাকিদের দীর্ঘনিঃশ্বাসে কোথাও যেন একসঙ্গে মিলে যাচ্ছে এই জায়গাগুলো। কেন?

মন্দিরের চাতালে উদাস মনে বসে ছিলেন সুধীর রবিদাস। পাশে রাখা ছিল ঢাকটা। 'কী গো এবার কোথায় যাচ্ছ? দিল্লি না মুম্বই?' প্রশ্ন শুনে ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, 'দিল্লি থেকে ডাক এসেছিল। কিন্তু ভয়ে যেতে পারছি না। যদি বাংলা কথা শুনে বাংলাদেশি ভেবে নিয়ে হেনস্তা করে আমাকে।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সুধীর। তারপর বললেন, 'শুধু আমি নয়, এবার আর মালদা থেকে কেউই পুজোর ঢাক বাজাতে ভিনরাজ্যে যেতে চাইছেন না। উপার্জনের রাস্তাটাই বন্ধ হয়ে গেল।'

মালদা জেলার ইংরেজবাজার, মানিকচক, পুরাতন মালদায় হাজারখানেক রবিদাস সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস। তাঁদের পেশা পুজো-পার্বণে ঢাক বাজানো। সারা বছর সেই ঢাকিরা নিজেদের এলাকায় থাকলেও দুর্গাপুজোর সময় পাড়ি দেন দিল্লি, মুম্বই, হরিয়ানা সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে। ভিনরাজ্যে অন্য কাজে যেমন উপার্জন বেশি, তেমনি ঢাক বাজালেও টাকা মেলে বেশি। কিন্তু এবার দিল্লি, মুম্বই থেকে ডাক এলেও হেনস্তার ভয়ে যেতে নারাজ অধিকাংশ ঢাকি।

মালদার ঢাকিপাড়ায়।

এই ছবিটা কিন্তু কেবল মালদার নয়। আলিপুরদুয়ার শহরের ঢাকিপাড়াতেও যেন হতাশার আবহসংগীত বাজছে। শহরের ক্লাবগুলি বায়না করলে যা টাকা দেয়, তার থেকে ঢের বেশি টাকা দেন অসমের দুর্গাপুজোর উদ্যোক্তারা। তাই পুজোর কয়েকটা দিন শহর ছেড়ে অনেকেই পাড়ি দেন অসমে। এবছর সেই গুড়ে বালি পড়েছে। বাঙালি বিদ্বেষ নিয়ে যে চর্চা চলছে, সেই পরিস্থিতিতে অসম থেকে সেভাবে বায়নাই হয়নি আলিপুরদুয়ারের ঢাকিদের। অন্যবারের মতো বায়না আসেনি অরুণাচলপ্রদেশ বা দিল্লি থেকেও। এলাকার ঢাকি শ্যামল দাসের গলায় তাই ঝরে পড়ল হতাশা। বললেন, 'আমাদের আট-দশজনের একটা দল আছে। গত ৭ বছর ধরে আমরা অসমের গুয়াহাটিতে বিভিন্ন দুর্গাপুজোয় ঢাক বাজিয়ে আসছি। সেখানকার পুজো কর্তৃপক্ষ আমাদের তিন মাস আগেই বায়না দিয়ে রাখে। এবার তো পুজোর আর এক মাস বাকি। কেউ যোগাযোগই করেনি।'

কেউ বায়না পাননি, কেউ যাচ্ছেন না ভয়ে। ইংরেজবাজারের মানিকপুর গ্রামের ঢাকি হেমন্ত রবিদাস যেমন হিন্দি বা ইংরেজি বলতে পারেন না। *এরপর দশের পাতায়*

বিগ বসে জয়গাঁর নিলম

জয়গাঁ, ২৬ অগাস্ট : ছোট থেকেই নাচ, গান, অভিনয়ের প্রতি আগ্রহ ছিল নিলমের। টিভিতে অভিনেত্রী মাধুরী দীক্ষিতের সিনেমা এলে টিভির সামনে থেকে তাকে সরানো যেত না। জয়গাঁর এই ছোট্ট নিলম গিরি এখন ভোজপুরি সিনেমার পরিচিত মুখ। তবে এবারে অন্য ভূমিকায় টিভির পর্দায় জয়গাঁর মেয়ে। সুপারস্টার সলমন খানের জনপ্রিয় শো বিগ বস ১৯-এ প্রতিযোগী হিসাবে দেখা যাবে তাঁকে।

নিলমের বাবা চন্দ্রশেখর গিরি জয়গাঁতে হার্ডওয়্যার-এর ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। মা রাজকুমারী গিরি গৃহবধূ। নিলমদের বাড়ি জয়গাঁ শহরের সুভাষপল্লি এলাকায়। নিলমের জন্ম উত্তরপ্রদেশের বলিয়ায়। জয়গাঁতে কাজের সূত্রে তাঁদের পরিবার চলে এসেছিল। পাটনার একটি বেসরকারি কলেজে অ্যাকাউন্টেন্সি নিয়ে পড়াশোনা করার সময়ে একটি সোশ্যাল সাইটে নিলম নাচ-গানের ভিডিও আপলোড করতেন। এরপর ভোজপুরি এক পরিচালকের নজরে আসেন তিনি। ২০২১ সালে প্রথম নায়িকার চরিত্রে ভোজপুরি সিনেমায় অভিনয় তাঁর।

গত রবিবার থেকে শুরু হয়েছে বিগ বস ১৯ শো-টি।

নিলমের দিদি অনিশা গিরি বলেন, 'বোন ছোট থেকেই নাচ, গান অভিনয়ের প্রতি আগ্রহী ছিল। আলাদা করে আমরা নাচ, গান শেখাতে পারিনি। সলমন খানের পাশে যখন ও দাঁড়িয়েছিল, সেই মুহূর্ত তো আমি ভুলতে পারব না।'

জাতীয় সড়কে পড়ে চিতাবাঘের দেহ

রাহুল মজুমদার

বাগডোগরা, ২৬ অগাস্ট : গাড়ির ধাক্কায় জাতীয় সড়কে প্রাণ গেল চিতাবাঘের। ঘটনাস্থল বাগডোগরা থানার হাঁসখোয়া চা বাগানের টুনা এলাকা। সোমবার রাতে ওই রাস্তা দিয়ে গাড়ি নিয়ে যাওয়ার সময় পথচারীরা বিষয়টি দেখতে পান।

এর পরেই খবর দেওয়া হয় বাগডোগরা থানায়। বাগডোগরা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বন দপ্তরকে খবর দেয়। বন দপ্তরের কার্সিয়াং ডিভিশনের বাগডোগরা রেঞ্জের বনকর্মীরাও ঘটনাস্থলে পৌঁছান। চিতাবাঘের দেহটির পাশেই একটি বিড়ালের দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। বনকর্মীরা দুটি দেহই উদ্ধার করেছেন। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, বিড়াল শিকার করতে যাওয়ার সময় চলন্ত গাড়ির ধাক্কায় চিতাবাঘটির মৃত্যু হয়েছে। চিতাবাঘের মৃতদেহটি মঙ্গলবার বাগডোগরা রেঞ্জে ময়নাতদন্ত করার পর পাশের জঙ্গলে শেষকৃত্য করা হয়েছে। কার্সিয়াংয়ের ডিএফও দেবেশ পান্ডের বক্তব্য, 'প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে, গাড়ির

ধাক্কাতেই মৃত্যু হয়েছে লেপার্ডটির।'

এখনও পর্যন্ত গাড়ির ধাক্কায় কার্সিয়াং ডিভিশনে ১৪টি চিতাবাঘের মৃত্যু হয়েছে। তাই চা বাগান সংলগ্ন এলাকাগুলিতে স্পিডব্রেকার বসানোর দাবিতে সরব পশুপ্রেমী সংস্থা ঐরাবতের তরফে অভিযান সাহা।

সুপারস্পেশালিটি চালু আর কবে...

পড়ে নষ্ট হচ্ছে চিকিৎসার যন্ত্রাদি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৬ অগাস্ট : উত্তরবঙ্গের মানুষকে অত্যাধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা দিতে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তৈরি হয়েছে সুপারস্পেশালিটি ব্লক। কথা ছিল সেখানে পেডিয়াট্রিক সার্জারি, প্লাস্টিক সার্জারি এবং কার্ডিওথোরাসিক সার্জারি সহ সমস্ত আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হবে। অথচ সুপারস্পেশালিটি বিভাগ চালুর বদলে নয়া ভবনে মেডিকেলের পুরোনো ভবনে থাকা আল্ট্রাসনোগ্রাফি, সেন্ট্রাল ল্যাবরেটরি, ইইজি, সিসিইউয়ের মতো বিভাগগুলোকে সরিয়ে আনা হচ্ছে।

সুপারস্পেশালিটি বিভাগের জন্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি আনা হয় পাঁচ বছর আগে। পড়ে থাকতে থাকতে নষ্ট হচ্ছে সেসব। উঠছে আরও গুরুতর অভিযোগ। বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের একাংশের চাপেই নাকি সুপারস্পেশালিটি ব্লক পুরোপুরি চালু করা হচ্ছে না। কারণ, মেডিকেলে বিনামূল্যে অত্যাধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা মিলতে শুরু করলে শিলিগুড়ির অলিগলিতে গড়ে ওঠা বেসরকারি হাসপাতাল, নার্সিংহোমের অধিকাংশের ঝাঁপ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। মেডিকেল কলেজ অধ্যক্ষ এবং হাসপাতাল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিকের অবশ্য দাবি, 'বেশিরভাগ ইনস্ট্রুমেন্ট ব্যবহার হচ্ছে। তবে, চিকিৎসক সহ অন্য স্বাস্থ্যকর্মীর অভাবের কারণে সুপারস্পেশালিটি বিভাগগুলো চালু করা যাচ্ছে না।'

স্বাস্থ্যমন্ত্রকের ১৫০ কোটি টাকা বরাদ্দে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্য সুরক্ষা যোজনায় সুপারস্পেশালিটি ব্লকের নির্মাণ শুরু হয়েছিল ২০১৫ সালে। তিন বছরের মধ্যে কাজ শেষ করার সময়সীমা ধার্য হয়। সেইমতো ২০১৯ সালের প্রথমদিক থেকে বরাতপ্রাপ্ত সংস্থা সুপারস্পেশালিটি ব্লকের জন্য চিকিৎসা সরঞ্জাম পাঠাতে শুরু করে। কিন্তু নির্মাণকাজ শেষ না হওয়ায় সমস্ত ইনস্ট্রুমেন্ট মেডিকেলের স্টোরে সংরক্ষিত করে রাখা হয়েছিল। ধাপে ধাপে প্রচুর ভেন্টিলেটার, মনিটর, কার্ডিওথোরাসিক সার্জারি এবং

মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তৈরি হয়েছে সুপারস্পেশালিটি ব্লক।

প্লাস্টিক সার্জারির সরঞ্জাম এসেছে। এর মধ্যে কয়েকটি ভেন্টিলেটার আর মনিটর কোভিডকালে স্টোর থেকে বের করে জলপাইগুড়ি সহ অন্য জেলায় পাঠানো হয়। বাকি বহুমূল্যের ইনস্ট্রুমেন্ট এখনও পড়ে সেই ঘরে। যে ভেন্টিলেটার ও মনিটরগুলো নিয়ে যাওয়া হয়েছিল অন্যত্র, সেগুলো আদৌ ফেরত এসেছে কি না, তা স্পষ্ট নয়। কর্তৃপক্ষের কেউ এব্যাপারে মুখ খুলতে রাজি নন।

মেডিকেলের চিকিৎসকদের একাংশের বক্তব্য, সুপারস্পেশালিটি ব্লকের জন্য যে সরঞ্জাম ও অপারেশন থিয়েটারের যন্ত্রপাতি এসেছে, সেগুলো যে কোনও বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসা পরিকাঠামোকে টেক্কা দিতে পারে। কিন্তু কোনও এক অজ্ঞাত কারণে সেগুলোর ঠাঁই হয়েছে স্টোররুমে। ডাঃ সন্দীপ সেনগুপ্ত বলছেন, 'প্রত্যেকটি ইনস্ট্রুমেন্টের ওয়ারান্টির মেয়াদ থাকে। সেসময়ের মধ্যে কোনও সমস্যা হলে বরাতপ্রাপ্ত সংস্থা মেরামত করে দেয়, কিছু ক্ষেত্রে বদলে দেওয়া হয়। কিন্তু ওয়ারান্টির মেয়াদ পার হলে কিছু করার থাকে না। সুপারস্পেশালিটি ব্লকের জন্য আসা প্রচুর ইনস্ট্রুমেন্ট এখনও ইনস্টল করা হয়নি। সেগুলোর হয়তো ওয়ারান্টি পিরিয়ড পেরিয়ে গিয়েছে। যত দ্রুত সম্ভব মেশিনপত্র বসিয়ে সুপারস্পেশালিটি বিভাগগুলো চালু করা যায়, ততই ভালো।'

সুপারস্পেশালিটি ব্লকে বর্তমানে কয়েকটি বহির্বিভাগ ও ২০ শয্যার কার্ডিয়াক কেয়ার ইউনিট, ইউরোলজির অন্তর্বিভাগ চালু হয়েছে। পাশাপাশি আল্ট্রাসনোগ্রাফি, সেন্ট্রাল ল্যাবরেটরি, ইইজি'র মতো বিভাগ পুরোনো ভবন থেকে আনা হয়েছে। ইউরোলজির অন্তর্বিভাগ চালু হলেও অপারেশন থিয়েটার (ওটি) চালু হয়নি। অপারেশনের জন্য রোগীকে পুরোনো ওটিতেই নিয়ে যেতে হয়। সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রধান ডাঃ বিশ্বজিৎ দত্ত বললেন, 'অন্তর্বিভাগ চালুর সময় এখানে ওটি চালুর দাবি করেছিলাম। কর্তৃপক্ষ হচ্ছে, হবে বলছে। কিন্তু এখনও হল না।'

অ্যালেনের মেধা অন্বেষণ কর্মসূচি

নিউজ ব্যুরো

২৬ অগাস্ট : অ্যালেন কেরিয়ার ইনস্টিটিউট, দেশের বৃহত্তম ট্যালেন্ট প্রোমোশন পরীক্ষা, 'অ্যালেন ট্যালেনটেক্স'-এর আয়োজন করতে চলেছে। এই মর্মে, গোটা দেশের পড়ুয়াদের এই পরীক্ষায় বসার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে। এই পরীক্ষায় সফলদের ৯০ শতাংশ পর্যন্ত স্কলারশিপ দেওয়া হবে। অ্যালেনের নিকটবর্তী সেন্টারে যোগাযোগ করার পাশাপাশি পড়ুয়ারা www.tallentex.com ওয়েবসাইটে আবেদন করতে পারে।

অ্যালেন কেরিয়ার ইনস্টিটিউটের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ট্যালেনটেক্স-এর ন্যাশনাল হেড পঙ্কজ আগরওয়াল জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত ১৮.২৫ লাখ পড়ুয়া এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে। আগামী ৫ ও ১২ অক্টোবর পরীক্ষাটি অনলাইন ও অফলাইন উভয় পদ্ধতিতে পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণির পড়ুয়াদের জন্যে আয়োজিত হবে। ট্যালেনটেক্স-এর ওয়েবসাইটে রেজিস্ট্রেশনের পর পড়ুয়াদের অনুশীলনের জন্যে স্যাম্পেল প্রশ্নপত্র দেওয়া হবে। প্রশ্ন হবে এনসিইআরটি স্তরের। আবেদন করার শেষ তারিখ ৩০ সেপ্টেম্বর। পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ওয়েবসাইটে রয়েছে।

পঙ্কজ আগরওয়াল জানিয়েছেন, পড়ুয়াদের জাতীয় ও রাজ্য স্তরের র‍্যাংক দেওয়ার পাশাপাশি, ২.৫০ কোটির ক্যাশ প্রাইজ ও ২৫০ কোটির স্কলারশিপ দেওয়া হবে। সঙ্গে, অ্যালেনের যাবতীয় ক্লাসরুম প্রোগ্রাম ও ডিজিটাল কোর্সে ভর্তির ওপর ৯০ শতাংশ স্কলারশিপ দেওয়া হবে।

হাসপাতালে মক ড্রিল

সামসী, ২৬ অগাস্ট : হাসপাতালে আগুন লাগলে কিংবা অন্য কোনও দুর্যোগ হলে দ্রুত কীভাবে মানুষকে নিরাপদে বাইরে বের করে আনা যায় সে বিষয়ে চাঁচল দমকল বিভাগের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার দুপুরে নিরাপত্তা বিষয়ক এক মক ড্রিলের আয়োজন করা হয়েছিল। তাতে দমকলকর্মীদের পাশাপাশি হাসপাতালের কর্মী, চিকিৎসক, নার্সরা শামিল হন।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০১১৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০১৬৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬৬০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১১৭০০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১১৭১০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

পূর্ব রেলওয়ে
ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

নং. সিওএম/পার্সেল/লিজিং/লং টার্ম ই-অক./এইচডব্লুএইচ/২০২৫/পিটি.-III তারিখ : ২৫.০৮.২০২৫ সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক দুটি পর্যায়ে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে দুই বছরের জন্য হাওড়া ডিভিসনের থেকে যাত্রাকারী যাত্রীবাহী ১৯ টি ট্রেনের ২০টি এসএলআর কামরার লিজ প্রদানের চুক্তিস্বত্ব বণ্টনের জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হয়েছে। www.ireps.gov.in -এ বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলি সহ অকশন ক্যাটালগ পাওয়া যাবে. এই ই-নিলামটির জন্য দরপ্রস্তাব www.ireps.gov.in -এর ই-অকশন মডিউল -এর মাধ্যমে দাখিল করতে হবে। ই-নিলাম পদ্ধতিতে অংশগ্রহণের জন্য, www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে ব্যবসায়ীদের ই-অকশন মডিউল মাধ্যমে একবার নথিভুক্তি বাধ্যতামূলক। ব্যবসায়ীদের এছাড়াও ক্লাস- III ডিজিটাল সিগনেচার থাকা আবশ্যিক। বিশদ ক্যাটালগ : (১) অকশন ক্যাটালগ নং. পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-৯এ; কামরা : ০৪টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ০৪টি এসএলআর কামরা। নিলামের তারিখ ও সময় : ০৩.০৯.২০২৫ তারিখ দুপুর ১ টায়। (২) অকশন ক্যাটালগ নং. পিসিএল-এইচডব্লুএইচ- ২৫-৯বি; কামরা : ১৫টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ১৬টি এসএলআর কামরা; নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় : ০৪.০৯.২০২৫ তারিখ দুপুর ১ টায়। (HWH-265/2025-26)

ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

মালদা টাউন-চর্লপল্লী-মালদা টাউন স্পেশাল ট্রেন

আসন্ন পুজা, দিপাবলী ও ছট-এর সময় যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে ০৩৪৩০/০৩৪২৯ মালদা টাউন-চর্লপল্লী-মালদা টাউন স্পেশাল ট্রেন নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সময়সূচি, স্টপেজ, চলাচলের তারিখ ও গঠন অনুযায়ী চলবে :

মালদা টাউন-চর্লপল্লী স্পেশাল			(০৩৪৩০) (০৩৪২৯)	চর্লপল্লী-মালদা টাউন স্পেশাল		
দিন	পৌঁছাবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছাবে	ছাড়বে	দিন
মঙ্গল	-	১৭.১৫	↓ মালদা টাউন	০৫.০০	-	শনি
	১৯.০৫	১৯.১০	রামপুরহাট	০০.৫৩	০০.৫৮	
	২১.২১	২১.২৩	বর্ধমান	২২.৪৩	২২.৪৮	শুক্র
বুধ	০১.১৫	০১.২৫	খড়্গপুর	১৮.৪৫	১৮.৫৫	
	০৬.২০	০৬.২৫	ভুবনেশ্বর	১২.২০	১২.২৫	
	১৩.৩০	১৩.৪০	বিজয়নগরম জংশন	০৬.৩০	০৬.৪০	
	২২.০০	২২.১০	বিজয়ওয়াড়া জংশন	২২.২৫	২২.৩৫	বৃহস্পতি
বৃহস্পতি	০৪.০০	-	চর্লপল্লী ↑	-	১৬.৫০	

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনটি যাত্রাপথে উভয় অভিমুখে নিউ ফরাক্কা, বোলপুর শান্তিনিকেতন, আন্দুল, বালেশ্বর, ভদ্রক, জাজপুর কেওনঝড় রোড, কটক, খুরদা রোড, ব্রহ্মপুর, পলাসা, শ্রীকাকুলম রোড, চিপুরুপল্লি, কোত্তভলসা, দুভ্বাডা, সামালকোট, রাজমন্ড্রী, গুন্টুর, সত্তেনপল্লী, পিদুগুরাল্লা, নড়িকুডী, মিরিয়ালগুড়া ও নলগোন্ডা স্টেশনেও থামবে। চলাচলের তারিখঃ মালদা টাউন থেকে ০৩৪৩০— ৩০/০৯, ০৭/১০, ১৪/১০, ২১/১০, ২৮/১০, ০৪/১১ ও ১১/১১/২০২৫ তারিখ (মঙ্গলবার) = ০৭ ট্রিপ এবং চর্লপল্লী থেকে ০৩৪২৯— ০২/১০, ০৯/১০, ১৬/১০, ২৩/১০, ৩০/১০, ০৬/১১ ও ১৩/১১/২০২৫ তারিখ (বৃহস্পতিবার) = ০৭ ট্রিপ। গঠন : স্লিপার শ্রেণি—১০, দ্বিতীয় শ্রেণী (জিএস)—১০ এবং এসএলআরডি—২ = ২২ কোচ। শ্রেণী: মেল/এক্সপ্রেস।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

অ্যাফিডেভিট

On 22/08/2025 before J.M 2nd Class Court, Jalpaiguri by affidavit I declared that Binod Kumar Sanghai and Binoda Kumar Agaraoyala is same and one indentical person. (C/117455)

On 26.08.2025 before E.M Court, Jalpaiguri by affidavit I declared that Gayatri Ray and Gayatri Ray (Dey) is same and one indentical person. (C/117456)

আমি Chanda Dutta, স্বামী Amrita Dutta, ঠিকানা-গ্রাম পূর্ব কাঁঠালবাড়ি, পোস্ট-শিলবাড়িহাট, থানা+জেলা-আলিপুরদুয়ার, পিন-736204. নোটারি পাবলিক, Alipurduar জেলা কোর্ট, West Bengal-এর Affidavit দ্বারা Chhanda Dutta-নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No-62 Dated-25-08-2025. Chanda Dutta ও Chhanda Dutta একই ব্যক্তি। (C/118014)

Siliguri Mahakuma Parishad
Haren Mukherjee Road, Hakimpara, Siliguri-734001
NIeQ No.- 17-DE/SMP/2025-26 2nd Call)
&
EOI No.- 20-DE/SMP/2025-26
On behalf of Siliguri Mahakuma Parishad, e-Quotation is invited by District Engineer, SMP, from bonafide resourceful contractors for different items supply works under Siliguri Mahakuma Parishad.
Date & time Schedule for Bids of work
Start date of submission of bid- 26.08.2025 (As per Server Clock)
Last date of submission of bid- 02.09.2025 (As per Server Clock)
All other details will be available from SMP Notice Board. Intending Quotationers may visit the website, namely- **http://wbtenders.gov.in** for further details.
Sd/- DE, SMP

কর্মখালি

সিকিউরিটি গার্ডের জন্য পুরুষ ও মহিলা চাই। বেতন : 10000-16000 টাকা। থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। (M) 8116589466. (C/117929)

Teachers required: Balason Western English School, Matigara, Siliguri. Email: school.bwes@gmail.com (C/118009)

অফিস ও মলের জন্য স্মার্ট মেয়ে ও গার্ডের জন্য ছেলে চাই। বেতন 14,500/-, PF+ESI মাসে ছুটি। M : 8653609553, 8509827671. (C/117930)

আসামের নর্থ লক্ষিমপুর-এ রাঁধুনির প্রয়োজন। তন্দুরি ও বিরিয়ানি রান্নার জ্ঞান থাকা আবশ্যক। বেতন- ২২,০০০/-, থাকা ও খাওয়া ফ্রি। M : 8638846223.

Required Driver

Required Driver for a manufacturing company, contact mobile No. 9593739822,9641732263, email Id-guptajifoodpark@gmail.com (C/117929)

শিক্ষক/শিক্ষিকা চাই

1. Math, Phy, Bot./Zoo, Stat. M.Sc. B.Ed, EPF সহ 19000/- 2. Beng, Eng, Geo, Phil, Hist. M.A. B.Ed, EPF সহ 17700/-. 3. TGT(Beng, Eng, Sci.) EPF সহ 15000/- Last Date : 25.09.2025. M. 9593463699. Website : SVMNXB.COM (C/113008)

অ্যাফিডেভিট

আমি Gazala Perween, D/o Late Md Mustafa Kamal। গ্রাম+পো: তালগ্রামহাট, থানা- হরিশ্চন্দ্রপুর জেলা মালদা। আমার বাবার মৃত্যু সংশাপত্র ও আধার কার্ডে বাবার নাম ভুল থাকায় গত 20/08/25 তারিখে মালদা LD E.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট (যার নং 9137, রেজি 53) বলে বাবার নাম Dr. Md. Mustafa Kamal থেকে Md. Mustafa Kamal করা হইল। যা উভয়ই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/118011)

অ্যাফিডেভিট

ভোটার কার্ড নং WB/01/005/180510 আমার নাম ভুল থাকায় গত 22/8/25 J.M 1st Court, সদর কোচবিহার অ্যাফিডেভিট বলে আমি Rejjak Miya এবং Ajjad Ali এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। কামিনীরঘাট, টাকাগাছ, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার। (C/117168)

আমি Sahabub Alam আমার জমির দলিলে ভুলবশত Md. Mahabub Alam থাকায় গত ইং 20/8/25 জলপাইগুড়ি EM কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Sahabub Alam ও Md. Mahabub Alam উভয়ই এক ও একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম। ময়নাতলি, পশ্চিম মল্লিকপাড়া। (A/B)

I, Ruma Das, S/o Mithu Das on 22/07/2025 by affidavit at Alipurduar E.M court, it is declared that my father Mithu Das and Mitu Das is same & one identical perosn. (C/118010)

আমার পুত্র Md. Firajul Ali-র জন্ম শংসাপত্রের রেজিস্ট্রেশন নং 34/2008, তাং 29.2.2008 স্বামীর নাম ভুল থাকায় গত 11/10/2023, সদর, কোচবিহার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমার স্বামী Hasen Ali এবং Hosen Ali Miah এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। -Fatema Bibi, ধাইয়ের হাট, মোয়ামারী, কোতোয়ালি, কোচবিহার। (C/117172)

আমি Zahangir Alam, S/o Late Md Mustafa Kamal, গ্রাম - তালগ্রামহাট, থানা- হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা- মালদা, পিন- 732125। আমার মাধ্যমিক অ্যাডমিট, সার্টিফিকেট ও পাশপোর্টে যার No- J7584314, আমার বাবার নাম ভুল করে Md Mastofa থাকায়, আবার বাবার আধার কার্ডে ও মৃত্যু প্রমাণপত্রে ভুলবশত Dr Md Mustafa Kamal থাকায় গত 20/08/25-এ E.M কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে সংশোধন করে Md Mastofa/Dr Md Mustafa Kamal থেকে Md Mustafa Kamal করা হলো যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/118012)

Majeda Khatun, W/o- Rejaul Rahaman, Vill- Mobarakpur, P.O- Debiganj, P.S- Chanchal, Dist- Malda. Vide an affidavit made dated 19/08/2025 before the Executive Magistrate at Chanchal that Majeda Khatun & Majeda is the same & one identical women. (C/118013)

Government of West Bengal
Office of the District Magistrate, Darjeeling
District Planning Section
NIeT No 01/DMS/2025-26 Dt : 25.08.2025
For the above mentioned NieT, the last date for submission of bid is 10.09.2025 upto 18:00 Hrs. respectively. For detials log in at **www.darjeeling.gov.in**
Sd/-
District Magistrate, Darjeeling

পূর্ব রেলওয়ে
ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

নং. সিওএম/পে অ্যান্ড ইউজ/এমএলডিটি/সিপিআরও/২০২৫ তারিখঃ ২৫.০৮.২০২৫ সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর - ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন - ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) (নিলাম পরিচালনাকারী আধিকারিক) কর্তৃক মালদা ডিভিসনের কহলগাঁও (সিএলজি), মুঙ্গের (এমজিআর), সাহিবগঞ্জ (এসবিজি) স্টেশনের পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট (সুলভ শৌচালয়) লট পরিচালনার জন্য চুক্তিস্বত্ব বণ্টনের উদ্দেশ্যে www.ireps.gov.in -এ ই-নিলাম ক্যাটালগ প্রকাশ করা হয়েছে। অকশন ক্যাটালগ নং. : পে- ইউজ- ২৫-০৯; নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় : ০৮.০৯.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা ৪৫ মিনিটে; ক্রম নং.; লট নং. এবং স্টেশন যথাক্রমেঃ (১); পিএনইউ-এমএলডিটি-সিএলজি-টিওআই-৩৬-২৫-১; কহলগাঁও। (২); পিএনইউ-এমএলডিটি-এমজিআর-টিওআই-৩৭-২৫-১; মুঙ্গের। (৩); পিএনইউ-এমএলডিটি-এসবিজি-টিওআই-৬-২৫-১; সাহিবগঞ্জ। সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাদের আরও বিশদ জানতে আইআরইপিএস-এ ই-অকশন মডিউল দেখতে বলা হচ্ছে। (MLD-154/2025-26)

ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

নং. সিওএম/পে অ্যান্ড ইউজ/এমএলডিটি/সিপিআরও/২০২৫ তারিখঃ ২৫.০৮.২০২৫ সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর - ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন - ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) (নিলাম পরিচালনাকারী আধিকারিক) কর্তৃক মালদা ডিভিসনের রাজমহল (আরজেএল) এবং সুলতানগঞ্জ (এসজিজি) স্টেশনের সুলভ শৌচালয় (পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট) লট পরিচালনার জন্য চুক্তিস্বত্ব বণ্টনের উদ্দেশ্যে www.ireps.gov.in -এ ই-নিলাম ক্যাটালগ প্রকাশ করা হয়েছে। অকশন ক্যাটালগ নং. : পে-ইউজ- ০৯-২৫; নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় : ১০.০৯.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা ১৫ মিনিটে; ক্রম নং.; লট নং. এবং স্টেশন যথাক্রমেঃ (১); পিএনইউ-এমএলডিটি-আরজেএল-টিওআই-৩৯-২৫-২; রাজমহল। (২); পিএনইউ-এমএলডিটিসি-এসজিজি-টিওআই-২৮-২৩-১; সুলতানগঞ্জ। সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাদের আরও বিশদ জানতে আইআরইপিএস-এ ই-অকশন মডিউল দেখতে বলা হচ্ছে। (MLD-155/2025-26)

ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

DDP/N-36/2025-26
e-Tenders for 2(Two) nos of works under 15th FC, BEUP & 5the SFC invited by Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. Last Date of submission for NIT DDP/N-36/2025-26 is 09.09.2025 at 12.00 Hours. Details of NIT can be seen in www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

ভারত সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
ইনস্পেক্টর জেনারেলের কার্যালয়, বিএসএফ
উত্তরবঙ্গ সীমান্ত
কদমতলা, জেলা- দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৪০১১
সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীতে ওয়াক-ইন ইন্টারভিউ
জেনারেল ডিউটি মেডিকেল আধিকারিকের জন্য
০১.০৯.২০২৫ থেকে ০৩.০৯.২০২৫ পর্যন্ত

যোগ্য এবং ইচ্ছুক পুরুষ এবং মহিলা প্রার্থীরা বিএসএফ কম্পোজিট হসপিটালগুলি/বিএসএফ হাসপাতালগুলিতে চুক্তিভিত্তিক পদ্ধতিতে একজন জিডিএমও হিসেবে অংশগ্রহণ করার জন্য ওয়াক-ইন ইন্টারভিউতে যোগদান করুন।

ক্রমিক নং	পদ	শূন্যপদ	পারিশ্রমিক প্রতি মাসে	বয়স	যোগ্যতা
১	জেনারেল ডিউটি মেডিকেল আধিকারিক (জিডিএমও)	০২	টাঃ ৭৫,০০০/-	ওয়াক-ইন ইন্টারভিউয়ের তারিখের হিসেবে, বয়স ৬৭ বছরের উপরে হতে পারবে না।	☞ এমবিবিএস ☞ বাধ্যতামূলক আবর্তিত ইন্টার্নশিপ পূর্ণ করতে হবে।

২. ইচ্ছুক প্রার্থীদের আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য আমাদের ওয়েবসাইট http://rectt.bsf.gov.in অথবা www.bsf.gov.in-এ পরিদর্শন করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

কমান্ডান্ট (ইএসটিটি)
সীমান্ত মুখ্য কার্যালয়
সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী, উত্তরবঙ্গ

CBC 19110/11/0062/2526

আজ টিভিতে

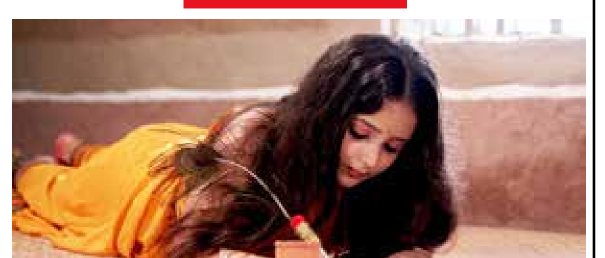

খনার কাহিনী সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.৩০ আপন পর, দুপুর ১.০০ জোশ, বিকেল ৪.০০ লে হালুয়া লে, সন্ধে ৭.০০ বিদ্রোহ, রাত ১০.০০ সুদ আসল

জলসা মুভিজ : বেলা ১১.৪৫ মাই ফ্রেন্ড গণেশা (বাংলা ভার্সন), বিকেল ৪.১৫ সংঘর্ষ, সন্ধে ৭.৩০ জামাই ৪২০, রাত ১০.১৫ বাঙালী বাবু ইংলিশ মেম

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ পবিত্র পাপী, বেলা ১১.৩০ মাটির মানুষ, বিকেল ৪.০০ সুয়োরানি দুয়োরানি, রাত ১১.০০ দেব আই লভ ইউ

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ প্রণমি তোমায়

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ চক্রান্ত

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.০০ জিদ্দি, বিকেল ৩.০০ ছোটে সরকার, সন্ধে ৭.০০ ইশক, রাত ১০.০০ অস্থ

স্টার মুভিজ : দুপুর ১.০০ রাইড অন, বিকেল ৩.১৫ বেবিজ ডে আউট, সন্ধে ৬.৪৫ পাইরেটস অফ দ্য ক্যারিবিয়ানস : দ্য কার্স অফ দ্য ব্ল্যাক পার্ল, রাত ৯.০০ ইনক্রেডিবলস-টু, ১০.৪৫ ক্যাচ দ্য ড্রাগন

মুভিজ নাউ : দুপুর ২.২০ রাশ আওয়ার, বিকেল ৩.৫৫ ম্যাড ম্যাক্স : ফিউরি রোড, ৫.৫০ জনি ইংলিশ, সন্ধে ৭.২০ দ্য ডার্কেস্ট আওয়ার, রাত ১০.২০ মিস্টার অ্যান্ড মিসেস স্মিথ

গণেশ পুজোয় **পান মোদক** এবং **মোতিচুর লাড্ডু** তৈরি শেখাবেন কবিতা সামন্ত। **রাঁধুনি** দুপুর ১.৩০ **আকাশ আট**

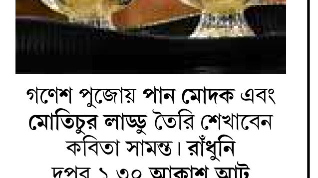

ইনক্রেডিবলস-টু
রাত ৯.০০ **স্টার মুভিজ**

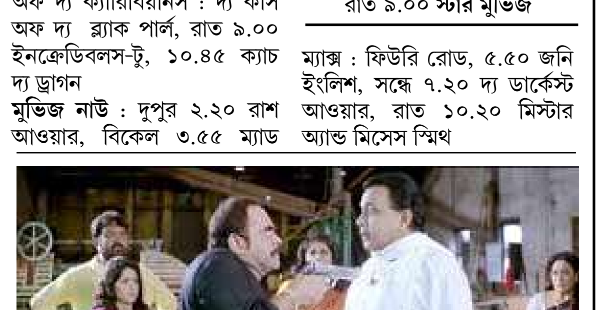

লে হালুয়া লে বিকেল ৪.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১০ ভাদ্র, ১৪৩২, ভাঃ ৫ ভাদ্র, ২৭ অগাস্ট ২০২৫, ১০ ভাদ, সংবৎ ৪ ভাদ্রপদ সুদি, ৩ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।২০, অঃ ৫।৫৯। বুধবার, চতুর্থী দিবা ২।২০। হস্তানক্ষত্র দিবা ৬।৭। শুভযোগ দিবা ১।৪১। বিষ্টিকরণ দিবা ২।২০ গতে ববকরণ রাত্রি ৩।১৩ গতে বালবকরণ। জন্মে- কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, দিবা ৬।৭ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, রাত্রি ৭।১৬ গতে তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- নৈরৃঋতে, দিবা ২।২০ গতে দক্ষিণে। কালবেলাদি- ৮।৩০ গতে ১০।৪ মধ্যে ও ১১।৩৯ গতে ১।১৪ মধ্যে। কালরাত্রি- ২।৩০ গতে ৩।৫৫ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ২।২০ গতে যাত্রা মধ্যম উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ২।২০ গতে (অতিরিক্ত অব্যূঢ়ান্ন) নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ বীজবপন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ বাহন ক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- চতুর্থীর একোদ্দিষ্ট ও পঞ্চমীর সপিণ্ডন। শ্রীশ্রী গণেশ পুজো। গণেশচতুর্থী। অমৃতযোগ- দিবা ৭।২ মধ্যে ও ৯।৩১ গতে ১১।১০ মধ্যে ও ৩।১৮ গতে ৪।৫৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৩৩ গতে ৮।৫৩ মধ্যে ও ১।৩১ গতে ৫।২০ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ১।৩৯ গতে ৩।১৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৫৩ গতে ১০।২৫ মধ্যে।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সামাজিক কাজে নিজেকে শামিল করতে পেরে আনন্দ লাভ। বাবার শারীরিক সমস্যা নিয়ে ভাবনা দূর হবে। বৃষ : মধুর কথাবার্তার জন্য সমাজে সুনাম মিলবে। বহুদিন ধরে চলা আর্থিক সমস্যার সমাধান হতে পারে। মিথুন : কর্মসূত্রে ভিনরাজ্যে যাওয়ার সম্ভাবনা। অর্থাগম মোটামুটি। সন্তানের পড়াশোনার চিন্তা কাটবে। কর্কট : বাড়ি, গাড়ি কেনার সুবর্ণ সুযোগ পেতে পারেন। ফাটকা কারবারীদের ভালো সময়। কর্মসূত্রে বিদেশ ভ্রমণ। সিংহ : আলটপকা মন্তব্য করে সংসারে হেয় হতে পারেন। বহুদিনের কোনও সমস্যা মিটতে পারে। কন্যা : পুরোনো সম্পত্তি কিনে লাভবান হতে পারেন। স্ত্রীর কারণে মায়ের সঙ্গে মান অভিমান হতে পারে। তুলা : লটারি থেকে প্রাপ্তির আশা। অত্যধিক বিলাসিতায় প্রচুর অর্থব্যয়। স্নায়ুরোগে ভোগান্তি বাড়বে। বৃশ্চিক : দুপুরের পর কোনও ভালো খবরে বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির খবর পেতে পারেন। ধনু : নিজের ভুলে হওয়া কাজ ভন্ডুল হওয়ার সম্ভাবনা। অপরিচিত কোনও ব্যক্তির দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। মকর : ব্যবসায় কোনও আত্মীয়ের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য নেবেন না। পথেঘাটে একটু সাবধানে চলাফেরা করুন। কুম্ভ : পৈতৃক ব্যবসা নিয়ে ভাগাভাগির সম্ভাবনা। কোনও কারণে স্ত্রীর সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ার সম্ভাবনা। মীন : পুরোনো অশান্তি মিটে যাবে। বাড়িতে অতিথি সমাগমের সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে চাপ বাড়বে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

মাদ্রাসার সামনে অভিযোগপত্র হাতে বিক্ষুব্ধ অভিভাবকরা।

ছয় মাস বন্ধ মিড-ডে মিল

প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৬ অগাস্ট : দীর্ঘদিন ধরেই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক এবং ম্যানেজিং কমিটির সংঘাত চলছে। আর তার জেরে গত ছয় মাসের বেশি সময় ধরে মিড-ডে মিল বন্ধ। হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লকের টালবাংরুয়া হাই মাদ্রাসার এমন ঘটনা শুনে তাজ্জব সকলে। সরকারের নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণিতে থাকা প্রায় ১১০০ ছাত্রছাত্রীকে মিড-ডে মিল থেকে বঞ্চিত করছে বলে অভিযোগ। এর ফলে এলাকার অভিভাবক থেকে শুরু করে ছাত্রছাত্রীরা সকলেই ক্ষুব্ধ। স্কুলে এলেও পড়ুয়ারা মিড-ডে মিল পায় না। খালি পেটেই স্কুল করে বাড়ি ফিরতে হচ্ছে তাদের। এনিয়ে এলাকার বিডিও তাপস পাল বলেন, 'ওই মাদ্রাসার সমস্যা নিয়ে একাধিকবার প্রধান শিক্ষককে শোকজ করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে মিড-ডে মিল বন্ধ করা যায় না।' অবিলম্বে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করার আশ্বাসও দেন তিনি।

মাদ্রাসা সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রত্যন্ত এলাকায় টালবাংরুয়া হাই মাদ্রাসায় দীর্ঘদিন ধরেই প্রধান শিক্ষক খায়রুল আলমের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ উঠেছে। মিড-ডে মিল নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছিল। এছাড়া কখনও কন্যাশ্রী, কখনও সবুজ সাথী, আবার কখনও ঐক্যশ্রীর স্কলারশিপ নিয়ে দুর্নীতিতে তাঁর নাম জড়িয়েছে। এই নিয়ে ব্লক প্রশাসন থেকে শুরু করে শিক্ষা দপ্তর সহ একাধিক জায়গায় তাঁর নামে অভিযোগ করা হয়। নতুন পরিচালন কমিটির সম্পাদক ও অন্য সদস্যদের সঙ্গে প্রধান শিক্ষকের সংঘাতও হয়েছিল। এনিয়ে থানা-পুলিশ, আইন-আদালত অবধি ঘটনা গড়িয়েছে। এমনকি প্রধান শিক্ষকের বেতন পর্যন্ত বন্ধ করা হয়েছে, কিন্তু অচলাবস্থা কাটেনি। অভিভাবকদের দাবি, চলতি শিক্ষাবর্ষের প্রথম দিকে মাদ্রাসার দায়িত্ব নিয়ে খায়রুল ফের বেনিয়ম শুরু করেছেন।

পরিচালন সমিতির সম্পাদক আবদুল মাতিন এনিয়ে বলেন, 'প্রধান শিক্ষক কন্যাশ্রী থেকে শুরু করে যাবতীয় স্কলারশিপ এবং মিড-ডে মিল সংক্রান্ত তথ্যের লগ-ইন পাসওয়ার্ড নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। আমরা ব্লকে এবিষয়ে অভিযোগ করেছি। পাসওয়ার্ড না থাকায় আমরা মিড-ডে মিল পরিচালনা করতে পারছি না।

অভিযোগ

- টালবাংরুয়া হাই মাদ্রাসায় দীর্ঘদিন ধরেই প্রধান শিক্ষক খায়রুল আলমের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ উঠেছে
- মিড-ডে মিল নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছিল
- কখনও কন্যাশ্রী, সবুজ সাথী, কখনও ঐক্যশ্রীর স্কলারশিপ নিয়ে দুর্নীতিতে তাঁর নাম জড়িয়েছে

এদিকে, উনিও দিনের পর দিন স্কুলে অনুপস্থিত থাকছেন। অ্যাকাউন্ট অপারেট বন্ধ করে দিয়েছেন।' তবে সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি খায়রুলের। তিনি বলেন, 'নব নির্বাচিত পরিচালন সমিতির সদস্যরা ইচ্ছে করে আমার নামে দুর্নাম করছেন। তার সঙ্গে কিছু সহ শিক্ষকও রয়েছেন।'

এদিকে স্থানীয় অভিভাবক তজিবুর রহমান বলেন, 'গরিব ঘরের প্রচুর ছেলেমেয়ে ওই মাদ্রাসার পড়ুয়া। খাবার না পেয়ে ছাত্রছাত্রীরা স্কুলমুখো হচ্ছে না। প্রধান শিক্ষক এর আগে টাকার বিনিময়ে নানা প্রকল্পে জালিয়াতি করেছেন। স্কুল ফান্ডের টাকাতে গরমিল রয়েছে। আমি ওঁর বিরুদ্ধে আদালতে পর্যন্ত গিয়েছি।'

পঞ্চায়েত অফিসে শিক্ষামূলক পরিদর্শন

গঙ্গারামপুর, ২৬ অগাস্ট : মঙ্গলবার মালদা জেলা থেকে ২৮ সদস্যের একটি দল গঙ্গারামপুর ব্লকের ৬ নম্বর গঙ্গারামপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে শিক্ষামূলক পরিদর্শনে আসে। মালদা জেলার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান, পঞ্চায়েত সদস্য এবং পঞ্চায়েত সঞ্চালকরা এই দলে ছিলেন। মূলত ২ জেলার গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির কাজের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা এবং উভয় এলাকার পঞ্চায়েতের ভালো কাজ নিয়ে মতবিনিময় করার উদ্দেশ্যে এই পরিদর্শন বলে জানান প্রতিনিধিদলের সদস্যরা। চলতি মাসের ২৫ থেকে ২৯ তারিখ পর্যন্ত এই পরিদর্শন চলবে। এদিনের পরিদর্শনের পর প্রতিনিধিদল বুধবার পতিরাম এবং বৃহস্পতিবার গাঙ্গুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত পরিদর্শন করবে।

মালদা জেলার পঞ্চায়েত অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্টের ট্রেনিং কোঅর্ডিনেটর বকুলচন্দ্র রায় বলেন, 'দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মোট ৩টি গ্রাম পঞ্চায়েতে আমরা পরিদর্শনে

যাব। দুই জেলার বিভিন্ন পঞ্চায়েতের মধ্যে মত এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ই এই কর্মসূচির লক্ষ্য। এই পরিদর্শনের ফলে এখানকার পঞ্চায়েতের ভালো জিনিসগুলি মালদার পঞ্চায়েতগুলি এবং মালদার পঞ্চায়েতগুলির ভালো জিনিস এখানকার পঞ্চায়েতগুলি শিখবে। এই পরিদর্শন উন্নয়নমূলক কাজে বড় ভূমিকা পালন করবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।'

মানিকচক ঘাটে আটক হোম থেকে পলাতক তিন কিশোর

ঝাড়খণ্ডে পালানোর চেষ্টা ব্যর্থ

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ২৬ অগাস্ট : রবিবার গভীর রাতে বালুরঘাটের শুভায়ন হোমের নিরাপত্তার জাল ভেঙে পালিয়ে গিয়েছিল তিন কিশোর। তবে শেষরক্ষা হল না। তাদের ঝাড়খণ্ডে পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ভেস্তে দিল মানিকচক থানার পুলিশ। ফেরিঘাটে ফেরি না পেয়ে, অপেক্ষারত ওই বালুরঘাটের হোম থেকে পালানো ৩ আবাসিক কিশোরকে উদ্ধার করল পুলিশ। সোমবার রাতেই ওই কিশোরদের উদ্ধার করে মানিকচক থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকেই খবর দেওয়া হয় বালুরঘাট থানায়। মঙ্গলবার দুপুরে বালুরঘাট থানার পুলিশের একটি দল ওই কিশোরদের ফেরানোর জন্য মালদার মানিকচক থানার উদ্দেশে রওনা দিয়েছে। ওই কিশোররা উদ্ধার হতেই স্বস্তি ফিরেছে প্রশাসনের সমস্ত মহলে।

তবে সিসিটিভি দেখে ওই কিশোরদের পালানোর বুদ্ধিতে রীতিমতো হতবাক সকলে।

বালুরঘাট সদর ডিএসপি হেডকোয়ার্টার্স বিক্রম প্রসাদ বলেন, 'ওই কিশোরদের খোঁজ মিলেছে।

ঘটনার পর শুভায়ন হোমের সামনে কড়া নিরাপত্তা। মঙ্গলবার।

মালদার মানিকচক থানা এলাকায় পুলিশ তাদের উদ্ধার করেছে। বালুরঘাট থানার পুলিশ ওই কিশোরদের আনার জন্য গিয়েছে।'

গত রবিবার রাতে বালুরঘাটের সরকারি শুভায়ন হোমের নিরাপত্তাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে পালায় ওই তিন কিশোর। ফলে প্রশ্নচিহ্ন উঠছে নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়গুলির দিকেও। প্রথমে ওই কিশোররা অন্য আবাসিক বন্ধুদের ঘরের দরজার পাশাপাশি নিরাপত্তারক্ষীদের কোলাপসিবল গেটে তালা ঝুলিয়ে দেয়। তারপর গাছ বেয়ে উঠে, উঁচু প্রাচীরের কাঁটাতার টপকে ফিল্মি কায়দায় চম্পট দেয় তারা।

পলাতক ওই কিশোরদের দুজনের বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুরে ও একজনের বাড়ি মালদা জেলায়। ওই কিশোরদের বয়স প্রায় ১৪ বছর। তাদের পালানোর ঘটনায় সোমবার বালুরঘাট থানায় অভিযোগ দায়ের করে শুভায়ন হোম কর্তৃপক্ষ। অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নামে বালুরঘাট থানার পুলিশ।

তদন্তে নেমে ওই হোমের সিসিটিভি ফুটেজের পাশপাশি কিশোরদের খোঁজ পেতে বালুরঘাট শহরের বিভিন্ন এলাকার সিসিটিভি ফুটেজও খতিয়ে দেখে পুলিশ। পুলিশকর্মীরা দেখেন কিশোররা ওই গভীর রাতে বালুরঘাট শহরে একটি সাইকেল টেনে নিয়ে যাচ্ছে। পুলিশের সন্দেহ, রাস্তার ধারের কোনও জায়গা থেকে সাইকেলটি নিয়ে ওই কিশোররা সেটি বিক্রি করে দেওয়ার চেষ্টায় ছিল। তারপর সেই বিক্রি করা টাকায় তারা ঝাড়খণ্ড পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছিল। যদিও পুরোটাই পুলিশের অনুমান। কিশোরদের বালুরঘাটে ফেরানোর পর, তাদের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করে ওই সাইকেল রহস্যের উন্মোচন হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

বালুরঘাটের শুভায়ন হোম থেকে বিচারাধীন শিশু ও কিশোর বন্দি পালানোর ঘটনা নতুন কিছু নয়। বছর কয়েক আগেও এই হোম থেকে কিশোর পালানোর ঘটনা ছিল জলভাত। ওই সময় হোম থেকে একসঙ্গে ৭ জন, দশজন তো বটেই, একবারে ৩২ জন পালানোরও নজির রয়েছে। তবে পরে এদের অনেকে ধরাও পড়েছে। প্রতিবার ঘটনার পর প্রশাসনের তরফে হোমে নিরাপত্তা বৃদ্ধি ও পরিকাঠামো উন্নয়নের কথা বলা হয়। হোমের ভেতরে সিসিটিভি ক্যামেরা, নিরাপত্তারক্ষী ও বিশাল প্রাচীর থাকা সত্ত্বেও কীভাবে রাতের অন্ধকারে তারা পালাল, তা নিয়েও তদন্ত চলছে।

পুলিশি হেপাজতে

- রবিবার গভীর রাতে বালুরঘাটের শুভায়ন হোমের নিরাপত্তার জাল ভেঙে পালিয়ে গিয়েছিল তিন কিশোর
- মানিকচকের ফেরিঘাটে অপেক্ষারত বালুরঘাটের হোম থেকে পালানো ৩ আবাসিক কিশোরকে উদ্ধার করে পুলিশ
- সোমবার রাতেই ওই কিশোরদের উদ্ধার করে মানিকচক থানায় নিয়ে যাওয়া হয়

জমি বিবাদে সংঘর্ষ, থানায় অভিযোগ

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৬ অগাস্ট : হরিশ্চন্দ্রপুরে জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের ঘটনায় মঙ্গলবার একই পরিবারের দুই পক্ষই থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে। এই ঘটনায় দুই পক্ষের মোট ছয়জন আহত হয়েছেন। এক তরুণীকেও শারীরিকভাবে নিগ্রহ করার অভিযোগ উঠেছে।

ঘটনাটির সূত্রপাত হয় সোমবার সন্ধ্যায় হরিশ্চন্দ্রপুরের একটি গ্রামে। জানা গিয়েছে, বাস্তুভিটে নিয়ে খুড়তুতো দুই ভাইয়ের মধ্যে গত মাস ছয়েক ধরে বিবাদ চলছিল। এক ভাই অন্যজনকে ভিটে থেকে উচ্ছেদ করে জমির দখল নিতে চাইছেন বলে অভিযোগ ওঠে। সোমবার এ নিয়ে বিবাদ চরমে পৌঁছায়। তারপরই দু'পক্ষের সংঘর্ষ বেধে যায়। সেই সময়ই এক তরুণীকে শারীরিকভাবে হেনস্তা করার অভিযোগ ওঠে। সংঘর্ষের ঘটনায় মাথা ফেটে যায় একজনের। নিগৃহীত তরুণীর মা বলেন, 'আমাদের বাস্তুভিটে থেকে ভাশুর আমাদের উচ্ছেদ করতে চাইছে। ভাশুর দলবল নিয়ে হামলা করে। মেয়েকে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। বাধা দেওয়ায় আমার স্বামীকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেয়।'

যদিও অভিযুক্ত ভাশুরের দাবি, 'আমরা হামলা চালাইনি। ওরাই আমাদের উপরে হামলা চালায়, মারধর করে।' এ প্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত করে আইন মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গণেশপুজোয় হাজার লাড্ডু

পতিরাম ও কুমারগঞ্জ, ২৬ অগাস্ট : পতিরাম ব্যবসায়ী সমিতির গণেশপুজো গোটা এলাকার উৎসব। তিনদিনব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, রক্তদান শিবির, ১০০০ লাড্ডু ও ৫০০০ মানুষের জন্য খিচুড়ি বিতরণ হবে। পতিরামে এখন তিনটি গণেশপুজো হয়, এর মধ্যে চৌরঙ্গির পুজো সর্ববৃহৎ। কুমারগঞ্জ ব্লকে ডাঙ্গারহাট, গোপালগঞ্জ ও কুমারগঞ্জে এই তিন জায়গায় এবারও বড় আকারে গণেশপুজো হচ্ছে। বালুরঘাটের উত্তমাশাপল্লি গণেশপুজো কমিটির উদ্যোগে মহাসমারোহে গণেশ প্রতিমা আনা হল মঙ্গলবার সন্ধ্যায়। এবছর ১২ ফুট উচ্চতার সম্পূর্ণ শ্বেতশুভ্র গণেশ প্রতিমা রয়েছে বলে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন।

ফাঁসে মৃত্যু

বুনিয়াদপুর, ২৬ অগাস্ট : ফাঁসে মৃত্যু হল এক তরুণের। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ওই তরুণের নাম শ্যামল মণ্ডল (৪১)। বাড়ি বংশীহারীর বাগদুয়ার এলাকায়। মঙ্গলবার সকালে বাড়ির লোক ডাকাডাকি করে সাড়া না পাওয়ায় দরজা ভেঙে ঘরের মধ্যে তাঁর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পায়। খবর দেওয়া হয় বংশীহারী থানার পুলিশকে। পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে রশিদপুর হাসপাতালে আনলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে জানান। পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে।

বালুরঘাট শহরে পুরসভায় মাদার টেরেজার জন্মবার্ষিকী উদযাপন। মঙ্গলবার। ছবি : মাজিদুর সরদার

তেলেঙ্গানায় ডাকাতি, রতুয়ায় গ্রেপ্তার

মুরতুজ আলম

সামসী, ২৬ অগাস্ট : তেলেঙ্গানার একটি সোনার দোকানে ডাকাতি কাণ্ডে মালদার এক তরুণকে সোমবার গভীর রাতে তার বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করল তেলেঙ্গানার পুলিশ। ধৃতের নাম জসিমুদ্দিন (২২)। বাড়ি রতুয়া-১ ব্লকের আন্ধারু গ্রামে। ধৃতের বাড়ি থেকে সোনার অলংকার এবং নগদ টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। মালদার এসপি প্রদীপকুমার যাদব বলেন, 'তেলেঙ্গানায় এক সোনার দোকানে ডাকাতি কাণ্ডে রতুয়ার এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে তেলেঙ্গানা পুলিশ। তাকে ট্রানজিট রিমান্ডে তেলেঙ্গানা পুলিশ নিয়ে গিয়েছে।'

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তেলেঙ্গানা রাজ্যের সুরিয়াপাতে এক সোনার দোকানে জুলাই মাসের ২১ তারিখে ডাকাতির ঘটনা ঘটে। সোনার অলংকার এবং নগদ কয়েক লক্ষ টাকা নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। ওই সোনার দোকানে ডাকাতি কাণ্ডে সুরিয়াপাতের স্থানীয় এক তরুণকে গ্রেপ্তার করে তেলেঙ্গানা পুলিশ। ওই তরুণকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ডাকাতি কাণ্ডে আন্ধারু গ্রামের জসিমুদ্দিন নামের এক তরুণের যোগসাজশের নাম উঠে আসে। এরপর তেলেঙ্গানা পুলিশ সোমবার মালদায় আসে।

রতুয়া থানা এবং সামসি ফাঁড়ির পুলিশের সহযোগিতায় সোমবার গভীর রাতে পুলিশবাহিনী নিয়ে আন্ধারুতে হানা দেয় তেলেঙ্গানা পুলিশ। রাতে হাতেনাতে জসিমুদ্দিনকে ধরে ফেলে পুলিশ। তার বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে বাড়ির আলমারি থেকে মেলে ৬০০ গ্রাম সোনার অলংকার। সেইসঙ্গে বাজেয়াপ্ত হয়েছে নগদ ৪ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা। পুলিশ জানিয়েছে, বাজেয়াপ্ত সোনার অলংকারের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৫৫ লক্ষ টাকা।

> তেলেঙ্গানায় এক সোনার দোকানে ডাকাতি কাণ্ডে রতুয়ার এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে তেলেঙ্গানা পুলিশ। তাকে ট্রানজিট রিমান্ডে তেলেঙ্গানা পুলিশ নিয়ে গিয়েছে।
>
> **প্রদীপকুমার যাদব,**
> *এসপি, মালদা*

জসিমুদ্দিন তেলেঙ্গানায় গ্রিলের মিস্ত্রি হিসেবে কোনও এক সংস্থায় পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন। তেলেঙ্গানায় সোনার দোকানে ডাকাতি ছাড়াও ধৃত তরুণ ২০২৩ সালে হরিয়ানার গুরুগ্রামের একটি সোনার দোকানে চুরি কাণ্ডে যুক্ত ছিলেন। সেই মামলা এখনও চলছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

বাস টার্মিনাস নির্মাণ বিশবাঁও জলে

বরুণকুমার মজুমদার

ডালখোলা, ২৬ অগাস্ট : বাম আমলে ডালখোলায় উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের বাস টার্মিনাস তৈরির জন্য ১৯৯২ সালে জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। ওইটুকুই শেষ। এরপর ৩৩ বছর পেরিয়ে গেলেও টার্মিনাস পেলেন না ডালখোলাবাসী। এতদিনে শুধু টার্মিনাসে প্রবেশপথে একটি কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু বাস টার্মিনাস কবে হবে এনিয়ে ২০২৬-এর ভোটের আগে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তর্জা।

সিপিএম নেতা সুজিত দে সরকার বলেন, '২০২১ সালে নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় ও ভাইস চেয়ারম্যান তথা করণদিঘির বিধায়ক গৌতম পাল সহ সংস্থার কর্তারা টার্মিনাস নির্মাণের জন্য ভিতপুজো করেছিলেন। তারপর তিন বছর পেরিয়ে গেলেও টার্মিনাস নির্মাণের জন্য কোনও অর্থবরাদ্দ করা হয়নি।'

বিজেপি নেতা ভজন দে জানালেন, বাম ও তৃণমূল টার্মিনাস তৈরিতে ব্যর্থ হয়েছে। মানুষ এর জবাব ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে ভোটের বাক্সে দেবেন।

এদিকে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে করণদিঘিতে একটি নতুন বাস টার্মিনাস তৈরির সূচনা করা হয়েছে।

বিরোধীদের কটাক্ষে এলাকার বিধায়ক তথা এনবিএসটিসি'র ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম পাল। সভাপতি আলতাব হোসেন বলেন, বিধায়ক গৌতম পাল এনবিএসটিসি'র ভাইস চেয়ারম্যান। তিনি এই কাজে ব্যর্থ। তাঁর কাছ থেকে পাওয়া বাস টার্মিনাস নির্মাণের আশ্বাস ডালখোলাবাসীকে ভাঁওতা

জমি পড়ে আছে, টার্মিনাস হয়নি ডালখোলায়।

তিনি যেমন ডালখোলা শহরের মধ্য দিয়ে নিগমের বাস চলাচল করাতে ব্যর্থ, ঠিক তেমনি ডালখোলায় বাস টার্মিনাস নির্মাণেও তিনি ব্যর্থ। আর বিলাসপুরে দমকলকেন্দ্র, মহেশপুরে বিদ্যুতের সাব-স্টেশন এসব আইওয়াশ ছাড়া আর কিছু নয়। সার্বিকভাবে করণদিঘির উন্নয়নে ব্যর্থ বিধায়ক।

ডালখোলা শহর কংগ্রেসের

দেওয়া ছাড়া আর কিছু নয়।'

এবিষয়ে গৌতমকে ফোন করা হলে তিনি ফোন না ধরায় তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। ডালখোলা পুরসভার চেয়ারম্যান স্বদেশ সরকারের বক্তব্য, '৪৭ লক্ষ টাকায় টার্মিনাসে ঢোকার রাস্তা তৈরি হয়েছে। এরপর টার্মিনাস নির্মাণের জন্য ডিপিআর তৈরি করে পুর দপ্তরে পাঠানো হয়েছে।'

সাপের ছোবলে মৃত

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৬ অগাস্ট : বাড়ির উঠোনে সোমবার রাতে সাপের ছোবলে মৃত্যু হল এক বধূর। মৃতের নাম দীপ্তি দাস (৩৭)। তিনি হরিশ্চন্দ্রপুর থানার বাঙ্গাবাড়ি এলাকার বাসিন্দা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাত প্রায় দশটা নাগাদ ওই বধূকে তাঁর বাড়ির উঠোনেই সাপে ছোবল মারে। কিন্তু প্রথমে তিনি কিছু বুঝতে পারেননি। তবে কিছুক্ষণ পর থেকে অসুস্থ বোধ করতে শুরু করেন। তাঁর চিৎকারে পাড়া-প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। এরপর অসুস্থ ওই মহিলাকে পাড়া-প্রতিবেশীরা চাঁচল মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মহিলার স্বামী বহুদিন আগেই মারা গিয়েছেন। তিনি তাঁর নাবালিকা মেয়ের সঙ্গে থাকতেন। পুলিশ দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

বেড়া দেওয়া নিয়ে মারপিট

পতিরাম, ২৬ অগাস্ট : নাজিরপুরের বাদখোড়নায় দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় মঙ্গলবার তিন প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে পতিরাম থানায় অভিযোগ দায়ের করেন অখিল মালি নামে এলাকার এক বাসিন্দা। সোমবার বাড়ির সামনে দেওয়া বেড়ায় ধাক্কা লাগাকে কেন্দ্র করে দুই প্রতিবেশীর মধ্যে বচসা হয়। তারপর মারপিট শুরু হয়। অখিল মালি ও তাঁর পরিবারের উপর হামলার অভিযোগ ওঠে বিমল মালি সহ তিনজনের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে কল্পনা মালি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

তিওড় কৃষ্ণাষ্টমী হাইস্কুল থেকে বেরোচ্ছে তদন্ত টিম।

স্কুলের দুর্নীতি নিয়ে অভিযোগ তিওড়ে

বিধান ঘোষ

হিলি, ২৬ অগাস্ট : মিড-ডে মিল ও সমগ্র শিক্ষা অভিযানের দুর্নীতির অভিযোগ উঠল তিওড় কৃষ্ণাষ্টমী উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত করতে মঙ্গলবার দুপুরে ওই স্কুলে যান জেলা সামাজিক নিরীক্ষা দপ্তরের দুই সদস্য। ঘটনায় শোরগোল পড়েছে এলাকায়। যদিও দুর্নীতির অভিযোগ খারিজ করেছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এদিকে, আবার অভিযোগকারীও অভিযোগের কথা অস্বীকার করেছেন।

কৃষ্ণাষ্টমী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে মিড-ডে মিল ও এসএসএতে দুর্নীতির অভিযোগ তোলেন তিওড় বাজার এলাকার বাসিন্দা গৌতম লাহা। তিনি সোমবার জেলা শাসকের অফিসে এবিষয়ে লিখিত অভিযোগ করেন। এমন অভিযোগের পরে মঙ্গলবার দুপুরে ওই স্কুলে অভিযান চালায় জেলা সামাজিক নিরীক্ষা দপ্তরের দুই সদস্যের প্রতিনিধিদল। তাঁরা মিড-ডে মিলের অডিট, খাবার, রান্নাঘর সহ বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে দেখেন। এরপর ঘণ্টাদুয়েক বাদে ওই প্রতিনিধিদলটি বেরিয়ে যায়। তবে অভিযান নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি প্রতিনিধিদলের সদস্যরা।

এবিষয়ে প্রধান শিক্ষক শংকর ভট্টাচার্য বলেন, 'মিড-ডে মিল ও এসএসএতে দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে আমার কিছু জানা নেই। যদি কেউ এনিয়ে অভিযোগ করেন তা সমস্তটাই ভিত্তিহীন। মিড-ডে মিলের রুটিন ভিজিটে এদিন স্কুলে এসেছিল জেলার একটি টিম। রাঁধুনিরা হেড ক্যাপ ও অ্যাপ্রন ব্যবহার না করায় তাঁদের সর্তক করেছেন প্রতিনিধিদলের সদস্যরা।'

এবিষয়ে গৌতম লাহা বলেন, 'আমি স্কুলের মিড-ডে মিল নিয়ে কোনও অভিযোগ করিনি। আমাকে বদনাম করতে কেউ আমার নাম ব্যবহার করে ভুয়ো অভিযোগ করেছে।'

এবিষয়ে জেলা শাসককে ফোন ও মেসেজ করা হলেও তিনি ফোন না তোলায় ও মেসেজের জবাব না দেওয়ায় তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

স্বপ্ন পূরণের বদলে সীমান্ত টপকে শ্রীঘরে

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ২৬ অগাস্ট : তারুণ্যে অ্যাডভেঞ্চারের প্রতি ঝোঁক স্বাভাবিক। দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র মহম্মদ পল্লবেরও হয়তো ছিল। কিন্তু নিশ্চয়ই সে ভাবেনি এই ঝোঁক তার বিপদ ডেকে আনবে। কাঁটাতারের বেড়া টপকে সে এখন বিদেশবিভুঁইয়ে বন্দি। আদতে বাড়ি বাংলাদেশের নওগাঁ জেলায়। তার এখন ঠাঁই হয়েছে বালুরঘাট জেলে। আপাতত ১৪ দিন তাকে জেলে রাখার নির্দেশ দিয়েছে বালুরঘাট আদালত।

পুলিশ তার কাছে জেনেছে, চার দেওয়ালের গণ্ডি, বাড়ির অনুশাসন ইত্যাদি তার ঘোর অপছন্দ। ভারত দেখার স্বপ্ন ছিল ছোট থেকে। সেই সঙ্গে ভারতে কাজ করবে বলেও ঠিক করেছিল। হয়তো পরিবারের ঘেরাটোপের বাইরে নিজের মতো থাকতে চেয়েছিল। এতই মরিয়া ছিল যে, কাঁটাতার বেয়ে বেড়ার উপরে উঠে বস্তা পেতে সে সীমান্ত টপকেছিল।

সেই স্বপ্নে বাদ সাধল এপারে এসে ভিনরাজ্যে বাংলাদেশিদের ওপর নির্যাতনের কাহিনী। বেআইনিভাবে সীমান্ত পার হয়ে পল্লব ঢুকে পড়েছিল বালুরঘাট ব্লকের চিঙ্গিসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সোবরা গ্রামে। সারাদিন এলাকায় ঘুরে ভিনরাজ্যে কাজ করতে যাওয়ার সঙ্গী খুঁজতে থাকে।

ছবি : এআই

আশাভঙ্গ

- চার দেওয়ালের গণ্ডি, বাড়ির অনুশাসন ইত্যাদি তার ঘোর অপছন্দ
- ভারত দেখার স্বপ্ন ছিল ছোট থেকে, এখানে কাজ করবে বলেও ঠিক করেছিল
- কাঁটাতার বেয়ে বেড়ার উপরে উঠে বস্তা পেতে সে সীমান্ত টপকায়
- সেই স্বপ্নে বাদ সাধল এপারে এসে ভিনরাজ্যে বাংলাদেশিদের ওপর নির্যাতনের কাহিনী

এলাকার বাসিন্দারা তাকে স্থানীয় কেউ ভেবে গল্পও জুড়ে দেন। তখনই ভিনরাজ্যে বাংলা কথা বলায় হয়রানির গল্প শোনে পল্লব। তখনই সন্দেহ হয় গ্রামবাসীর।

পল্লবও ভয় পেয়ে কীভাবে বাংলাদেশে ফিরে যাবে, জিজ্ঞাসা করতে থাকে স্থানীয়দের। কান্নাকাটিও জুড়ে দেয়। ইতিমধ্যে খবর পেয়ে পুলিশ গ্রামে পৌঁছে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পল্লবের অনুপ্রবেশের প্রমাণ পেয়ে যায়। পরিবারের অর্থনৈতিক সংকট ও কড়া অনুশাসনের জন্য এপারে এসেছে বললেও কাঁটাতার টপকে আসার পিছনে অন্য কোনও অভিসন্ধি রয়েছে কি না, খতিয়ে দেখছে পুলিশ। বালুরঘাটের ডিএসপি (সদর) বিক্রম প্রসাদ বলেন, পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

তুলাইপাঞ্জি, গোবিন্দভোগ চাষ বাড়ছে মালদায়

হরষিত সিংহ

মালদা, ২৬ অগাস্ট : তুলাইপাঞ্জি চালের জন্য বিখ্যাত উত্তর দিনাজপুর জেলা জিআই ট্যাগও পেয়েছিল। সেই চালের এখন মালদা জেলায় উৎপাদন বাড়াচ্ছে কৃষি দপ্তর। সেইসঙ্গে নজর গোবিন্দভোগ চালেও। গত চার বছরে কৃষি দপ্তরের পরিকল্পনায় মালদা জেলায় বৃদ্ধি পেয়েছে এই দুই প্রজাতির ধানের চাষ। চাষিদের এজন্য আগ্রহী করে তোলার পাশাপাশি কৃষি দপ্তর কৃষকদের বীজ, চাষের সামগ্রী বিলি করছে।

কৃষি দপ্তরের মালদা জেলার উপ অধিকর্তা বিদ্যুৎকুমার বর্মন বলেন, 'গত কয়েক বছর তুলাইপাঞ্জি ও গোবিন্দভোগ ধানের ফলন কম হওয়ায় কৃষকদের মধ্যে এই চাষের আগ্রহ কমেছিল। পরে কেন্দ্রীয় কৃষি প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা সংস্থার সহায়তায় এই চাষের আগ্রহ বাড়াতে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অনেকে এখন চাষে আগ্রহ প্রকাশ করছেন।'

যদিও এনিয়ে ভিন্ন মত চাল ব্যবসায়ীদের। যেমন অন্যতম ব্যবসায়ী রেয়াজ মাসুদের দাবি, এই দুই প্রজাতির ধানের ফলন তেমন বাড়ছে না। তাঁর কথায়, 'চাষ কমতে থাকায় এই দুই চালের দাম প্রচুর বেড়েছে। পুজোর মরশুমে এই চালের চাহিদা বাড়লে কয়েকদিন

কৃষি দপ্তরের পরিকল্পনায় চাষিরা আগ্রহী

পরে দাম আরও বাড়বে। পর্যাপ্ত পরিমাণে চাষ হলে চাহিদা পূরণ হবে। তখন দাম একটু হলেও কমতে পারে। এতে আর বাইরে থেকে চাল আমদানি করতে হবে না।'

মালদার বাজারে এখন গোবিন্দভোগ চাল ১৫০ টাকা কেজি ও তুলাইপাঞ্জি চাল ৬৫ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। যদিও কৃষি দপ্তরের পরিসংখ্যানে এবছর মালদা জেলার গাজোল, হবিবপুর, বামনগোলা, চাঁচল ও হরিশ্চন্দ্রপুর ইত্যাদি ব্লকে প্রায় ৫৬২ একর জমিতে গোবিন্দভোগ ও তুলাইপাঞ্জি ধান চাষের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গত বছর এই জেলায় প্রায় ১০০ হেক্টর জমিতে গোবিন্দভোগ চাষ হয়েছিল।

এ বছরও মালদা জেলায় আধুনিক পদ্ধতিতে চাষের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। হবিবপুরের কৃষক ভবেশ বর্মন বলেন, 'কৃষি দপ্তর সাহায্য করায় এই চাষ সম্ভব হচ্ছে। না হলে এত খরচ করে এই ধান চাষ সম্ভব ছিল না।'

পুড়ে ছাই ২ শ্রমিকের বাড়ি

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৬ অগাস্ট : হরিশ্চন্দ্রপুর এক নম্বর ব্লকের বড়ই গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁচলা গ্রামে সোমবার সন্ধ্যাবেলা ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে দুই পরিযায়ী শ্রমিকের বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ওই শ্রমিকরা গ্রামটির বাসিন্দা হলেও এখন রাজস্থানের জয়পুরে কাজ করেন। ওঁরা দুই ভাই মমিরুল আলি ও মমতাজ আলি। তাঁদের বাড়িতেই আগুন লেগেছিল। তাঁদের অনুপস্থিতিতে বাড়ি তালাবন্ধ থাকলেও কীভাবে আগুন লাগে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। গ্রামবাসীরা ছুটে গিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন এবং দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে শর্টসার্কিট থেকে আগুন লাগে। তবে সঠিক কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি।

জেল হেপাজত

করণদিঘি, ২৬ অগাস্ট : সপ্তম শ্রেণির নাবালিকার গর্ভবতী হওয়ার ঘটনায় ধৃত হৃদয় সিংহ নামে পঞ্চাশোর্ধ্ব এক ব্যক্তিকে মঙ্গলবার ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে ইসলামপুর মহকুমা আদালত। ধৃতের বাড়ি করণদিঘি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়।

ঘুরনি দিয়ে মাছের সন্ধানে। কুমারগঞ্জ ব্লকের গোবিন্দপুর গ্রামে। ছবি : অভিজিৎ সরকার

সুকান্তর গড় ভাঙতে নির্দেশ অভিষেকের

ছয়ে ছয়ের লক্ষ্যে একজোটের বার্তা

বালুরঘাট ও কলকাতা, ২৬ অগাস্ট : ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে দক্ষিণ দিনাজপুরের ছয়টি আসনের ছয়টিতেই জয় নিশ্চিত করতে জেলা নেতৃত্বকে বার্তা দিলেন তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। লক্ষ্য পূরণে গোষ্ঠীকোন্দল মিটিয়ে একসঙ্গে চলার বার্তা দেওয়া হয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা নেতৃত্বকে। মঙ্গলবার কলকাতায় তাদের নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন অভিষেক ও দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। সেখানেই ওই বার্তা দেওয়া হয়। কোন্দল মেটাতে জেলা কমিটির সভার সংখ্যা বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ২১-এর বিধানসভায় ভালো ফল করলেও লোকসভা নির্বাচনে বালুরঘাটে কেন হারতে হল? এদিনের বৈঠকে সেই প্রশ্ন তোলেন অভিষেক। পাশাপাশি কোথায় কেন তৃণমূলের পরাজয়, তা পর্যালোচনা করে দেখতে জেলা নেতৃত্বকে পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্র পুনরুদ্ধারে বুথ স্তরের সংগঠনকে শক্তিশালী করতেও নির্দেশ দিয়েছেন ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদ।

বিধায়ক বিপ্লব মিত্র, রেখা রায়, তোরাফ হোসেন মণ্ডল, জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল, আইএনটিটিইউসির জেলা সভাপতি নাজিমুর রহমান, তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের জেলা সভাপতি স্নেহলতা হেমব্রম, জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি অম্বরীশ সরকার এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

কলকাতায় তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকের পর। -সংবাদচিত্র

ঘাসফুল শিবির সূত্রের খবর, এর আগে আই-প্যাক ও অভিষেকের নিজস্ব টিম জেলাজুড়ে সমীক্ষা চালিয়েছিল। তারা রিপোর্ট জমা করেছে। পাশাপাশি জেলা সভাপতিও তাঁর সুপারিশ রেখেছেন। সেই সমস্ত রিপোর্ট ও সুপারিশকে সামনে রেখে ব্লক ও জেলা কমিটি গঠন নিয়ে এদিন জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করে রাজ্য নেতৃত্ব। শীঘ্রই ওই কমিটিগুলির ঘোষণা হতে পারে বলে এদিন আভাস মিলেছে।

তৃণমূলের জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল বলেছেন, 'সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে যাতে ছয়টি আসনেই জয় সুনিশ্চিত করা যায়, সেজন্য বেশকিছু দাওয়াই বাতলে দিয়েছে রাজ্য নেতৃত্ব।'

গত লোকসভা নির্বাচনে বালুরঘাট আসনে ঘাসফুল শিবিরের প্রার্থী হয়েছিলেন বিপ্লব মিত্র। যদিও জয় আসেনি। বিজেপির সুকান্ত মজুমদারের কাছে হেরে যান তিনি। অনেকের মতে, বিপ্লবের পরাজয়ের পেছনে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব অনেকাংশে দায়ী।

সেকারণে বিধানসভা নির্বাচনের আগে এবার ব্লক ও জেলা কমিটি গঠনের ব্যাপারে সতর্ক রাজ্য নেতৃত্ব।

'২৬-এর বিধানসভায় ৬-০ করতে মরিয়া তৃণমূল। বিধায়ক বিপ্লব মিত্র বলেছেন, 'লোকসভার নিরিখে যে ৩টি আসনে পরাজিত হতে হয়েছে, সেগুলি পুনরুদ্ধার করাই লক্ষ্য।' বিজেপির জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরীর বক্তব্য, 'দক্ষিণ দিনাজপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও জনসমর্থন নেই। এটা সুকান্তর গড়। বিধানসভায় ওরা (তৃণমূল) শূন্য হবে।'

ট্রেনে মৃত্যু পরিযায়ীর

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৬ অগাস্ট : নিজের এলাকায় কাজ না থাকায় অসুস্থ শরীরে ভিনরাজ্যে শ্রমিকের কাজে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকার এক শ্রমিক। যাওয়ার পথে ট্রেনে মৃত্যু হয় ওই শ্রমিকের। মৃতের নাম অনুপ দাস (২৪)। বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার মঙ্গলগ্রামে।

গত সপ্তাহ থেকে জ্বরে ভুগছিলেন অনুপ। গত রবিবার রাতে গ্রামের কিছু লোকের সঙ্গে সে মুম্বই যাওয়ার উদ্দেশ্যে হাওড়া থেকে ট্রেনে উঠেছিলেন। সোমবার ভোরবেলা মহারাষ্ট্রের জলগাঁও জেলার চালিসগাঁও রেলস্টেশনে ট্রেনের মধ্যে ওই তরুণ শ্রমিকের মৃত্যু হয় বলে জানান তাঁর সঙ্গে ট্রেনে থাকা গ্রামবাসীরা। রেল পুলিশে খবর দেওয়া হয়। স্টেশন থেকে রেল পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। মৃতের পরিবারের সদস্যরা দেহ ফেরানোর জন্য রওনা হয়েছেন। মঙ্গলবার রাতে ওই তরুণের কফিনবন্দি দেহ গ্রামে ফেরার সম্ভাবনা রয়েছে।

এলাকার বিধায়ক তজমুল হোসেন বলেন, 'ঘটনাটি খুব মর্মান্তিক। আমি খেয়াল রাখব যাতে ওই পরিবার সরকারের তরফ থেকে সবরকম সুযোগসুবিধা পায়।' হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের বিডিও সৌমেন মণ্ডল জানান, মৃতের পরিবারকে ব্লক প্রশাসনের তরফ থেকে সাহায্য করা হবে।

> আমার ছেলে বেশ কিছুদিন ধরে অসুস্থ ছিল। এখানে কাজ না থাকায় রোজগারের জন্য ভিনরাজ্যে গিয়েছিল। নির্মাণশ্রমিক হিসেবে মহারাষ্ট্রে কাজে যোগ দিতে গিয়েছিল। এইভাবে ছেলেকে হারাব কখনও ভাবতে পারিনি।
>
> **-তপন দাস**
> *মৃতের বাবা*

মৃতের বাবা তপন দাস বলেন, 'আমার ছেলে বেশ কিছুদিন ধরে অসুস্থ ছিল। এখানে কাজ না থাকায় ভিনরাজ্যে গিয়েছিল। শ্রমিক হিসেবে মুম্বইতে কাজে যোগ দিতে গিয়েছিল। এইভাবে ছেলেকে হারাব কখনও ভাবতে পারিনি।'

ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দা রফিকুল আলম জানান, বছরের বিভিন্ন সময় হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার বিভিন্ন গ্রাম থেকে শ্রমিকরা কাজের খোঁজে ভিনরাজ্যে যান। হরিশ্চন্দ্রপুরে কাজের সুযোগ নেই। এলাকার ছাত্র থেকে শুরু করে তরুণরা কাজের খোঁজে বাইরে চলে যাচ্ছে। সেখান থেকে কখনও দুর্ঘটনায় আবার কখনও অসুস্থতায় তাঁদের মৃত্যুর খবর এবং কফিনবন্দি দেহ গ্রামে ফিরছে। অথচ এলাকার প্রশাসন বা জনপ্রতিনিধিরা এই এলাকায় কর্মসংস্থান তৈরির করার বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ করছে না।

রাস্তা ধসে দুর্ঘটনার আশঙ্কা

বালুরঘাট, ২৬ অগাস্ট : বালুরঘাট ব্লকের পাগলিগঞ্জ সেতুর সঙ্গে পশ্চিম অংশের সংযোগকারী রাস্তায় ধস নেমেছে। চলতি মাসে ভারী বৃষ্টিতে বর্ষার জলের স্রোতে ঘাটপাড় শিব মন্দিরের পাশে পাকা রাস্তাটি ধসে গিয়েছে। রাস্তাটির এমন অবস্থায় সেখানে দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছেন এলাকাবাসী। ওই রাস্তা দিয়ে পাগলিগঞ্জ সেতু হয়ে প্রতিদিন কয়েক হাজার মানুষ চলাফেরা করেন।

খাসপুরের বাসিন্দা নারায়ণ প্রামাণিক বলেন, 'অতিরিক্ত বৃষ্টিতে আমাদের ওই রাস্তাটির বেশ কিছুটা অংশ ভেঙে গিয়েছে। যে কোনও সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এমনকি রাস্তা ভেঙে গেলে পাগলিগঞ্জ ব্রিজ ব্যবহার বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তাই প্রশাসনের দ্রুত ওই রাস্তাটির মেরামতের উদ্যোগ নেওয়া উচিত।' জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি অম্বরীশ সরকার বললেন, 'ওই রাস্তার ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে তারপর বিষয়টি বিভাগে জানানো হবে। রাস্তার জন্য যাতে কোনও সমস্যা না হয় সেটিও দেখা হবে।'

তদন্ত দাবি বিজেপির

হিলি, ২৬ অগাস্ট : হিলি থানার পাঁচ নম্বর জামালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্মশান এলাকা থেকে সোমবার দুটি গাছ চুরি হয়। এই ঘটনায় তদন্তের দাবিতে ওইদিন বিকেলে বিডিওর দ্বারস্থ হল বিজেপির হিলি মণ্ডলের সভাপতি বিধান রায়। হিলির বিডিও চিরঞ্জিৎ সরকার জানালেন, বিষয়টি খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ করা হবে। ঘটনায় তদন্তের আশ্বাস দিলেও মঙ্গলবার পর্যন্ত গাছ চুরির তদন্তের কিনারা করতে পারেনি প্রশাসন।

সম্প্রতি ওই এলাকার শ্মশানের দুটি বড় আকাশমণি গাছ কে বা কারা কেটে নিয়ে যায়। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতে শোরগোল পড়ে গিয়েছে এলাকায়। বিধান বলেন, 'জামালপুর শ্মশান থেকে দুটি বড় গাছ চুরি হয়ে গিয়েছে। ঘটনার তদন্তের দাবিতে বিডিওকে অভিযোগ করা হয়েছে। দোষীদের শাস্তির ব্যবস্থা না করলে আমরা বড়সড়ো আন্দোলনে নামব।'

প্রশাসনের পুরস্কার

গাজোল, ২৬ অগাস্ট : আনন্দধারা প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলা স্বনির্ভর দলগুলিকে লোন দিয়ে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করা হয়। এবছর মালদা জেলায় গাজোল ব্লক এই প্রকল্পে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। মঙ্গলবার বিকেলে বিভিন্ন বিভাগে সেরা স্বনির্ভর দলগুলিকে পুরস্কৃত করল ব্লক প্রশাসন। সেরা পুরস্কার পেয়েছে সালাইডাঙ্গা মহিলা মহাশক্তি এসপিসিএস। উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা শাসক (ভূমি) দেবাহতি ইন্দ্র, প্রোজেক্ট ডিরেক্টর সঞ্জয়কুমার হাওলাদার, বিডিও সুদীপ্ত বিশ্বাস প্রমুখ। ওই প্রকল্পে গাজোলে ব্লকের পারফরমেন্সে খুশি প্রোজেক্ট ডিরেক্টর সঞ্জয়কুমার হাওলাদার। তিনি বললেন, '২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষে গাজোল ব্লকে লোন দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১২৫ কোটি টাকা। তা ছাপিয়ে লোন দেওয়া হয়েছে ১৫০ কোটি টাকা। আগামী অর্থবর্ষে আমাদের লোনের লক্ষ্য থাকবে ১৮৩ কোটি টাকা। বিডিও সহ স্বনির্ভর দলগুলি ভালো কাজ করায় এমন ফল হয়েছে।'

থানায় অভিযোগ

কুমারগঞ্জ, ২৬ অগাস্ট : কুমারগঞ্জ ব্লকের সাফানগর এলেন্দারিতে জমি মালিকানা নিয়ে সংঘর্ষের ঘটনায় মঙ্গলবার দুই গোষ্ঠী থানায় অভিযোগ করে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। এর আগে সোমবার মাহাতাবউদ্দিন সরকারের গোষ্ঠী ও নুর আলম মিয়াঁর গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় ৪ জন আহত হয়েছিলেন। ইউক্যালিপ্টাস গাছ লাগানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়।

পুলিশের ভয়ে গ্রাম কার্যত পুরুষশূন্য

হামলায় অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৬ অগাস্ট : গ্রেপ্তারির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়নি। কিন্তু পুলিশি তল্লাশি ও টহলদারিতে খাঁখাঁ করছে হরিশ্চন্দ্রপুরের বিহার লাগোয়া একটি গ্রাম। এক তরুণীকে ইভটিজিং এবং তার জন্য মাতব্বরদের সালিশি সভা, পুলিশের ওপর হামলাকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্র হয়ে ওঠা গ্রামটি মঙ্গলবার কার্যত পুরুষশূন্য। এরই মধ্যে মেয়েটির পরিবারের তরফে থানায় অভিযোগ জানানোর পরেও সালিশি সভা বসানো এবং পুলিশের ওপর হামলার ক্ষেত্রে ইন্ধন দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় এক তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। স্বাভাবিকভাবে ওই নেতা যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করলেও তাঁর সম্পর্কে খোঁজ নেওয়া শুরু করেছে পুলিশ। যথারীতি ঘটনায় লেগেছে রাজনীতির রং।

সোমবার হরিশ্চন্দ্রপুরের গ্রামটিতে এক তরুণীকে ইভটিজিংয়ের অভিযোগ ওঠে স্থানীয় তরুণের বিরুদ্ধে। দুজনের উপস্থিতিতে গ্রামে বসে সালিশি সভা। সালিশি বন্ধ করার পাশাপাশি ওই তরুণকে উদ্ধার করতে যাওয়া পুলিশের ওপর হামলা চালায় গ্রামবাসীরা। ঘটনায় আহত হন হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি সহ বেশ কয়েকজন পুলিশকর্মী।

এলাকায় গ্রাম্য কোনও গণ্ডগোল বাধলেই সালিশি সভার নিদান দেন স্থানীয় এক প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা। সোমবারও ইভটিজিংয়ের ঘটনায় ওই নেতার নির্দেশে বসেছিল সালিশি সভা, ঘটনার তদন্ত শুরু করে এমনই জেনেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। সালিশি সভার ক্ষেত্রে মূল মাথা যে ছিলেন ওই নেতা, তা সাফ জানিয়েছেন মেয়েটির বৌদি।

তাঁর বক্তব্য, 'আমার ননদকে ওই ছেলেটি অশ্লীল ভাষায় আক্রমণ করেছিল। সালিশি বসিয়ে মিটমাট করার জন্য আমাদের বলেন এলাকার ওই নেতা। পুলিশকে আক্রমণ করার জন্য উসকানি দিয়েছিলেন তিনি।' যদিও মঙ্গলবার ওই তৃণমূল নেতার দাবি, 'এমন ঘটনার সঙ্গে আমার কোনও যোগ নেই। আমার বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে।' তবে কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছে পুলিশ। পুলিশের কানে পৌঁছেছে সালিশি সভার মাধ্যমে টাকা লেনদেনের অভিযোগও। পুলিশি সূত্রে খবর, ওই নেতার সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। সবদিক খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ করা হবে। এমন ঘটনার ক্ষেত্রে ওই নেতার পাশে যে দল থাকবে না, তা জানা গিয়েছে তৃণমূল সূত্রে।

খোদ দলের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী বলেছেন, 'কাউকে ছাড়া হবে না। ঘটনায় যারা দোষী, প্রত্যেককে গ্রেপ্তার করা হবে। এক্ষেত্রে কোনও দল দেখা হবে না।' যদিও তৃণমূলকে বিঁধতে ছাড় দিচ্ছে না বিজেপি। দলের উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক রূপেশ আগরওয়াল বলেন, 'পুলিশ প্রশাসন সহ সমস্ত দপ্তর তো এখন তৃণমূলের লোকেরাই চালায়। প্রকৃত আধিকারিকদের তো কাজ করতে দেওয়া হয় না। কাজ করতে গেলে তাঁদের মারধর করা হয়। এটা তৃণমূল সরকারের আমলে নতুন কিছু নয়। এরা দিনের পর দিন গ্রামের মেয়ে, বৌদের সঙ্গে নোংরামি করে যাবে। সালিশি বসিয়ে মিটমাটের চেষ্টা করবে।'

ঘটনার পরই মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের নেতৃত্বে এলাকায় অভিযান চলে। গ্রেপ্তার করা হয় পাঁচজনকে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তের তালিকায় রয়েছে ২০ জন। প্রত্যেককে ধরতে তল্লাশি চলছে বলে জানান হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি মনোজিৎ সরকার।

পাশে নেই দল

- পুলিশি তল্লাশিতে খাঁখাঁ করছে ইভটিজিংকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্র হয়ে ওঠা গ্রাম
- সালিশি সভা ও পুলিশের ওপর হামলায় ইন্ধন জোগানোয় অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা
- থানায় অভিযোগ জানিয়েও ওই নেতার নির্দেশে সালিশিতে রাজি, বলছে মেয়েটির পরিবার
- ওই নেতার পাশে দল নেই, স্পষ্ট করছে তৃণমূল, পদক্ষেপ করতে তথ্য সংগ্রহে পুলিশ

আজও অমলিন। ময়নাগুড়িতে ছবিটি তুলেছেন সৌমিক চক্রবর্তী।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

কুর্মিদের দাবি

বালুরঘাট, ২৬ অগাস্ট : কুর্মালি ভাষায় শিক্ষাদানের কোনও কলেজ নেই। কুর্মি ভবন তৈরি হয়নি। কুর্মি জাতিগোষ্ঠীকে তপশিলি উপজাতির অন্তর্ভুক্ত করা সহ মোট ৭ দফা দাবিতে ধামসা, মাদল নিয়ে জেলা শাসকের দ্বারস্থ হল কুর্মি সমাজ উন্নয়ন সমিতির দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কমিটি। মঙ্গলবার বিকেলে নিজস্ব আঙ্গিকে সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয় তারা তুলে ধরে। পরে তাদের প্রতিনিধিদল প্রশাসনিক ভবনে গিয়ে দাবি সংক্রান্ত স্মারকলিপি জমা দেয়।

তাদের প্রধান দাবি, কুর্মি সম্প্রদায়কে তপশিলি জনজাতি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। পাশাপাশি, কুর্মালি ভাষায় প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত শিক্ষার ব্যবস্থা, কুর্মি ভবন ও ঝুমুর অ্যাকাডেমি স্থাপন করা, করম উৎসবে আর্থিক সাহায্য এবং কুর্মি শিল্পীদের ভাতা দেওয়ার দাবিও তোলা হয়েছে। সমিতির অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই দাবিগুলি অমীমাংসিত রয়ে গিয়েছে। ব্যবস্থা না নিলে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে এদিন।

বিষক্রিয়ায় মৃত্যু

বুনিয়াদপুর, ২৬ অগাস্ট : মঙ্গলবার বিষক্রিয়ায় মৃত্যু হল এক তরুণের। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ওই তরুণের নাম সনৎ রায় (৩২)। তাঁর বাড়ি বংশীহারী থানার ডেটলহাটের বড়হরা গ্রামে। সোমবার রাতে আগাছানাশক বিষ খান সনত। এরপর যন্ত্রণায় সনৎ চিৎকার শুরু করেন। আশপাশের লোকজন ছুটে এসে তাঁকে রশিদপুর হাসপাতালে নিয়ে যান। প্রাথমিক চিকিৎসার পর সনতকে ওই রাতেই গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠানো হয়। চিকিৎসারত অবস্থায় এদিন ভোরে তাঁর মৃত্যু হয়। দেহটিকে ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ।

২৯৯ বোতল কাফ সিরাপ উদ্ধার, গ্রেপ্তার ২

বিধান ঘোষ

হিলি, ২৬ অগাস্ট : টোটোয় লুকিয়ে কাফ সিরাপ পাচারের ছক বানচাল করল বিএসএফ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সোমবার সন্ধ্যায় হিলি থানার ডাবরা এলাকায় বিএসএফ হানা দেয়। তল্লাশি করতে গিয়ে একটি টোটোর সিটের নীচ থেকে বিপুল পরিমাণ কাফ সিরাপ উদ্ধার করেন জওয়ানরা। ঘটনায় চালক সহ আরও একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতের নাম দীপক রায় (৩০) ও দুর্গা বর্মন (৩৫)। দুজনেই হিলি থানার নফর গ্রামের বাসিন্দা। সোমবার সন্ধ্যায় তপন থানার রামপুর ফাঁড়ি এলাকার গোপন ডেরা থেকে কাফ সিরাপ বোঝাই করে টোটোয় করে দুজন হিলির ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছিলেন। গোপন সূত্রে সেই খবর পায় বিএসএফ। তারপর হিলি থানার ডাবরা এলাকায় এস টেন রাজ্য সড়কে ৭৯ নম্বর ব্যাটালিয়নের বিএসএফ জওয়ানরা হানা দেন। ঘটনায় সন্দেহভাজন টোটোটিকে আটক করে তল্লাশি চালানো হয়। তখনই টোটোর সিটের নীচ থেকে ২৯৯ বোতল কাফ সিরাপ পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গেই টোটোচালক ও সওয়ারিকে পাকড়াও করে বিএসএফ। রাতেই আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাজেয়াপ্ত কাফ সিরাপ সহ দুজনকে হিলি থানার পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে বিএসএফ। অভিযোগ পেতেই কাফ সিরাপগুলি বাজেয়াপ্ত করে দুই তরুণের বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার দুপুরে ধৃতদের বালুরঘাট আদালতে পেশ করে সাতদিনের জন্য হেপাজতে নেওয়ার আবেদন করেছে পুলিশ। আদালত চারদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছে। এপ্রসঙ্গে বালুরঘাটের ডিএসপি হেডকোয়ার্টার্স বিক্রম প্রসাদ বলেন, 'বিএসএফ কাফ সিরাপ সহ দুজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে। ধৃতদের আদালতে পেশ করে হেপাজতের আবেদন করা হয়েছিল। এদিকে ঘটনাটি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।'

ঝুলন্ত দেহ

কুমারগঞ্জ, ২৬ অগাস্ট : সোমবার কুমারগঞ্জ ব্লকের চড়ুলকৃষ্ণপুর গ্রামে এক কিশোরের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃতের নাম মালমুন হোসেন (১৬)। সোমবার সন্ধ্যায় পরিবারের সঙ্গে অশান্তির পর ওই কিশোর বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। রাতে বাড়ি না ফেরায় পরিবার কিশোরের খোঁজ শুরু করে। রাত প্রায় সাড়ে ন'টার সময় একটি পুরোনো বাড়ির ঘরে সিলিং-এ কিশোরের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা। কুমারগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মঙ্গলবার ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

দুর্ঘটনায় মৃত

রায়গঞ্জ, ২৬ অগাস্ট : মেয়ের বাড়ি থেকে নিমন্ত্রণ খেয়ে ছেলের বাইকে করে বাড়ি ফেরার পথে লরির ধাক্কায় মৃত্যু হয় এক বৃদ্ধার। ঘটনাটি সোমবার রাতে করণদিঘি থানার বোতলবাড়ি এলাকার ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে ঘটেছে। মৃতার নাম গণ বর্মন (৭০)। বাড়ি জগদীশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ডুমুরিয়া গ্রামে।

জন্মদিনে ভক্তিতে 'মাদার' স্মরণ মণিকার

সৌরভ রায়

হরিরামপুর, ২৬ অগাস্ট : এই মা তাঁকে জন্ম দেননি। দিয়েছেন 'নবজন্ম'। ফিরিয়ে এনেছেন মারণরোগের কবল থেকে!

জীবদ্দশায় কোনওদিন মাদার টেরেজার সঙ্গে দেখা হয়নি হরিরামপুর ব্লকের নাকোড় গ্রামের মণিকা বেসরার। তবে মণিকার জীবনে মাদারের ভূমিকা অনন্য। তাই মঙ্গলবার মাদারের ১১৫তম জন্মদিনে তাঁকে শ্রদ্ধায় স্মরণ করলেন মালদার এই আদিবাসী গৃহবধূ।

তবে প্রবাদপ্রতিম মাদার টেরেজার সঙ্গে মণিকা বেসরার কী সম্পর্ক?

২০০৪ সালে শোরগোল ফেলেছিলেন মালদার এই আদিবাসী গৃহবধূ। আসলে প্রায় ২১ বছর আগে অন্ত্রের টিউমারে আক্রান্ত হন মণিকা। তবে রোগ সারেনি। অসহ্য পেটের যন্ত্রণায় ভুগতে থাকা মণিকা আধ্যাত্মিকতার পথ বেছে নেন। তিনি দাবি করেন, ধর্মীয় বিশ্বাসের জায়গা থেকে শরণ নেন মাদার টেরেজার। আর এভাবেই রোগ নিরাময় হয় মণিকার। যদিও বালুরঘাট হাসপাতালের ডাঃ রঞ্জন মুস্তাফি মানতে পারেননি মণিকার এই দাবি। তিনি জানান, মণিকার টিউমার ভালো হয়েছে চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৌলতেই।

মাদারের ছবির সামনে প্রার্থনারত মণিকা বেসরা। -সংবাদচিত্র

এদিকে, মণিকার আরোগ্যের এই খবর ছড়িয়ে পড়ে দেশ-বিদেশে। প্রয়াত মাদারের আশীর্বাদে রোগমুক্ত মণিকাকে একবার দেখতে লক্ষ লক্ষ মাইল পাড়ি দেন ভক্তরা। খবর পৌঁছোয় ভ্যাটিকান সিটিতেও। মণিকার দাবির সত্যতা যাচাই করতে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় বিদেশে।

এর কিছুদিন পরে একই রকম আরেকটি ঘটনার খবর মেলে ব্রাজিল থেকে। জানা যায়, সে দেশেও মাদার টেরেজার ছবি বুকে জড়িয়ে ধরে রেখে জটিল রোগ থেকে মুক্তি পেয়েছেন এক ব্যক্তি। এরপর এই দুই ঘটনার ভিত্তিতে ২০১৬ সালের ৪ মে ভ্যাটিকান সিটির সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকা-প্রাঙ্গণে 'সন্ত' ঘোষিত হন মাদার টেরেজা। নিজের মাটির ঘরে বসে টিভির পর্দায় দেখেছিলেন মাদারের 'সন্ত' উপাধি পাওয়ার গোটা অনুষ্ঠান।

তারপর কেটে গেছে ৯ বছর। চার সন্তান, নাতি-নাতনি আর স্বামী সেলকু মুর্মুকে নিয়ে মণিকার সংসার। তবে প্রতিবছর ২৬ অগাস্ট মাদারের জন্মদিনে ভক্তিতে, আবেগে আপ্লুত হয়ে ওঠেন এই আদিবাসী রমণী। মোমবাতি জ্বালিয়ে, পরিবার সহ সকলের মঙ্গলকামনায় মাদারের ছবির সামনে বসে প্রার্থনা করেন। মঙ্গলবারও এর অন্যথা হয়নি।

মাদারের সন্ত ঘোষিত হওয়ার মুহূর্তকে চাক্ষুষ করতে না পারার ক্ষত ফিকে হয়েছে অনেকটা। ভ্যাটিকানে না যাওয়ার কথা মনে আছে। তবে মনঃকষ্ট নেই, মাদার সকলের ভালো করবেন এই বিশ্বাস থেকে।

পিছোল শুনানি

হাইকোর্টে পিছোল ওবিসি মামলার শুনানি। সুপ্রিম কোর্টে এই সংক্রান্ত মামলার শুনানি সেপ্টেম্বরে। নভেম্বর পর্যন্ত মামলা পিছিয়ে দিল হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ।

মিছিলে বাধা

ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে নবান্ন অভিযানের ডাক দেয় মিড-ডে মিল কর্মীরা। ধর্মতলায় পুলিশ আটকে দেয় মিছিল। আন্দোলনকারীদের দাবি, উৎসবকালীন ভাতা চালু করতে হবে।

স্বপ্নভঙ্গ

কেরিয়ার নিয়ে বাবা-মার সঙ্গে মতের অমিল। তাই আত্মঘাতী হলেন নন্দীগ্রামের গোদামবাড়ি এলাকার বাসিন্দা দীপশিখা মাইতির। তিনি চেয়েছিলেন গবেষক হতে। বাবা-মা চাইতেন মেয়ে চিকিৎসক হোক।

ডাক্তারকে তলব

গত বছর অনুমতি ছাড়াই মিছিল করার অভিযোগে দুই চিকিৎসককে তলব করল পুলিশ। ৩ সেপ্টেম্বর বউবাজার থানায় চিকিৎসক মানস গুমটা ও সুবর্ণ গোস্বামীকে ডাকা হয়েছে।

কলেজের দায় : রাজ্য

ছাত্র সংসদের ভোট মামলার শুনানি হাইকোর্টে

কলকাতা, ২৬ অগাস্ট : কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দায়িত্ব কার, তা নিয়ে স্পষ্ট হতে চাইছে কলকাতা হাইকোর্ট। ছাত্র সংসদ নির্বাচন সংক্রান্ত মামলায় রাজ্য দাবি করেছে, তারা নির্বাচনে বাধা দেয়নি। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অনাগ্রহের কারণেই নির্বাচন সম্ভব হচ্ছে না। ২০১৩ সালে রাজ্য সার্কুলার জারি করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে নির্বাচন করানোর নির্দেশ দিয়েছিল, কিন্তু তারা আগ্রহ দেখায়নি। বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে'র ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, এক্ষেত্রে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে মামলায় সংযুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। প্রয়োজন থাকলে তাদের যুক্ত করে সময়ও দেওয়া হবে।

এদিন রাজ্য দাবি করেছে, ছাত্রভোট করাতে উদ্যোগী তারা। কিন্তু আগ্রহ দেখায়নি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। ২০১৩ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত নির্বাচনের জন্য তাদের জানিয়েছিল রাজ্য। ছাত্র সংসদ নির্বাচন নিয়ে একাধিক জনস্বার্থ মামলা হাইকোর্টে দায়ের হয়েছে। ছাত্র সংসদ নির্বাচন না হওয়ার কারণেই স্টুডেন্টস ইউনিয়ন রুমে অবৈধ কার্যকলাপ, র‍্যাগিংয়ের মতো ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ করা হয়।

একটি মামলায় আবেদনকারীদের আইনজীবী সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'উচ্চশিক্ষা দপ্তরের হলফনামায় অ্যান্টির‍্যাগিং কমিটি গঠনের কথা বলা হয়নি। রাজ্য তার ক্ষমতা অনুযায়ী সার্কুলার জারি করে ভোট করাতেই পারে।' রাজ্যের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, কমিটি গঠনের জন্যও দায়বদ্ধ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। এক্ষেত্রে রাজ্যের কিছু করার নেই। আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, 'নির্বাচন ও র‍্যাগিং নিয়ে বন্ধ রেখেছে। আমরা তা চ্যালেঞ্জ জানিয়েছি। নির্বাচন করানোর দায়িত্ব বর্তায় রাজ্যের ওপর। এক্ষেত্রে তাদেরকেই সেই দায় নিতে হবে। তাদের যদি দায় না থাকে'। আদালতের যুক্তি, ২০২৩ সালের মার্চ মাসের নির্দেশ অনুযায়ী, নির্বাচন ও অ্যান্টির‍্যাগিং কমিটি গঠনের কথা বলা হয়েছিল। কী পদক্ষেপ করা হয়েছে?

তবে রাজ্য যুক্ত দেয়, তারা এই বিষয়ে পদক্ষেপ করেছিল। এরপরই ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে মামলায় যুক্ত করা হবে কি না, তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অর্থাৎ নির্বাচনের দায় কার সেটা সম্পর্কে স্পষ্ট হতে চাইছে আদালত। সুপ্রিম কোর্ট গঠিত লিংডো কমিটির বিধি অগ্রাহ্য করে নির্বাচন সংক্রান্ত বিধি তৈরি করেছিল রাজ্য। এই নিয়ে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছে। এই বিষয়টির আগে নিষ্পত্তি হওয়া জরুরি বলে মনে করছে আদালত।

> নির্বাচন ও র‍্যাগিং নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দিষ্ট সার্কুলার রয়েছে। কিন্তু রাজ্য তা কার্যকর না করে সার্কুলার জারি করে নির্বাচন বন্ধ রেখেছে। আমরা তা চ্যালেঞ্জ জানিয়েছি। নির্বাচন করানোর দায়িত্ব বর্তায় রাজ্যের ওপর। এক্ষেত্রে তাদেরকেই সেই দায় নিতে হবে। তাদের যদি দায় না থাকে।
>
> **বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য**

সুপ্রিম কোর্টের নির্দিষ্ট সার্কুলার রয়েছে। কিন্তু রাজ্য তা কার্যকর না করে সার্কুলার জারি করে নির্বাচন

উত্তর কলকাতার পদ্ম কমিটিতে অবাঙালিদের প্রাধান্য বেশি

কলকাতা, ২৬ অগাস্ট : বাংলা বাঙালি বিতর্কের মধ্যে বিজেপিতে অবাঙালির সংখ্যা বাড়ছে। অন্তত উত্তর কলকাতা বিজেপি জেলা কমিটি তার প্রমাণ। মঙ্গলবার উত্তর কলকাতার বিজেপি জেলা কমিটি ঘোষণা হয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে ৯১ সদস্যের কার্যকরী সমিতির মধ্যে ৬৮ জনই হচ্ছেন অবাঙালি। পদাধিকারী ২৬ জনের মধ্যে ১৬ জন অবাঙালি। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনায় উত্তর কলকাতার মতো বনেদি বাঙালি এলাকায় বিজেপির জেলা কমিটিতে অবাঙালি সদস্যের সংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে পদ্ম শিবিরে।

সোমবার কলকাতা দক্ষিণের জেলা কমিটি ঘোষণা করেছিল বিজেপি। এদিন উত্তর কলকাতার জেলা কমিটিও ঘোষণা হয়েছে। সেই ঘোষণা পরে বিজেপির বিরুদ্ধে 'বিজেপি অবাঙালিদের পার্টি' এই প্রচার আবার জোরদার হচ্ছে। ইতিমধ্যেই উত্তর কলকাতার বিজেপি ঘোষিত কমিটিতে অবাঙালি সদস্যদের চিহ্নিত করে উত্তর কলকাতা তৃণমূল বিষয়টিকে প্রচারে এনেছে। বিজেপিকে বরাবরই বাংলা ও বাঙালি বলে সমালোচনা শুনতে হয়। সাম্প্রতিক বাংলা বাঙালি কাণ্ডের জেরে বিজেপির বিরুদ্ধে সেই আক্রমণকে আরও ধারালো করেছে তৃণমূল। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার উত্তর কলকাতা বিজেপির জেলা কমিটি ঘোষণা হয়। উত্তর কলকাতায় বিজেপির সাংগঠনিক জেলা জনবিন্যাস অনুযায়ী ৬০টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৪৮টি বাঙালি অধ্যুষিত এলাকা বলে চিহ্নিত। অথচ এদিন কমিটি ঘোষণার পরে সেখানে অবাঙালিদেরই জয়জয়কার। এই ঘটনায় দলের অন্দরেই প্রশ্ন উঠেছে, এর ফলে উত্তর কলকাতা বিজেপিকে অবাঙালিদের পার্টি, বড়বাজারের পার্টি বলে করা দাবিকেই কি মান্যতা দেওয়া হল না। যদিও রাজ্য বিজেপির তরফে এই অভিযোগ খারিজ করে বলা হয়েছে বাঙালি-অবাঙালি এই বিভাজন বিজেপি করে না। এটা তৃণমূলের চক্রান্ত।

পূর্ব বর্ধমানের প্রশাসনিক সভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার। ছবি-পিটিআই।

কমিশনকে 'ললিপপ' তোপ মুখ্যমন্ত্রীর

'দু-কান কাটা' বলে কটাক্ষ মোদিকে

কলকাতা, ২৬ অগাস্ট : 'দয়া করে বিজেপির ললিপপ হবেন না', জাতীয় নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্প্রতি রাজ্যের ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্তিকরণে কারচুপির অভিযোগে ওঠায় ৪ জন রাজ্য সরকারি আধিকারিককে সাসপেন্ড করার নির্দেশকে কেন্দ্র করে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সংঘাত শুরু হয়েছিল রাজ্যের। সেই আবহে এই প্রথম মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে পাশে নিয়ে মঙ্গলবার বর্ধমানের প্রশাসনিক সভা থেকে মুখ খুললেন মমতা। পদ্মের দিল্লি থেকে ফিরে আসার পর প্রশাসনিকস্তরে কমিশনের নির্দেশকে মান্যতা দিলেও রাজনৈতিকস্তরে আক্রমণ জারি রাখতে ভুললেন না তৃণমূল সুপ্রিমো। বললেন, 'দেশের মানুষ আপনাকে ক্ষমা করবে না।'

বাংলার মানুষকে বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দেওয়া প্রসঙ্গ তুলে ভারতবর্ষকে ভাগ করার পিছনে বিজেপিকেই পালটা দায়ী করে দিতে চাইলেন তিনি। বললেন, 'বাংলাদেশের অস্তিত্ব আমরা তৈরি করিনি। সেটা আপনার পূর্বপুরুষরাই তৈরি করেছেন। ভাষা যদি একই হয় আমরা কী করতে পারি? আপনারা জানতেন, বাংলাকে দমন করা যাবে না। তাই বাংলা আর পঞ্জাবকে ভাগ করে দিয়েছিলেন।' এনআরসি ইস্যু নিয়ে বিজেপিকে ফের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর পাশাপাশি এদিন প্রশাসনিক সভায় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে উঠে এল 'চোর বিতর্ক'।

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বঙ্গ সফরে এসে যে চুরির দায় চাপিয়েছিলেন সবুজ শিবিরের ওপর, তার উত্তরে ডাবল ইঞ্জিন সরকারকে এদিন 'চোর' বলে আক্রমণ করলেন মমতা। মোদিকে 'দু-কান কাটা' আখ্যা দিয়ে তাঁর প্রশ্ন, 'আমি প্রাইম মিনিস্টারের কাছে এটা প্রত্যাশা করিনি। তাঁর চেয়ারকে আমি সম্মান করি। তাঁরও উচিত আমাদের চেয়ারগুলিকে সম্মান করা।' মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও বিহার সবচেয়ে বড় চোর। আগে তাদের দিকে নজর দেওয়া হোক।'

তাঁর এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে পালটা সরব হয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী যদি বাঙালিকে অপমান করে থাকেন, বাঙালিই তাঁকে জবাব দেবেন। কিন্তু বাঙালিরাই তো প্রশ্ন তুলছেন, তৃণমূল সরকার কেন আছে?'

এদিন প্রধানমন্ত্রীকে ফের ভোটপাখি বলে দাগিয়ে দিয়ে মমতা মনে করিয়ে দিলেন, দুর্নীতির

টেট-প্রতিবাদ

কলকাতা, ২৬ অগাস্ট : মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণের মাঝপথে আচমকা প্ল্যাকার্ড হাতে তুলে প্রতিবাদ শুরু করেন ২০২২ সালের টেট উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীরা। প্ল্যাকার্ডে লেখা, 'দিদি, প্রাথমিক শিক্ষকদের নিয়োগের বিষয়ে কিছু বলুন।' সংবাদমাধ্যমের কর্মীরা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ বিক্ষোভের সামনে ভিড় জমালে মুখ্যমন্ত্রী কিছুটা ক্ষুব্ধ হয়েই শাসন করলেন। বললেন, 'মিটিংটা করতে দেবেন তো প্লিজ! ছবি তো পরেও তুলতে পারবেন।' অবশ্য আলাদা করে চাকরিপ্রার্থীদের উদ্দেশে প্রতিক্রিয়া মেলেনি মমতার তরফে। আন্দোলনকারীদের দাবি, বারবার অনুরোধের পরও মুখ্যমন্ত্রী সাক্ষাৎ না করায় এই কৌশল অবলম্বন করতে হল। এদিন প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সামনে একইভাবে নিয়োগের দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন ২০১৪ ও ২০১৭ সালের টেট উত্তীর্ণরা।

অভিযোগে রাজ্যে তদন্তে এসেছিল কেন্দ্রের ১৮৬টি দল। সেখানে সব প্রয়োজনীয় প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সত্ত্বেও রাজ্যের বকেয়া টাকা দেয়নি কেন্দ্র, সেই প্রশ্নও মঞ্চ থেকে তুললেন মমতা। বাংলা ও বাঙালি অস্মিতা রক্ষায় ফের পরিযায়ী হেনস্তা ইস্যুতে কেন্দ্রকে বিঁধে মুখ্যমন্ত্রী এদিন স্পষ্ট বলেন, 'বাংলার ২২ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক কারও দয়ায় বাইরে কাজ করেন না। নিজেদের দক্ষতার জোরে কাজ পেয়েছেন।'

পরিযায়ী শ্রমিক গোলাম মণ্ডলের মৃত্যুর প্রসঙ্গ তুলে তিনি মনে করালেন, বাংলাতেও ভিনরাজ্যের প্রায় দেড় কোটি পরিযায়ী শ্রমিকের বাস। তাঁদের নির্যাতন করে না রাজ্য। ভারতীয়দের আমেরিকা থেকে দেশে ফেরানো প্রসঙ্গকেও এদিন হাতিয়ার করেন তৃণমূল সুপ্রিমো। বলেন, 'গুজরাটের লোকেদের কোমরে শিকল বেঁধে তাড়িয়ে দিয়েছে ট্রাম্প সরকার। কিন্তু বাংলার মেধাকে তাড়াতে পারেননি। বাঙালি ছাড়া হার্ভার্ড, অক্সফোর্ড কিছু চলে না।'

কল্পতরু বেশে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে এদিন ফের প্রতিটি প্রকল্পের কথা তুলে ধরেন মমতা। বলতে ছাড়েননি কেন্দ্রীয় বঞ্চনার তালিকাও। অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মসের সদ্য প্রকাশিত রিপোর্টে উঠে এসেছে, দেশের সবথেকে দরিদ্রতম মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সুর ধরেই এদিন কেন্দ্রীয় সরকারকে তিনি স্পষ্টভাবে মনে করিয়ে দিলেন, রাজ্যের তহবিল থেকে তিনি এক নয়া পয়সাও নেন না। নিজের বই ও গান লেখা থেকে করা আয়ই তাঁর সম্বল। এরপরই কেন্দ্রকে মমতার হুঁশিয়ারি, 'আমার টাকা চাই না। আমার প্রতিভা আর আত্মসম্মান চাই। বাংলাকে অসম্মান করলে আমি কষ্ট পাই। আমায় ভয় দেখাতে পারবেন না।'

একশো দিনের কাজের টাকা থেকে শুরু করে গ্রামীণ সড়ক যোজনা, জল স্বপ্ন প্রকল্প, আবাস যোজনা সহ একাধিক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার ফিরিস্তি তুলে ধরে এদিন ডিভিসিকেও এক হাত নিলেন মুখ্যমন্ত্রী। জেলা শাসকদের ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িগুলির তালিকা তৈরি করে মুখ্যসচিবের কাছে পাঠানোর নির্দেশ দিলেন তিনি। মঞ্চ থেকেই দেলিন বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য পৃথক কর্মসূচির আশ্বাস। শস্য উৎপাদনের দিকে গুরুত্ব দিয়ে বর্ধমানকে মমতা মনে করিয়ে দিলেন, দেশের মধ্যে ধান উৎপাদনে সর্বসেরা পশ্চিমবঙ্গ।

বাঙালি রক্ষার দাবি তুলে এদিন কেন্দ্রকে স্পষ্ট করে মমতা বুঝিয়ে দিলেন, বাংলায় কথা বলাটা কোনও অপরাধ নয়। একইসঙ্গে বিজেপির নতুন হাতিয়ার 'জয় মা দুর্গা' স্লোগানের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলে মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট বক্তব্য, 'নিজের মনগড়া হিন্দু ধর্ম তৈরি করে তা মানুষের ওপর চাপিয়ে দিতে চায়। আপনাদের মাথা কি পুরোপুরি মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে?'

'আর্ট অফ লিভিং'য়ে আশ্রয় দিলীপের

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৬ অগাস্ট : বঙ্গ বিজেপিতে দীর্ঘদিন ব্রাত্য দলের প্রবীণ নেতা দিলীপ ঘোষ। দলে তাঁর উপযুক্ত পুনর্বাসন হবে এমন আশাতেই এতদিন ছিলেন তিনি। কিন্তু সম্প্রতি দমদমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জনসভায় ডাক না পাওয়ায় তাঁর হতাশা বেড়েছে। তাই মনের শান্তির খোঁজে রবিশংকরের 'আর্ট অফ লিভিং'-এর মধ্যেই রয়েছেন বঙ্গ-বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি। গত শুক্রবার দমদমে প্রধানমন্ত্রীর সভার দিনই কলকাতা ছেড়ে বেঙ্গালুরুতে চলে যান শ্রীশ্রী রবিশংকরের আর্ট অফ লিভিং সেন্টারে। সেখানে রবিশংকরের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কাটিয়ে তাঁর সেন্টারটি ঘুরেফিরে দেখেন। পরের দিনই ফিরে আসেন কলকাতায়।

রবিশংকর তাঁকে পরামর্শ দিয়েছেন, 'আপনি আপনার মতো করে যেমন কাজ করে যাচ্ছেন তেমনই চালিয়ে যান।' সেভাবে পথ চলাই মনস্থ করেছেন দিলীপ। মঙ্গলবার সেকথাই জানিয়েছেন তিনি। দলের এক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে তাৎপর্যপূর্ণভাবে এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জেলা সফরের দিনই বর্ধমান যান দিলীপ। সেখান থেকে মেদিনীপুর যাবেন। বুধবার সেখানে গণেশ চতুর্থীর পুজো উদ্বোধন করার কথা তাঁর। তারপরই ফিরবেন কলকাতায়।

দিলীপ জানালেন, তাঁর ধারণা পুজোর আগে কিছু হবে না। পুজোর পর হয়তো পূর্ণাঙ্গ রাজ্য কমিটি নিয়ে বঙ্গ বিজেপি ভোটের লড়াইয়ে নামবে। তাহলে কী করবেন? এই প্রশ্নে দিলীপের উত্তর, 'আমি শুধু দেখছি। এই দেখে যাওয়াটাই আমার অপেক্ষা বলতে পারেন। তবে শ্রীশ্রী রবিশংকরের পরামর্শ মতো আমি কাজ করে যাচ্ছি আমার মতো করে। রাজ্যে দলের কেউ আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে না। আমিও কারও সঙ্গে যোগাযোগ করি না। নিজের মতো করে কাজ করছি। স্থানীয়ভাবে জেলা থেকে দলের নেতা-কর্মীদের ডাক পেলে দলীয় অনুষ্ঠানে যাচ্ছি।'

দিলীপ বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতি জানতে উৎসাহী রবিশংকরজি। এরাজ্যে খোঁজখবর নিয়েছেন আমার কাছ থেকে।'

ভালো রেখো... মাদার টেরেজার ১১৫তম জন্মদিনে কলকাতার মিশনারিজ অফ চ্যারিটিতে। ছবি-পিটিআই।

অসমে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু

কলকাতা, ২৬ অগাস্ট : অসমে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুর অভিযোগ উঠল। দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপের শ্রমিক সোমনাথ জানা অসমে কর্মসূত্রে ছিলেন। গত বৃহস্পতিবার থেকে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছিল না পরিবার। অসমের অফিসে ফোন করে তাঁরা জানতে পেরেছেন, বাস দুর্ঘটনায় ওই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। তবে, দুর্ঘটনায় মৃত্যুর বিষয়টি মেনে নিতে পারছেন না পরিবার। এই পরিস্থিতিতে পদক্ষেপ করেছে রাজ্য পরিযায়ী শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদ।

কাকদ্বীপ থানার বামানগরের পার্বতীপুর এলাকার বাসিন্দা সোমনাথ। অসমের একটি বেসরকারি কোম্পানিতে সোলার প্যানেলের কাজ করতেন। ১৬ অগাস্ট বাড়িতে এসেছিলেন। এরপর গত মঙ্গলবার কাজেও ফিরে যান তিনি। বৃহস্পতিবার থেকে তাঁর সঙ্গে আর যোগাযোগ করতে পারেনি পরিবার। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, কাজে ফেরার পর তাঁর সঙ্গে আর যোগাযোগ করা যায়নি। তারই মধ্যে দুর্ঘটনার খবর পেয়েছেন তাঁরা। তাঁরা রাজ্য সরকারের সহায়তার আর্জি জানিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ পরিযায়ী শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদের চেয়ারম্যান তথা সাংসদ সামিরুল ইসলাম জানান, এই বিষয়ে তাঁরা বিস্তারিত খোঁজ নিচ্ছেন। ঘটনার প্রকৃত কারণ তাঁরা জানবেন। ওই পরিবারকে তদন্ত সহ সমস্তরকম প্রয়োজনীয় সহায়তা করার আশ্বাস দিয়েছে পর্ষদ।

'বিজেপিকে জেতান, এজেন্সি লাগবে না'

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৬ অগাস্ট : রাজ্যে দুর্নীতিমুক্ত সরকারের প্রতিশ্রুতি পূরণে রাজ্যের বিজেপি নেতাদের বিশ্বাস করার দরকার নেই। আস্থা রাখুন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ওপরেই। শিক্ষা দুর্নীতি কাণ্ডে তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহার ইডি গ্রেপ্তারি প্রসঙ্গে মঙ্গলবার এমনই মন্তব্য করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। দুর্নীতিবাজদের পাকড়াও করে জেলে ভরতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকেও দরকার নেই বলে দাবি করেছেন শুভেন্দু।

২০১৪ থেকে রাজ্যের সারদা, নারদ থেকে শুরু করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রেশন দুর্নীতিতে শাসকদলকে নিশানা করেছে বিজেপি। কি লোকসভা কি বিধানসভা, ভোটের ডঙ্কা বাজলেই রাজ্যে সিবিআই, ইডির মতো কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার সক্রিয়তা বেড়েছে। কিন্তু দু-চারজন নেতাকে গ্রেপ্তারি ছাড়া কাজের কাজ কিছু হয়নি। গোটা বিষয়টিকে মোদি-দিদি সেটিং বলেও কটাক্ষ করেছে বাম, কংগ্রেস। অস্বস্তি এড়াতে প্রকাশ্যে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার ভূমিকায় অসন্তোষ প্রকাশ করেছে বিজেপিও। শিক্ষা দুর্নীতি কাণ্ডে অভিযুক্ত তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহার ইডি গ্রেপ্তারি নিয়ে তাই শুভেন্দুর মন্তব্য, কান টানলে মাথা আসবে। আমরা সেই মাথা চাই।

এদিন শুভেন্দু বলেন, 'কোনও সেন্ট্রাল এজেন্সির দরকার নেই। বিজেপিকে আনুন। এই পুলিশের মধ্যেই অনেক দক্ষ, সৎ অফিসার

শুভেন্দুর বার্তা

আছেন। তাঁদের দিয়েই ওদের বরবাদ করে দেব।' সম্প্রতি দমদমের সভায় সংবিধান সংশোধনী বিলে তৃণমূলের বিরোধিতার সমালোচনা করে রাজ্যের শিক্ষা দুর্নীতি কাণ্ডকে ফের সামনে এনেছেন প্রধানমন্ত্রী। তারপরেই তৃণমূলের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক মন্ত্রী দাবি করেছেন হয়েছে, '২৬-এর ভোটে নারদ কাণ্ডে অভিযুক্ত শুভেন্দু অধিকারীকেই '২৬-এর ভোটে তৃণমূলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রচারে প্রধান মুখ করেছেন মোদি। এই আবহে এদিন রাজ্যের বেকার কর্মপ্রার্থীদের আহ্বান জানিয়ে শুভেন্দু বলেছেন, রাজ্যে বিজেপির সরকার হলে, শুধু নিয়মমাফিক নিয়োগ হবে তাই নয়, দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্তদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নিলাম করে তা ক্ষতিগ্রস্তদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে। এই বিষয়ে বিজেপি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। শুভেন্দু মনে করিয়ে দিয়েছেন, দেশের বিজেপি শাসিত রাজ্যে যেখানে যেই মুখ্যমন্ত্রী থাকুন না কেন, সব সরকারই পরিচালিত হয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে। তাই বঙ্গে বিজেপির সরকার হলে সেই সরকার যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালন করবে সেজন্য বিজেপির রাজ্য নেতাদের ওপর নির্ভর করার দরকার নেই। শুভেন্দুর কথায়, 'আমাদের কাউকে বিশ্বাস করার দরকার নেই। নরেন্দ্র মোদিকে বিশ্বাস করুন। তিনি সরকারকে দিয়ে করিয়ে নেবেন।'

বিজেপিতে যোগ দেওয়া মুকুল রায়, শুভেন্দু অধিকারীদের পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তি নিয়ে দলে ও জনমানসে প্রশ্ন উঠেছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, সেই কারণেই কি প্রতিশ্রুতি রক্ষার আশ্বাসে মোদির শরণ নিচ্ছে বিজেপি?

নবম শ্রেণির জন্য সাইকেল

কলকাতা, ২৬ অগাস্ট : নবান্নের তৎপরতা শুরুর পরই সবুজসাথী প্রকল্পে সাইকেল বিলির কাজ শুরুর ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমানের সভা থেকে এই কথা জানানোর পাশাপাশি সমাজমাধ্যমেও পোস্ট করলেন তিনি।

তিনি সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'আমাদের এই যুগান্তকারী প্রকল্প সম্পূর্ণভাবে পরিবেশবান্ধব। সবুজসাথী আমাদের বিশ্বজয়ী প্রকল্প। এর আওতায় বিনামূল্যে সাইকেল পেয়ে আমার ছাত্রছাত্রীদের খুব উপকার হয়েছে। স্কুলে যাওয়ার পথে গাড়িঘোড়ার বাধা তাদের আর ভোগ করতে হয় না। আমাদের সরকারের সময়কালে শিক্ষার সর্বস্তরে যে ড্রপআউট উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে, তার পিছনে এই প্রকল্পের ভূমিকাও অনস্বীকার্য।' এদিন মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, এই পর্যায়ে চলতি বছরে সরকারি স্কুলে নবম শ্রেণিতে পাঠরত ১২ লক্ষ ৫০ হাজার ছাত্রছাত্রীকে সাইকেল দেওয়া হবে।

জিএসটি বাড়লে ধাক্কা খেতে পারে বিড়িশিল্প

সংকটে ২০ লক্ষ শ্রমিক

পুলকেশ ঘোষ

কলকাতা, ২৬ অগাস্ট : রাস্তাঘাটে, সিনেমার শুরুতে এমনকি প্যাকেটের মধ্যেও যতই লেখা থাকুক 'ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর', তারপরেও বিড়ির নেশায় মজে থাকা মানুষের সংখ্যা কম নয়। একটি বড়সড়ো ইন্ডাস্ট্রি, কয়েক লক্ষ মানুষের রুটিরুজি নির্ভর করে এই বিড়ির ওপর। অথচ সেই বিড়ির ওপর একধাক্কায় ১২ শতাংশ জিএসটি বাড়তে চলেছে। এতদিন বিড়ির ওপর ২৮ শতাংশ হারে জিএসটি নেওয়া হত। নতুন হারে জিএসটি বাড়লে বিড়ির ওপর জিএসটির পরিমাণ দাঁড়াবে ৪০ শতাংশে। ৩ ও ৪ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠক হতে চলেছে। বিড়ি কারখানার মালিক ও শ্রমিকদের ধারণা, ওই বৈঠকে জিএসটি বাড়ানোর প্রস্তাব চূড়ান্ত হবে।

বিড়ি ব্যবসায়ীদের ধারণা, এর ফলে উত্তরবঙ্গের দুই দিনাজপুর ও মালদা এবং দক্ষিণবঙ্গের মুর্শিদাবাদ সহ কয়েকটি জেলায় ২০ লক্ষ বিড়ি শ্রমিক তীব্র দুর্দশার মধ্যে পড়বেন। ইতিমধ্যেই বিড়ি শিল্পের তরফ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই সম্পর্কে দরবার করা হয়েছে। রাজ্যের তরফে সাধারণত জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠকে অর্থপ্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য উপস্থিত থাকেন। বিড়ি ব্যবসায়ী সমিতির তরফে তাঁর সঙ্গে দেখা করে এ ব্যাপারে জিএসটি কাউন্সিলে প্রতিবাদ জানানোর অনুরোধ করা হবে বলে ব্যবসায়ী সমিতির তরফে জানানো হয়েছে।

এরাজ্যের মুর্শিদাবাদ, মালদা ও দুই দিনাজপুরের ১৮ লক্ষ মানুষ বিড়ি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। এর মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর মহকুমাতেই বিড়ি শিল্পের বেশি রমরমা। রাজ্যের বাকি জেলাগুলিতেও ছোটখাটো বিড়ি শিল্প ছড়িয়ে রয়েছে। সেখানে সব মিলিয়ে আরও ২ লক্ষ বিড়ি শ্রমিক কাজ করেন। সাধারণত এই শিল্পে বিড়ি বাঁধার কাজে মহিলা শ্রমিকের সংখ্যাই ৮০ শতাংশ।

সংসারের কাজ সামলানোর পাশাপাশি বাড়ির মহিলারা বিড়ি বেঁধে সংসারের আর্থিক হাল সামাল দেন। প্রস্তাবিত হারে জিএসটি বাড়লে এই শিল্প অনেকটাই ধাক্কা খাবে বলে মনে করছেন বিড়ি শ্রমিক ও ব্যবসায়ীরা। চড়া দামে বিড়ি না কিনে অনেকেই সেক্ষেত্রে সিগারেটের দিকে ঝুঁকতে পারেন বলে তাঁদের আশঙ্কা। সেক্ষেত্রে বাংলার এই কুটিরশিল্প একেবারেই ধ্বংসের মুখে চলে যাবে বলে তাঁদের আশঙ্কা।

মুর্শিদাবাদ জেলায় বিড়ি ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক রাজকুমার জৈন বলেন, 'মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর মহকুমা বিশেষ করে ওরাঙ্গাবাদ পুরোপুরি দাঁড়িয়ে রয়েছে বিড়ি শিল্পের ওপর। এছাড়া গোটা জঙ্গিপুর মহকুমায় জীবিকা নির্বাহ করার মতো আর কোনও শিল্প নেই। তাই আমরা বুধবারই ওরাঙ্গাবাদে জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে একটি বৈঠক ডেকেছি। সেখানে জিএসটি বৃদ্ধির ফলে বিড়ি শিল্পে কী ভয়ংকর সংকট আসতে পারে সে সম্পর্কে বিশদে তুলে ধরব। রাজ্যের অর্থপ্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের সঙ্গেও আমরা দেখা করার চেষ্টা করছি। তাঁকে অনুরোধ করব, জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠকে যেন তিনি বিড়ি শিল্পে চড়া হারে জিএসটি বাড়ানোর প্রতিবাদ করেন।'

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১০০ সংখ্যা, বুধবার, ১০ ভাদ্র ১৪৩২

কেন্দ্রের অস্বস্তি স্পষ্ট

উপড়ে গেলেও ধনকর কাঁটা বড্ড খচখচ করছে। উপড়ে গিয়েছে না উপড়ে ফেলা হয়েছে- তা নিয়ে অবশ্য ধন্দ রয়েই গিয়েছে। সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ। তবে জগদীপ ধনকরের নীরবতাও বিড়ম্বনার কারণ। নচেৎ কি আর খোদ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কোনও কিছু জোর করে লম্বা না করার পরামর্শ দেন! পরামর্শটি তিনি দিয়েছেন একটি সংবাদ সংস্থাকে। সংস্থাটির দোষ, পদত্যাগী উপরাষ্ট্রপতিকে নিয়ে বড় বেশি প্রশ্ন করে ফেলেছিল।

পদত্যাগের পর থেকে কার্যত বেহদিস জগদীপ ধনকর। যিনি সংবাদ শিরোনামে থাকতে ভালোবাসেন, তাঁর হঠাৎ কোনও খোঁজ নেই। আচমকা মৌনীবাবা হয়ে গিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যপাল থাকাকালীন প্রায় রোজ বিবৃতি বা সাংবাদিক বৈঠক করতে অভ্যস্ত ধনকর। শুধু এই হিরণ্ময় নীরবতা নয়, উপরাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করা ইস্তক তিনি কোথায় আছেন, তা সংবাদমাধ্যম অন্তত জানে না। কানাঘুষোয় নানা খবর ভাসলেও তথ্যগত সত্যতা কিছু নেই।

গুঞ্জন ছড়িয়েছে, তিনি গৃহবন্দি হয়ে আছেন। জল্পনাটা যদি সত্যি হয়, তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারের জবাবদিহি করার দায় আছে বৈকি! কেননা, প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতির মর্যাদার কেউ গৃহবন্দি থাকলে, তা সরকারের নির্দেশ ছাড়া সম্ভব নয়। রটনাটি মিথ্যা হলে সরকারের পক্ষ থেকে সরাসরি বলে দেওয়া উচিত, তিনি নির্বিবাদে অমুক জায়গায় আছেন। কার্যকালের মেয়াদ ফুরোলেও রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতিদের দেখভালের দায়িত্ব তো রাষ্ট্রেরই।

কিন্তু সরাসরি ধনকরের সুলুকসন্ধান দেওয়ার পথে হাঁটছে না কেন্দ্রীয় সরকার। উলটে এ নিয়ে গবেষণা বন্ধ করার জন্য সেই সংবাদ সংস্থাকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র পরামর্শ ধন্দ বাড়িয়ে দিচ্ছে। একজন প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি কেমন আছেন, কীভাবে আছেন- তা জানার অধিকার দেশবাসীর আছে বৈকি। তা জানানোর বদলে বিষয়টি টানাটানিটা বড্ড বাড়াবাড়ি বলে শা'র মন্তব্য ধনকরের অবস্থান সম্পর্কে কৌতূহল বাড়িয়ে দিচ্ছে। সংবাদমাধ্যমের পাশাপাশি জনসাধারণেরও।

সেই কৌতূহল নিবৃত্তির চেষ্টা না করে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মন্তব্যে রহস্য বাড়ছে। গৃহবন্দিত্বের জল্পনায় সরাসরি জল ঢালার বদলে বিষয়টিকে সংবাদমাধ্যমের ব্যাখ্যা ও বিরোধীদের মিথ্যা প্রচার বলে যুক্তি আসলে সত্যকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা বলেই আপাতভাবে মনে হচ্ছে। ধনকরের পদত্যাগপত্রে স্বাস্থ্যের কারণ উল্লেখটাকেই সরকারের সাফাই হিসেবে ব্যাখ্যা করছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। বরং ওই ইস্তফাপত্রে প্রধানমন্ত্রী সহ কেন্দ্রের অন্য মন্ত্রীদের উদ্দেশে ধনকরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশকে ঢাল করে তিনি বোঝাতে মরিয়া যে, সবকিছু ঠিক আছে।

কেন্দ্র যে ধনকরকে নিয়ে চর্চাকে ধামাচাপা দিতে কতটা ব্যস্ত, তা গোপন থাকছে না অমিত শা'র কথায়। প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতিকে নিয়ে আলোচনার বদলে তিনি সংবাদ সংস্থাকে পরামর্শ দিচ্ছেন ইতিবাচক খবরে নজর দিতে। একথাও জানাতে ভুলছেন না যে, দেশে ইতিবাচক খবরের কমতি নেই। প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতিকে নিয়ে খবরকে তিনি কার্যত অপ্রয়োজনীয় বলতে চাইছেন। অর্থাৎ ধনকরের খোঁজ জানতে চাওয়াকে তিনি নেতিবাচক খবর বলে মনে করছেন।

ঝুলি থেকে কালো বিড়ালটা এভাবেই বেরিয়ে পড়ছে। ধনকর কেমন আছেন, কোথায় আছেন- এটুকু মাত্র জানানোর বদলে সংবাদ সংস্থার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বারবার উষ্মা প্রকাশ হয়ে যাওয়ায় সন্দেহ বাড়ছে। এটা ধরে নেওয়া আর অমূলক হচ্ছে না যে, পদত্যাগপত্রের উল্লিখিত তথ্যের বাইরে ইস্তফা নিয়ে ধনকরের আর কোনও বক্তব্য সরকারের পক্ষে অস্বস্তির কারণ হতে পারে।

রাজ্যসভায় ধনকরের কার্যকালের শেষ দিনের ঘটনাবলিতে সেই অস্বস্তির কারণ লুকিয়ে বলে সেদিন থেকে সংসদের অলিন্দে কম আলোচনা হয়নি। কিন্তু সরকারের রহস্যজনক নীরবতা বা ভাসাভাসা মন্তব্যে যত দিন যাচ্ছে, তত স্পষ্ট হচ্ছে, অস্বস্তির যথেষ্ট কারণ আছে বলেই বিষয়টি নিয়ে আর কোনওরকম আলোচনা কেন্দ্রের নাপসন্দ। শুধু প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি বলে নয়, দেশের একজন নাগরিক হিসাবে ধনকরের অবস্থান জানানোর দায়িত্বও কেন্দ্র অস্বীকার করছে।

অমৃতধারা

ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, তিনি সর্বশক্তিমান। ক্ষুদ্রকে বিশ্বাস কর, ছোটকে মর্যাদা দাও, হেয়কে পুজো কর, তোমার অসাধ্য কাজ জগতে কিছুই থাকিবে না। নিজে ঈশ্বর বিশ্বাসী হও আগে, তারপর ভগবানের কথা অপরকে বলিও। বিশ্বাসে যে অবিচল, কর্মে প্রবল হইতে তাহার অধিক সময় লাগে না। কাম তুচ্ছতা-মুক্ত হইলে প্রেম হইয়া যায়, প্রেম কলঙ্কিত হইলেই কামের রূপ পায়। কুসংসর্গের প্রভাব হইতে নিজেকে প্রাণপণ বিক্রমে বাঁচাইয়া চল। জগৎজোড়া সমস্ত প্রাণীই তোমার বান্ধব, হৃদয়ের প্রেম ডোরে বাঁধিয়া তাহাদের আকর্ষণ কর। জীবিকার্জনের পন্থা হইতে পাপকে দূর করিয়া দাও-তোমার বংশে মহাপুরুষের জন্ম বিনা সাধনাই সম্ভব হইবে। অলসকে কর্মঠ কর, বেকারকে কাজ দাও। চিন্তাহীনের মনে চিন্তার ফোয়ারা ছুটাও, দুশ্চিন্তাকারীর মনে সুচিন্তার সমাবেশ কর।

-শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ

আলোচিত

এক জ্যোতির্ময় বাঙালি চৈতন্যদেব। তিনি গোটা ভারতবর্ষকে দেখিয়েছেন জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে কীভাবে গোটা দেশকে ঐক্যবদ্ধ করা যায়। শ্রীচৈতন্যের উত্তরাধিকার এখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে। চৈতন্যের উত্তরাধিকারী বাঙালির উত্তরাধিকারীও বটে।

- ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল

বুধবার গণেশ চতুর্থী। তার ঠিক আগে গণেশমূর্তির কোলে একটি বিড়ালের ঘুমোনোর ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ঝড় তুলল। বিড়াল আর ইঁদুরে বন্ধুত্ব নেই। সেই ইঁদুরের প্রভু গণেশের কোলে শুয়ে বিড়ালের ঘুমিয়ে পড়ার দৃশ্য সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়াতেই ভাইরাল।

আজ

১৯০৮

কিংবদন্তি ক্রিকেটার ডন ব্র্যাডম্যানের জন্ম আজকের দিনে।

২০১৯

আজকের দিনে প্রয়াত হন অভিনেতা নিমু ভৌমিক।

সোজা-সাপটা

কী ব্যাপার? আপনি মরলেনই বা কেন? বাঁচলেনই বা কীভাবে? ফকির বললেন, 'আমি তো মরিনি। কুড়ি মিনিটের জন্য আমি নিজেকে এই জগৎ থেকে সরিয়ে নিয়েছিলাম। তোমরা আমার দেহটাকে নিয়ে কী করলে তাতে আমার বয়েই গেল।'

জাদুকর হ্যারি হুডিনি ও এক ভারতীয় যোগীর কীর্তি

পি সি সরকার

এত জিনিস থাকতে বাক্সবন্দি হয়ে সাগরে ঝাঁপ দেওয়ার ব্যাপারটা মাথায় এল কেন, তা বলা দরকার। প্রথম কথা, একটা এমন কিছু করার কথা ভাবছিলাম যা আমার বাবা তো বটেই ভূভারতে কেউ কখনোই করতে পারেননি। বা করলেও তার চেয়ে আমায় ভালোভাবে করতে হবে। বিখ্যাত আমেরিকান জাদুকর হ্যারি হুডিনি এটা নাকি একবার করেছিলেন। এবং এই জাতীয় খেলার জন্যই তিনি জগদ্বিখ্যাত। কিন্তু হুডিনিকে হুডিনি করেছিল বাক্সবন্দি হয়ে নদীতে ঝাঁপ দেওয়া। সেটা ১৯১৪ সালের কথা। জাদুকর হুডিনির চরিত্র সবসময়েই আমার গোলমেলে বলে ঠেকে। তিনি বহু জায়গায় মুখ ফসকে বলেছেন যে, অনেক খেলা তিনি ভারতীয় ফকিরদের কাছ থেকে শিখেছেন— কিন্তু তার পরের নিঃশ্বাসেই ভারতীয় ফকিরদের নিন্দে করে বলতেন— ওরা মোটেই আমায় শেখায়নি। ওরা সবাই এলেবেলে। শুধু ভারতীয় জাদুকর নন, তার সতীর্থ সবাইকেই তিনি নিন্দে করতেন। তবে হ্যাঁ, ওই নিন্দেগুলো সত্যি সত্যিই তাঁর মুখ দিয়ে বের হয়েছিল কি না, নাকি পরবর্তীকালে তাঁর জীবনীকাররা কায়দা করে তার মুখে বসিয়ে দিয়েছিলেন, তা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে। কারণ হুডিনি জীবদ্দশায় ভালো প্রচার নাকি পাননি। সবচেয়ে ভালোবাসতেন তিনি আত্মপ্রচার। সেজন্য, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী একজন প্রচার বিশারদকে নিযুক্ত করেন— হুডিনির নামে গল্প বানিয়ে প্রচার করতে। তাতে নাকি তাঁর স্বামীর আত্মা শান্তি পাবে। সেই প্রচার বিশারদ সত্যি-মিথ্যের ফুলঝুরি বানিয়ে ঠেসে প্রচার শুরু করেন। সুতরাং কোনটা সত্যি, কোনটা মিথ্যে, তা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে।

যাই হোক, এখন অন্যের মুখে ঝাল খেয়ে স্বাদ বুঝতে হবে। হুডিনি আত্মজীবনী লেখেননি, অন্যেরা পরবর্তীকালে স্মৃতিচারণ করেছেন। তার থেকেই দেখা যায়, তারপর বিভিন্ন সময়ে ভদ্রলোক ভারতীয় জাদুকরদের সম্পর্কে নানারকম কটূক্তি করেছেন। বোঝাতে চেয়েছেন, ওঁরা কোনও জাদুকরই নয়। এমনকি নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য এক ফকিরকে জব্দ করতে চেয়েছিলেন। ফকিরকে বলা হয়েছিল জলের মধ্যে পাঁচ মিনিট ডুবে থাকতে। উনি বলেছিলেন, পাঁচ মিনিট কেন আমি কুড়ি মিনিট ডুবে থাকতে পারব। ওঁরা ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারেননি। যাইহোক, নির্দিষ্ট দিনে ফকির তো জলের মধ্যে ডুব দিলেন। মিনিট চারেক হওয়ার পর থেকে ওঁরা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, 'তোল, ওকে তোল, এবার তো মরে যাবে।' পাঁচ মিনিটের মাথায় যখন তোলা হল, তখন দেখা গেল সত্যিই মারা গেছে ফকির। লোকজন, ছুটোছুটি, ডাক্তার-বদ্যির তৎপরতা, এরকম করতে করতে যখন কুড়ি মিনিট অতিক্রান্ত তখন দেখা গেল ফকির আবার বেঁচে উঠলেন। কী ব্যাপার? আপনি মরলেনই বা কেন? বাঁচলেনই বা কীভাবে? ফকির বলেন, 'আমি তো মরিনি। কুড়ি মিনিটের জন্য আমি নিজেকে এই জগৎ থেকে সরিয়ে নিয়েছিলাম। তোমরা আমার দেহটাকে নিয়ে কী করলে তাতে আমার

বয়েই গেল।'

ভারতীয় যোগ এবং প্রাণায়ামের বিরুদ্ধচারী এবং তার অনুগামীরা তখন চুপ। যোগাভ্যাসের এই হঠযোগীকে হ্যাটা দিতে হুডিনি দাবি করেন, তিনিও জলের তলায় বাক্সের ভেতর কুড়ি মিনিট কেন, তার চেয়ে বেশিক্ষণ থাকতে পারেন। শুধু তাই নয়, ওই ভারতীয় যোগীর মতো আধমরা শক্ত নয়, তরতাজা হয়ে থাকবেন এবং প্রয়োজনে টেলিফোনে কথাও বলবেন।

ঘোষণামতো একদিন করে দেখালেন। ভেঙে দিলেন ভারতী যোগীর রেকর্ড। রেকর্ড ভাঙার সমান্তরালভাবে একজন রিপোর্টার নাকি টেলিফোনের তার, সঙ্গে অক্সিজেন সাপ্লাইয়ের পাইপও আবিষ্কার করেন। অর্থাৎ হুডিনির এই রেকর্ড ভাঙায় কোনও কৃতিত্ব নেই। কিন্তু সেই সাংবাদিকের প্রতিবেদন আর বড় আকারে প্রকাশ হতে পারেনি। ভারতীয় যোগীর হয়ে কথা বলার লোকও কেউ ছিলেন না। ফলে পুরো ঘটনাটা মানুষকে অন্যমনস্ক করিয়ে দেওয়ার ধুলো দিয়ে চাপা দেওয়া হয়। এ ব্যাপারে পাশ্চাত্যের ওরা খুব ওস্তাদ। হুডিনি যত বড়ই কল্পলোকের নায়ক হোন না কেন, মানুষ হিসাবে তিনি বরাবরই একটু কেমন যেন প্রকৃতির। ওঁর সবকিছুই গণ্ডগোলে ভরা, ওঁর নামও অন্য লোকের অনুকরণে নেওয়া। হুডিনির আসল নাম এরিক ওয়েস। আসল জন্মতারিখ নিয়েও বিতর্ক আছে। একদলের মতে, ওঁর জন্ম হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে ১৮৭৪ সালের ২৪ মার্চ। আরেক দলের মতে, ওই বছরেরই ৬ এপ্রিল উইসকনসিনের অ্যাপলটন শহরে। ডক্টর মেয়ারা স্যামুয়েল ওয়েস নামক জনৈক ইহুদি ধর্মযাজক হুডিনির বিধবা মাকে বিয়ে করেন। সেই সুবাদেই এরিকের পদবি হয়ে দাঁড়ায় ওয়েস। এরিকের বাবা কিন্তু ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। ছোটবেলা বেশ দারিদ্র্যের মধ্যেই কাটে এরিকের। একটা তালা কোম্পানিতে কাজ করেন তিনি বেশ কিছুকাল। এবং তালা-চাবি খোলা ও লাগানোর কৌশলটা বেশ ভালোভাবেই রপ্ত করেন। তখন মার্কিন মুলুকে চাবি ছাড়াই তালা খোলবার বিশেষজ্ঞ বেশ কিছু লোক ওই তালা খোলার খেলা দেখিয়ে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এরিক ঠিক করে ওসব কৌশল শিখে উপার্জন করবে। আইডিয়াটা আসে এই তালার কারখানায় কাজ করতে করতেই। ইতিমধ্যে ডঃ ওয়েস নিউ ইয়র্কে চলে যান। এবং সেখানেই বসবাস করা শুরু করেন। এরিক ততদিনে একটা সার্কাস কোম্পানিতে কাজ পেয়েছে। সেখানেও মন টেকে না তার। এরিকের ছোটভাই কোথা থেকে দু'-একটা ম্যাজিকের কৌশল শিখেছে। এরিক তা দেখে মজা পায়। দুই ভাই মিলে ম্যাজিকের রেওয়াজ শুরু করে। একটু রপ্ত হতেই তালা খোলার চমক আর হাতসাফাইয়ের জাদু মিশিয়ে 'হুডিনি ব্রাদার্স' নামে একটা ম্যাজিক কোম্পানি খুলে ফেললেন।

হঠাৎ এরিক থেকে হুডিনি কেন? যে সময়ের কথা বলছি, সেই সময় পৃথিবীর সেরা জাদুকরের অন্যতম ছিলেন ফ্রান্সের রবেয়াঁ উদ্দ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন সবে বিদ্যুৎ জনজীবনের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে তখনই বিদ্যুতের সাহায্যে তিনি নানারকম ম্যাজিক দেখিয়ে জনপ্রিয়তার শীর্ষে ওঠেন। একটি ঘটনার কথা তো এখনও লোকের মুখে মুখে ফেরে। ফ্রান্সের অধীনে এক পরাধীন দেশ, সেখানকার এক নেতা জনগণকে এককাট্টা করেছিলেন দেশকে স্বাধীন করতে। সেই নেতার নাকি ঐশ্বরিক শক্তি আছে এবং লোকেরা তাঁর কথা শুনে ফরাসি গভর্নমেন্টকে বেশ বিব্রত করে তুলছে। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে ফরাসি সরকার রবেয়াঁ উদ্দ্যর শরণাপন্ন হন। তিনি বললেন, ঠিক আছে, ওঁর সঙ্গে একটা লড়াই লড়া যাক। নির্দিষ্ট দিনে লোকে লোকারণ্য। নেতার প্রতিনিধিকে বলা হল, একটা বাক্স তুলতে। সে বলল, এটা এমন আর কী কাজ! তুলে দেখিয়ে দিল। হইহই করে উঠল তার সমর্থকরা। উদ্দ্য এবার বললেন, 'দেখুন ওঁর ক্ষমতাবলে উনি বাক্সটা অনায়াসে তুলে ফেললেন। এবার আমি আমার ঈশ্বরকে বলছি, ওর সব ক্ষমতা কেড়ে নাও যাতে ও আর বাক্সটা তুলতে না পারে।' পালোয়ান হেসে বাক্স তুলতে চেষ্টা করল। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার। এবার আর পারল না অনেক চেষ্টা করেও না। তার সমর্থকরা হতবাক কিন্তু মজার আরও বাকি। এবার উদ্দ্য বললেন, দেখুন বাক্সটা ও তুলতে গেলে চিৎকার করে পালাবে। এতে অহংবোধে আঘাত লাগল সেই প্রতিনিধির। যেই না হাত দেওয়া, বাবা গো মা গো বলে ছিটকে পালিয়ে গেল। না, এর পিছনে কোনও অলৌকিক ব্যাপার ছিল না। এটা ইলেক্ট্রো ম্যাগনেট অর্থাৎ চুম্বকের কাজ। বাক্সটা ছিল লোহার, দ্বিতীয়বার যখন পালোয়ান প্রতিনিধি বাক্স তুলতে গেল, তখন স্টেজের তলায় রাখা বিদ্যুৎ চুম্বক কাজ করা শুরু করে দিয়েছে। আর তৃতীয়বার বৈদ্যুতিক সুইচ অন করে দেওয়ায় 'শক' খেয়েছে। এই ঘটনাটা উদ্দ্যকে বিখ্যাত করে তোলে। দেশের সাম্রাজ্য-সীমানা রক্ষা করে আন্দোলন দমন করেছেন বলে কথা! ১৮৭১-এর ১৩ জুন নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে পঁয়ষট্টি বছর বয়সে মারা যান উদ্দ্য। এদিকে, ওয়েস যখন পাকাপাকিভাবে জাদুকর হলেন তখন তিনি ছদ্মনাম নিলেন হুডিনি। ফরাসি উদ্দ্যর ইংরেজি বানান Houdin-এর সঙ্গে একটা 'আই' যোগ করে নিলেন ওয়েস। ফরাসিতে কোনও নামের পিছনে যোগ করার মানে দাঁড়ায়, 'ওর মতো'। এক্ষেত্রে হল উদ্দ্যর মতো। উচ্চারণটা তাতে হল হুডিনি। 'হুডিনি ব্রাদার্স'-এ এরিকের সঙ্গে তাঁর ভাই থিও থাকলেও বিয়াট্রিসকে বিয়ে করার পর এরিক তাঁর দলের নাম পালটে দেন। দলের নাম হয় 'হ্যারি অ্যান্ড বেসি হুডিনি।' এই হ্যারি নামটাও নেওয়া আরেক বিখ্যাত জাদুকর হ্যারি কেলারের কাছ থেকে। কেলারের হ্যারি আর উদ্দ্যর হুডিন থেকে জন্ম নিলেন হ্যারি হুডিনি।

কিন্তু পরবর্তীকালে হুডিনি অকৃতজ্ঞতার চূড়ান্ত নজির রাখেন। যে উদ্দ্যর নাম ভাঙিয়ে তিনি বিখ্যাত, সেই উদ্দ্যর সম্পর্কে একখানা কুৎসা লিখে বই বের করেন। নাম দেন, 'আনমাস্কিং অফ রবার্ট হুডিন'।

এই হচ্ছে হুডিনি। ১৯২৬ সালের ৩১ অক্টোবর তিনি হঠাৎ মারা যান। তাঁর মৃত্যু নিয়েও দু'রকম তত্ত্ব পাওয়া যায়। সবমিলিয়ে, মানুষটি ধোয়াঁশায় মোড়া।

শব্দরঙ্গ ■ ৪২২৮

১	★	২		৩		★	৪
৫			★		★	★	
	★	★	৬		৭		
	★	৮		★		★	★
★	★		★	৯		★	১০
১১			১২		★	★	
	★	★		★	১৩		
	★	১৪				★	

পাশাপাশি : ২। হঠাৎ ভয় পেয়ে উদ্ভ্রান্ত হয়ে পড়া ৫। পরিশ্রম করে পাওয়া অর্থ ৬। অখিল নিয়োগীর ছদ্মনাম ৮। গাছের সবুজ পাতা ৯। বিক্রয়ের জন্য সামগ্রী বা পসরা ১১। মনোজগতের ছবি বা ধারণা ১৩। মুসলিম কায়দায় অভিবাদন ১৪। মাথায় ঝুঁটিওয়ালা তোতাপাখি।

উপর-নীচ : ১। বেশি খেয়ে রুদ্ধশ্বাস অবস্থা ২। সোনা মাপার পুরানো একক ৩। মনসা যে মুনির মানসী কন্যা ৪। বড় আকারের সবজি ৬। অলংকারের জন্য মূল্যবান ধাতু ৭। তুচ্ছ, সামান্য বা গুরুত্বহীন ৮। এই ফলের আর এক নাম কণ্টকফল ৯। পারিপার্শ্বিক অবস্থা ১০। দেশের সামরিক শক্তি ১১। ছুতোর মিস্ত্রির যন্ত্র ১২। শক্তপোক্ত নয় দুর্বল ১৩। রোগীর সেবায় নিযুক্ত মহিলা।

সমাধান ■ ৪২২৭

পাশাপাশি : ১। আধুনিক ৩। ময়লা ৫। ইকড়ি মিকড়ি ৬। ননদ ৭। বরজ ৯। দিকচক্রবাল ১২। সামন্ত ১৩। নকিগুন।

উপর-নীচ : ১। আচকান ২। কনক ৩। মরমি ৪। লাকড়ি ৫। ইদ ৭। বল ৮। জনহীন ৯। দিৎসা ১০। চক্রান্ত ১১। বামুন।

বিন্দুবিসর্গ

জনমন
জনমত

প্রধানমন্ত্রীর ডিগ্রি নয়, প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রশ্ন উঠুক

দেশের এত সমস্যা ছেড়ে, প্রধানমন্ত্রীর স্নাতক ডিগ্রির কাগজ নিয়ে টানাটানির কোনও মানে হয় না। কোর্ট তো বলেনি যে, প্রধানমন্ত্রীর ডিগ্রির কাগজ নেই। কোর্ট বলেছে, দিল্লি ইউনিভার্সিটি ১৯৭৮ সালের

স্নাতক পরীক্ষার ফল ঘোষণা করতে বাধ্য নয়। ওই বছরের লিস্টে সফল প্রার্থীদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর নাম থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে।

প্রধানমন্ত্রীর ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা কী হবে, সে ব্যাপারে সংবিধানে কি কিছু বলা আছে? যদি কিছু বলা না থাকে, তাহলে দেশের মানুষ ভোট দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বানিয়েছেন, সবাই মেনে নিতে বাধ্য। শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে মিম বানিয়ে, ঠাট্টা/ইয়ার্কি করে আর যাইহোক বিজেপির ভোট কমবে না।

বরং প্রশ্ন উঠুক, প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া প্রতিশ্রুতি নিয়ে, বিদেশি ব্যাংক থেকে কালো টাকা উদ্ধারে তাঁর ভূমিকা, ঋণখেলাপি শিল্পপতিদের দেশে ফিরিয়ে আনা নিয়ে, বেকার সমস্যা, কেন্দ্রীয় এজেন্সির ভূমিকা নিয়ে, অনুপ্রবেশ নিয়ে, বিভিন্ন রাজ্যে বাঙালিদের ওপরে অত্যাচার নিয়ে, কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে, দলিত ও সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ নিয়ে এবং অবশ্যই সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে।

আশিস রায়চৌধুরী
পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

সার্টিফিকেট নিয়ে বিড়ম্বনা

বরেন্দ্রভূমির ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার একমাত্র ভরসা গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় (যদিও সম্প্রতি দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে)। কিন্তু ২০১৭ থেকে আজ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মহাবিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর বা স্নাতক হওয়া ছাত্রছাত্রীরা এখনও তাঁদের সার্টিফিকেট পাননি। ছাত্রছাত্রীরা যখনই সার্টিফিকেট নিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারস্থ হচ্ছেন, ঠিক তখনই কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হচ্ছে, তাঁদের সার্টিফিকেট এখনও তৈরি হয়নি। এরপর কিছু টাকার বিনিময়ে তাঁদের দেওয়া হয় একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ভ্যালিডিটি সম্পন্ন প্রভিশনাল সার্টিফিকেট, যার ফলস্বরূপ ছাত্রছাত্রীদের ভোগান্তির শেষ নেই।

এবার কথাটা হচ্ছে, দীর্ঘ ন'বছর হয়ে গেলেও ছাত্রছাত্রীদের হকের জিনিস কেন এভাবে আটকে রেখেছে বিশ্ববিদ্যালয়? যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বুলি আওড়াতে শোনা যায়, 'সমাবর্তন অনুষ্ঠান হয়নি'। এর জন্য কারা দায়ী? কেন এই অচলাবস্থার শিকার হবেন সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা, তাঁদের অপরাধটা কী?

একই চিত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত অটোনমি প্রাপ্ত মহাবিদ্যালয়ের। ২০১৯ সালে বালুরঘাট কলেজ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি সম্পূর্ণ করার পর সার্টিফিকেট এখনও পাননি ছাত্রছাত্রীরা। শুধু তাই নয়, এখানে ছাত্রছাত্রীরা প্রয়োজনে প্রভিশনাল সার্টিফিকেটও পান না, পান অধ্যক্ষ প্রদত্ত একখানা হলফনামা। মহাবিদ্যালয়ে যোগাযোগ করলে তারা বিশ্ববিদ্যালয়কে দেখিয়ে দেয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগাযোগ করলে তারা বলে মহাবিদ্যালয় থেকে তাদের কোনও তথ্য দেওয়া হয়নি। এই চাপানউতোরে পড়ে নাজেহাল অবস্থা সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের। এই কাদা ছোড়াছুড়ি বন্ধ হোক, ছাত্রছাত্রীরা যেন তাঁদের হকের জিনিস খুব শীঘ্রই পান, সেবিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শেখর দেবনাথ, কুমারগঞ্জ, দক্ষিণ দিনাজপুর।

অস্তাচলে চেতেশ্বর পূজারা

একে একে ভারতীয় সিনিয়ার ক্রিকেট টিমের নামকরা রথী-মহারথীরা অবসর নিচ্ছেন। ইতিমধ্যে টি-টোয়েন্টি ও টেস্ট ক্রিকেটকে চিরবিদায় জানিয়ে দিয়েছেন রোহিত গুরুনাথ শর্মা (হিটম্যান), বিরাট কোহলি (চিকু)। এবার ভারতীয় দলে প্রত্যাবর্তনের অপূর্ণ সাধ বুকে নিয়েই সব ধরনের ক্রিকেটকে গুডবাই জানিয়ে দিলেন সাড়ে ৩৭ বছরের চেতেশ্বর অরবিন্দ পূজারা (চিন্টু)। তবুও ভারতীয় ক্রিকেট অনুরাগীরা ডান হাতি ধৈর্যশীল ব্যাটার পূজারাকে মনে রাখবেন, কারণ যে ১৪ জন ভারতীয় ক্রিকেটার এখনও পর্যন্ত শতাধিক টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন পূজারাও ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

আশার কথা হল, ইদানীং বেশ কিছু তরুণ, উঠতি ক্রিকেটার ভারতীয় সিনিয়ার ক্রিকেট দলে সুযোগ পেয়েছেন। এইসব তরুণ ও সম্ভাবনাময় ক্রিকেটার যদি আগামীদিনে ভারতকে সোনালি সাফল্যের পথে মসৃণভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন, তাহলেই তো হিটম্যান, চিকু, চিন্টু প্রমুখের অভাবটা পূরণ হবে। অদূরভবিষ্যতে, আমাদের গর্বের ভারতীয় ক্রিকেটে আরও বেশি বেশি করে আন্তর্জাতিক সাফল্যের প্রতীক্ষায় রইলাম।

সঞ্জীবকুমার সাহা
উত্তরপাড়া, মাথাভাঙ্গা।

লেখা ভালো লেগেছে

২৩ অগাস্ট উত্তরবঙ্গ সংবাদের 'সাদা চোখে সাদা কথায়' কলামে গৌতম সরকারের 'কার্ড অনেক, নেই শুধু নাগরিকের রক্ষাকবচ' শীর্ষক লেখাটি পড়ে খুব ভালো লাগল। লেখাটিতে তিনি সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন সাধারণ মানুষের বর্তমান সমস্যার কথা।

তিনি উদাহরণ টেনে বলেছেন, তাঁর কাছেও জন্ম শংসাপত্র নেই। সত্যিই তো আমাদের বাংলাতে এইরকম বহু মানুষ আছেন যাঁদের জন্ম শংসাপত্র নেই অথবা স্কুলের অ্যাডমিট কার্ডও নেই। তাঁদের কাছে ভোটার কার্ড আছে, র‍্যাশন কার্ড আছে, প্যান কার্ড আছে, আধার কার্ড আছে- যেগুলোর কোনওটাকেই সরকার নাগরিকত্বের প্রমাণ হিসেবে মান্যতা দিচ্ছে না। তাহলে সেইসব মানুষ যাবেন কোথায়? বিষয়টা খুবই চিন্তার। গৌতমবাবু উত্তরবঙ্গ সংবাদের পাতায় একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরেছেন, তার জন্য উত্তরবঙ্গ সংবাদকে সত্যিই ধন্যবাদ দিতে হয়।

সঞ্জিত দত্ত
ধূপগুড়ি, রবীন্দ্রনগর।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

গান্ধি পরিবারকে ঈশ্বর মানলেন শিবকুমার

বেঙ্গালুরু, ২৬ অগাস্ট : কর্নাটকের উপমুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমারের নিজেকে জন্মগত কংগ্রেসি বলে দাবি করে জানালেন তিনি কংগ্রেসি হিসেবে মারাও যাবেন। মঙ্গলবার শিবকুমার বলেছেন, 'গান্ধি পরিবার আমার ঈশ্বর। আমি এই পরিবারের ভক্ত। আমার কথায় কেউ দুঃখ পেলে আমি ক্ষমাপ্রার্থী।'

সম্প্রতি বিধানসভায় আইপিএল ইস্যুতে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের পদপিষ্টের ঘটনা নিয়ে আলোচনার সময় শিবকুমার নিজের অতীত তুলে ধরলে তাঁকে আরএসএসের প্রাক্তনি বলে উল্লেখ করেন কর্ণাটকের বিরোধী নেতা আর অশোক। তাতে ঘাবড়ে না গিয়ে শিবকুমার সংঘের স্তোত্র আবৃত্তি করেন। তাতে অনেকেই ভুলভাবে বিষয়টি তুলে ধরেন। তাদের ভুল ভাঙাতে দক্ষিণী নেতা গান্ধি পরিবার ও কংগ্রেসের প্রতি আনুগত্যের কথা জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, 'সংঘের প্রশংসার জন্য নয়, কর্ণাটকের বিরোধী নেতাকে কড়া জবাব দিতেই সংঘের স্তোত্র বলেছেন।' রাজনৈতিক লাভ পেতে বিষয়টিকে 'অপব্যবহার' করা হচ্ছে বলে উল্লেখ করে ডিকে জানান, বিধায়ক হওয়ার আগে কংগ্রেস ও গান্ধি পরিবারের ইতিহাসের সঙ্গে আরএসএস, বিজেপি, জনতা দল (সেকুলার), কমিউনিস্ট ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের ইতিহাস পড়েছেন তিনি।

আপ নেতার বাড়িতে ইডি

নয়াদিল্লি, ২৬ অগাস্ট : হাসপাতাল নির্মাণ প্রকল্পে প্রায় ৫,৫৯০ কোটি টাকার অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে দিল্লির প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং আম আদমি পার্টির নেতা সৌরভ ভরদ্বাজের বাড়ি সহ অন্তত ১২টি জায়গায় মঙ্গলবার হানা দিল ইডি।

ইডির দাবি, ২০১৮-'১৯ সালে ২৪টি হাসপাতাল প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হলেও বেশিরভাগই অসম্পূর্ণ। খরচ বেড়েছে অযৌক্তিকভাবে, অথচ কাজ এগোয়নি। বলা হয়েছে, ১,১২৫ কোটি টাকার আইসিইউ হাসপাতাল প্রকল্পে তিন বছরেও কাজ শেষ হয়নি। বরং ৮০০ কোটি টাকা খরচ হওয়ার পরও মাত্র অর্ধেক কাজ এগিয়েছে।

আপ নেতা মণীশ সিসোদিয়ার অভিযোগ, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ডিগ্রি বিতর্ক থেকে দৃষ্টি ঘোরাতেই এই অভিযান।'

ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ হস্টেলে

গুরুগ্রাম, ২৬ অগাস্ট : বি.টেক-এর তৃতীয় বর্ষের ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ ছাত্রীনিবাস থেকে উদ্ধার হল। ভূমিকা গুপ্তা নামে বছর ২৩-এর ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থী গুরুগ্রামের সিধরাওয়ালির এক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছিলেন। তাঁর বাড়ি রাজস্থানের আলওয়ারে। পুলিশ জানিয়েছে, সিলিং ফ্যানে ঝুলন্ত অবস্থায় দেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃত্যুর কারণ জানা যায়নি। কোনও চিরকুট মেলেনি। তদন্ত শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার ভূমিকা দরজা না খোলায়

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফে পুলিশকে জানানো হয়। পুলিশ এসে দরজা ভেঙে দেহ উদ্ধার করে। ময়নাতদন্তে দেহ পাঠানোর আগে পুলিশ ও ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা ঘটনাস্থল পর্যবেক্ষণ করেন। সূত্রের খবর, ভূমিকা ইঞ্জিনিয়ারিং-এর প্রথম দুটি সিমেস্টারে ভালো ফল করলেও তৃতীয় বর্ষে ওঠার পর থেকেই তাঁর চোখে-মুখে মানসিক চাপ লক্ষ করা গিয়েছে। সতীর্থদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

দাবি নমোর

নয়াদিল্লি, ২৬ অগাস্ট : দেশের বৃহত্তম গাড়ি নির্মাতা সংস্থা মারুতি সুজুকি ইন্ডিয়ার ইলেক্ট্রনিক গাড়ি ই-ভিতারার সূচনা করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জানিয়ে দিলেন, জাপান ও ইউরোপ সহ বিশ্বের ১০০টিরও বেশি দেশে এই গাড়ি রপ্তানি হবে। ভারতের 'মেক ইন ইন্ডিয়া' যাত্রায় যা নয়া অধ্যায়ের শুরু করবে। গুজরাটের হংসলপুরে মারুতি সুজুকির ইলেক্ট্রনিক গাড়ি নির্মাণ কারখানার উদ্বোধন করে মোদি বলেন, 'ভারত এতেই থামবে না। যেখানে আমরা ভালো পারফর্ম করছি। সেখানে আরও ভালো করতে হবে।' আগামী দিনে সেমিকনডাক্টরের মতো ভবিষ্যতের শিল্পকে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়ার কথাও জানিয়েছেন মোদি। নয়া কারখানা প্রসঙ্গে মারুতি জানিয়েছে,বছরে সাড়ে সাত লক্ষ গাড়ি তৈরি হবে। মূলত রপ্তানির উদ্দেশ্যেই এই কারখানায় গাড়ি তৈরি করা হবে।

উঁকি মেরে দেখছ কী... মঙ্গলবার বেঙ্গালুরুতে। -পিটিআই

ভাগবতের মুখে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা

বাঙালি ভাবাবেগ নিয়ে সতর্ক সংঘ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৬ অগাস্ট : বাংলা ভাষা এবং পশ্চিমবঙ্গ থেকে ভিন রাজ্যে কাজ করতে যাওয়া বাঙালি শ্রমিকদের নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে রাজ্য-রাজনীতিতে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। সংসদ থেকে রাজপথ, সর্বত্র এরাজ্যের শাসকদলের নেতা-নেত্রীরা সাফ জানাচ্ছেন, বাংলা ভাষা বা বাঙালি পরিচয়কে কোনওভাবে আঘাত করতে দেওয়া হবে না।

এবার পালটা বার্তা দিল সংঘ পরিবার। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, অন্য রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকদের হেনস্তার ঘটনায় বিজেপির ওপর যখন চাপ বাড়ছে, সেইসময় আরএসএসের অবস্থান স্পষ্ট করার ঘটনা তাৎপর্যপূর্ণ।

বুধবার দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে সংঘ পরিবারের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সংঘপ্রধান মোহন ভাগবতের বক্তব্য সেই ধারণাকে জোরালো করেছে।

বক্তৃতার শুরুতেই তিনি স্বামী বিবেকানন্দের উদ্ধৃতি টেনে বলেন, 'এভরি নেশন হ্যাজ এ মেসেজ টু ডেলিভার, এ মিশন টু ফুলফিল।' এরপর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বদেশি

সমাজের জাগরণ ও নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তার কথা রবীন্দ্রনাথ অনেকদিন আগেই বলেছেন। আমাদের দেশ বহু প্রাচীন। নতুন কেউ এলে আমরা ভয় পাই না। কারণ, আমরা সবাইকে গ্রহণ করতে জানি। রবীন্দ্রনাথ এটা আমাদের শিখিয়েছেন।

মোহন ভাগবত

সমাজ গ্রন্থের প্রসঙ্গ টেনে এনে ভাগবত বলেন, 'সমাজের জাগরণ ও নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তার কথা রবীন্দ্রনাথ অনেকদিন আগেই বলেছেন। আমাদের দেশ বহু প্রাচীন। নতুন কেউ এলে আমরা ভয় পাই না। কারণ, আমরা সবাইকে গ্রহণ করতে জানি। রবীন্দ্রনাথ এটা আমাদের শিখিয়েছেন।'

এদিনের বক্তব্যে ভাগবত নাম না করে মোদি সরকারের দিকেও ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেন, 'হিন্দু মানে হিন্দু বনাম অন্য কেউ নয়, হিন্দু মানে অন্তর্ভুক্তিকরণ। মতভেদ থাকতেই পারে। কিন্তু তাকে গুরুত্ব দিলে চলবে না, সবাইকে নিয়ে চলতে হবে। মত পৃথক হওয়া অপরাধ নয়, বরং পৃথক মত থেকেই অগ্রগতি আসে।'

ভাগবত আরও বলেন, 'দেশ গঠনের দায়িত্ব সবার, সমাজের বিকাশে সবার অংশগ্রহণ জরুরি। যেমন আমরা, তেমনই হবেন আমাদের নেতারা।'

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, এই বক্তব্য মূলত আরএসএস ও সরকারপক্ষের সম্পর্কের সাম্প্রতিক টানাপোড়েনের প্রতিফলন।

ভিনজাতে বিয়ের আসর সিপিএম দপ্তরে

চেন্নাই, ২৬ অগাস্ট : ভিনধর্ম বা জাতের ছেলে বা মেয়ের সঙ্গে কি প্রেম করছেন? ভাবছেন, বিয়ের পিঁড়িতে উঠতে গেলে সমাজের চোখরাঙানির মুখে পড়তে হবে কি না! ভাববেন না। কুসংস্কারের আঁধার কেটে গিয়ে যুক্তিবাদী চিন্তার আলো ফুটেছে। জেনে রাখুন, ভিনধর্ম বা ভিনজাতের সঙ্গী বা সঙ্গিনীর সঙ্গে প্রেমের পর যৌথ জীবনে প্রবেশের প্রাক্কালে বিপদে পড়লে আপনার পাশে থাকবে সিপিএম। যে কোনও পরিস্থিতিতে আপনি আপনার প্রেমাস্পদের হাত ধরে স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পারেন কাছাকাছি কোনও মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির অফিসে। তারাই আপনাদের দেখভাল করবে।

না, খোয়াব নয়। সত্যি! ধর্ম ও জাতপাতের বেড়া ভেঙে মিশ্র যুগলদের জন্য পার্টি অফিসের দরজা হাট করে খুলে দিয়েছে তামিলনাড়ু সিপিএম। রাজ্য কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী) ঘোষণা করেছে, তাদের সব পার্টি অফিস এখন থেকে ভিনজাতের যুগলদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। রাজ্য সরকারের তরফে এমন বিয়ের নিবন্ধন বা সহায়তার কোনও ব্যবস্থা না থাকায় এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

তামিলনাড়ু রাজ্য সম্পাদক পি শম্মুগম মাইলাপোরে 'ইভিডেন্স' নামের একটি অধিকার সংগঠনের আয়োজিত সম্মেলনে এই ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, 'তামিলনাড়ুতে প্রতি বছর অন্তত ২৪০টি 'পরিবারের সম্মান রক্ষার্থে হত্যা'র ঘটনা ঘটছে।' তবে শুধু যে এটা তপশিলি জাতি, উপজাতি ও পশ্চাৎপদ গোষ্ঠীর মধ্যে ঘটছে তা নয়। এমন হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটছে বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেও। এই পরিস্থিতিতে কঠোর আইনের পাশাপাশি বৈজ্ঞানিক চিন্তার উন্মেষ না হলে এই অসুখ নির্মূল হবে না বলেও মত শম্মুগমের।

এক্স পোস্টেও শম্মুগমের ঘোষণা, 'সমাজে জাতিভেদ ও ধর্মভেদ থাকায় এখনও প্রবল বাধার মুখে পড়েন মিশ্র দম্পতিরা। তাঁদের নিরাপত্তার কথা ভেবেই আমরা আমাদের সব অফিস খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। দম্পতিরা এখানে এসে আশ্রয় নিতে পারবেন এবং আইনগতভাবে বিয়ের রেজিস্ট্রেশন করতেও তাঁদের সাহায্য করা হবে।'

ঘটনাচক্রে এই ঘোষণার দিনেই (সোমবার) পুদুক্কোত্তাই জেলায় এক তরুণ দম্পতি, প্রগদীশ্বরণ ও ঐশ্বর্য স্থানীয় সিপিএম অফিসে বিয়ে সম্পন্ন করেন।

তামিলনাড়ু সিপিএমের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, 'আমাদের দল সাধারণ মানুষের স্বার্থে কাজ করে। এখন ভিনধর্মে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলে রে রে করে সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা ছুটে আসে। এটা সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধেও এক ধরনের বার্তা। এই ধরনের দম্পতিদের জন্য দলের অফিস সব সময় খোলা।'

এদিকে সিপিএমের এমন প্রগতিশীল পদক্ষেপে ফাঁপরে পড়েছে বিজেপি। নিম্নবর্ণের ভোটবাক্স সিপিএমের দিকে চলে যাওয়ার আশঙ্কায় তারাও সিপিএমের দেখানো পথেই হেঁটেছে। বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি কে আন্নামালাই মার্ক্সবাদীদের অভিনন্দন জানিয়ে তাঁদের অনুসরণের কথা জানিয়ে দিয়ে বলেন, 'সিপিএম যা করেছে, ভালো করেছে। তাদের অভিনন্দন। আমরাও অসবর্ণ বিয়েকে সমর্থন করি। এখন থেকে আমাদের দলীয় দপ্তরও ভিনধর্ম ও জাতের যুগলদের জন্য খোলা থাকবে।'

মোদি-পুতিনকে নিয়ে ব্রিকস অস্ত্রে শানের পরিকল্পনা শি'র

বেজিং ও ওয়াশিংটন, ২৬ অগাস্ট : বন্ধু, শত্রু সবার বিরুদ্ধে বাণিজ্য-যুদ্ধ শুরু করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। রাশিয়া থেকে তেল আমদানির 'অপরাধে' ভারত থেকে আমদানি করা পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছেন। ২০০ শতাংশ শুল্ক বসানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন চিনা জিনিসপত্রের ওপর। ট্রাম্পের নীতি রাতারাতি ভারত, চিন, রাশিয়াকে এক মঞ্চে এনে ফেলেছে বলে মনে করছেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞরা। এবার গবেষণা সংস্থা দ্য চায়না-গ্লোবাল সাউথ প্রজেক্টের প্রধান সম্পাদক এরিক ওলান্ডারও একই কথা বললেন।

তাঁর মতে, আমেরিকার চাপিয়ে দেওয়া শুল্ক-যুদ্ধের কারণে ব্রিকস, গ্লোবাল সাউথ, সাংহাই সহযোগিতা পরিষদের (এসসিও) মতো সংগঠনগুলির গুরুত্ব বেড়ে গিয়েছে।

এসসিও শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে দিনকয়েকের মধ্যে চিনে যাওয়ার কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের। সেখানে আমেরিকাকে পাশ কাটিয়ে নতুন বিশ্বব্যবস্থার স্বরূপ সম্পর্কে মোদি, পুতিনের সঙ্গে আলোচনা করবেন চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং।

এরিক ওলান্ডার বলেন, 'শি এই শীর্ষ সম্মেলনকে আমেরিকা-পরবর্তী আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা কেমন হতে পারে, তা পর্যবেক্ষণের মঞ্চ হিসাবে গণ্য করতে পারেন। চিন, ইরান, রাশিয়া এবং বর্তমানে ভারতের সঙ্গে দ্বন্দ্বের জেরে হোয়াইট হাউসের উদ্যোগ কাঙ্ক্ষিত ফল বয়ে আনেনি। এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করবেন চিনা প্রেসিডেন্ট।'

এসসিও সম্মেলনের পর ব্রিকস গোষ্ঠীর সক্রিয়তা আরও বাড়বে বলে মনে করেন তিনি। এই সংগঠনটি আগামী দিনে আমেরিকাকেন্দ্রিক বিশ্ব অর্থনীতির প্রধান বিকল্প হয়ে উঠবে বলে জানিয়েছেন ওলান্ডার। তাঁর কথায়, 'একটু খেয়াল করলেই বুঝতে পারবেন, ট্রাম্পকে কতটা বিচলিত করে তুলেছে ব্রিকস।'

ভারতীয় পণ্যে ৫০% মার্কিন শুল্ক আজ থেকে

তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রেও যুদ্ধ ঘোষণা ট্রাম্পের

নয়াদিল্লি ও ওয়াশিংটন, ২৬ অগাস্ট : রাত পোহালেই ভারত থেকে আমদানি করা সিংহভাগ পণ্য বেশি দামে কিনবেন মার্কিনরা। সৌজন্যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত। এর ফলে আমেরিকার বাজারে ভারতের পোশাক, রত্ন, গয়না, চর্মজাত দ্রব্য, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ও খাদ্যদ্রব্য তার বিশাল বাজার কতটা ধরে রাখতে পারবে সেই সন্দেহ দানা বাঁধছে। পর্যবেক্ষকদের মতে, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে আমেরিকায় ভারতীয় পণ্যের বিশাল বাজার চিন ও ভিয়েতনামের দখলে চলে যেতে পারে।

ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ফাটল চওড়া হওয়ার ঝুঁকি নিয়েও শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্তে অনড় ট্রাম্প। মঙ্গলবারই এ সংক্রান্ত নোটিশ জারি করেছে ইউএস কাস্টমস অ্যান্ড বর্ডার প্রোটেকশন (সিবিপি)। ওই নোটিশে ভারত থেকে আমেরিকায় রপ্তানি হওয়া ৬৬ শতাংশ পণ্যকে ৫০ শতাংশ শুল্কের আওতায় আনার কথা বলা হয়েছে। অর্থের নিরিখে যা ৬০.২ বিলিয়ন ডলারের সমান। তবে মার্কিন স্বার্থে ছাড় দেওয়া হয়েছে ভারতীয় ওষুধ, ওষুধ তৈরির কাঁচামাল, বৈদ্যুতিন দ্রব্য এবং গাড়ি শিল্পকে।

কারণ, ভারত বাদে এইসব পণ্য আমদানির কোনও নির্ভরযোগ্য বিকল্প আমেরিকার কাছে নেই। সিবিপি জানিয়েছে, আমেরিকার সময় অনুযায়ী বুধবার রাত ১২টা ১ মিনিট থেকে ভারতীয় পণ্যে শুল্কের নতুন হার কার্যকর হবে।

আমেরিকা শুল্কের বোঝা চাপালেও মঙ্গলবার পর্যন্ত ভারতের তরফে কোনও পালটা পদক্ষেপ ঘোষণা করা হয়নি। এদিন দিল্লির প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়েছে। তবে সেই বৈঠকের ফলাফল প্রকাশ্যে আসেনি। যদিও ভারত যে রাশিয়া থেকে জ্বালানি তেল কেনা জারি রাখবে তা নিয়ে ধোঁয়াশা রাখেনি কেন্দ্র। ট্রাম্প সরকারের বর্ধিত শুল্কের সিদ্ধান্তকে 'অযৌক্তিক এবং অবাঞ্ছিত' বলেছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর।

একনজরে

- ভারত থেকে আমেরিকায় রপ্তানি হওয়া ৬৬ শতাংশ পণ্যে ৫০ শতাংশ শুল্ক
- অর্থের হিসাবে যে পণ্যের মোট মূল্য ৬০.২ বিলিয়ন ডলারের সমান
- কোনও দেশ যদি মার্কিন তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলির ব্যবসায় বাধা সৃষ্টি করে, তাহলে তাদের পণ্যে বাড়তি শুল্ক চাপাবে ট্রাম্প সরকার

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অবশ্য নিজের অবস্থানে অনড়। মঙ্গলবার নতুন হুংকার দিয়েছেন তিনি। ট্রাম্পের ঘোষণা, যদি কোনও দেশ আমেরিকার তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলির ব্যবসায় বাধা সৃষ্টি করে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা নেবে তাঁর সরকার।

নিজস্ব সামাজিক প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যালে প্রেসিডেন্ট লিখেছেন, 'ডিজিটাল কর, ডিজিটাল পরিষেবা আইন এবং ডিজিটাল বাজার নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষগুলি তৈরিই হয়েছে মার্কিন প্রযুক্তির ক্ষতি করার জন্য বা বৈষম্যমূলক আচরণ করার জন্য।

ওইসব আইন ও প্রতিষ্ঠান চিনের তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলিকে পুরোদস্তুর সমর্থন দিচ্ছে। এটি অবশ্যই শেষ হবে এবং এখনই শেষ হবে! আমেরিকা এবং মার্কিন প্রযুক্তি সংস্থাগুলি আর বিশ্বের পিগি ব্যাংক বা দরজার পাপোশ নয়।'

ট্রাম্প আরও লিখেছেন, 'আমি ডিজিটাল কর, আইন ইস্যুতে সব দেশকে নোটিশ দিয়েছি। যদি এই বৈষম্যমূলক পদক্ষেপগুলি অপসারণ না করা হয় তাহলে আমি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির রপ্তানির ওপর বড় অঙ্কের অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করব।'

টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন উধমপুর। মঙ্গলবার।

৮৪৯ পয়েন্ট পতন সেনসেক্সের

মুম্বই, ২৬ অগাস্ট : আমেরিকা ৫০ শতাংশ শুল্ক বসানোর বিজ্ঞপ্তি জারি করতেই ধস নামল ভারতীয় শেয়ার বাজারে। সপ্তাহের দ্বিতীয় লেনদেনের দিনে দুই সূচক সেনসেক্স ও নিফটি ১ শতাংশ নামল। একদিনে লগ্নিকারীরা খোয়ালেন প্রায় ৬ লক্ষ কোটি টাকার সম্পদ। মঙ্গলবার দিনের শুরু থেকেই নিম্নমুখী ছিল সেনসেক্স ও নিফটি। দিনের শেষে সেনসেক্স ৮৪৯.৩৭ পয়েন্ট নেমে থিতু হয়েছে ৮০৭৮৬.৫৪ পয়েন্টে। একইভাবে নিফটি ২৫৫.৭ পয়েন্ট নেমে পৌঁছেছে ২৪৭১২.০৫ পয়েন্টে। ২৭ অগাস্ট থেকে বাড়তি ২৫ শতাংশ শুল্ক কার্যকর করার বিজ্ঞপ্তি জারি হতেই শুল্ক বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা রইল না।

হড়পায় ভূমি ধসে মৃত্যু ৯ জনের

কাঠুয়া-কিস্তোয়ারের পর ডোডা ও বৈষ্ণোদেবীর পথ

শ্রীনগর, ২৬ অগাস্ট : কাঠুয়া, কিস্তোয়ারের পর এবার প্রাকৃতিক বিপর্যয় নেমে এল জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডা জেলায়। মঙ্গলবার দুপুরে মেঘভাঙা বৃষ্টি ও হড়পা বানের জেরে ডোডায় ভেসে গেল একের পর এক বাড়িঘর। অন্তত গোটা দশেক বাড়ি পুরোপুরি ধসে গিয়েছে বলে খবর। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে চারজনের। অনেকে এখনও নিখোঁজ।

আধকোয়ারি এলাকায় বৈষ্ণোদেবী মন্দিরের পথে ইন্দ্রপ্রস্থ ভোজনালয়ের কাছে বড় এক ভূমিধসে পাঁচজন নিহত হয়েছেন এবং অনেক পুণ্যার্থী আহত হয়েছেন। মন্দির বোর্ড জানিয়েছে, উদ্ধারকাজ চলছে। নিরাপত্তার কারণে মন্দির যাত্রা আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে।

জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'কে এই দুর্যোগের পরিস্থিতির কথা জানিয়েছেন। তিনি এক্স-এ লেখেন, 'অমিতজির সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। গোটা পরিস্থিতি তাঁকে জানিয়েছি। বলেছি, উদ্ধার ও ত্রাণের কাজের ওপর আমি নিজে নজরদারি চালাচ্ছি। পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে বিমানে আজই যাচ্ছি জম্মুতে।'

ডোডা ও কিস্তোয়ারের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ২৪৪ নম্বর জাতীয় সড়ক ধসের জেরে বন্ধ। রামবন জেলায় শ্রীনগর-জম্মু হাইওয়েও বন্ধ ভূমিধস ও বড় বড় পাথরের চাঁই খসে পড়ায়। সিন্থন টপ পাস বন্ধ। এছাড়া জোজিলা পাসে ভারী তুষারপাতের কারণে বন্ধ শ্রীনগর-লে হাইওয়ে। কাটরা থেকে আসা বা যাওয়ার অনেক ট্রেন বাতিল হয়েছে। যেমন বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, শ্রী শক্তি এক্সপ্রেস এবং হেমকুণ্ড এক্সপ্রেস।জম্মুর উঁচু এলাকায় আরও মেঘভাঙা বৃষ্টি, আকস্মিক বন্যা এবং ভূমিধসের সম্ভাবনা রয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় উদ্ধার ও ত্রাণ বাহিনীকে সতর্ক করা হয়েছে।

জম্মু, ডোডা, কাঠুয়া, রামবন, কিস্তোয়ার ও সাম্বা জেলায় সব সরকারি ও বেসরকারি স্কুল বন্ধ রাখা হয়েছে। অঝোর বৃষ্টির জেরে তাওয়াই নদী সহ বহু নদীর জলস্তর বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছে।

গত কয়েকদিনে কাঠুয়া জেলায় ১৫৫.৬ মিমি, ডোডার ভাদরওয়াহে ৯৯.৮ মিমি, জম্মুতে ৮১.৫ মিমি এবং কাটরায় ৬৮.৮ মিমি বৃষ্টি রেকর্ড করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অগাস্ট মাসে এই পরিমাণ বৃষ্টি কাঠুয়ায় গত একশো বছরের মধ্যে হয়নি। আপাতত ঝিলম নদীর জন্য বন্যা সতর্কতা নেই। তবে জলস্তর বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

'রাইট ভাইদের আগেই পুষ্পক বিমান উড়িয়েছিল ভারত'

ভোপাল, ২৬ অগাস্ট : পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম নভশ্চর হিসাবে একজন কৃতিত্ব দিচ্ছেন হিন্দু দেবতা 'হনুমানজি'কে। অন্যজনের দাবি, আমেরিকার রাইট ভাইদের অনেক আগেই নাকি বিমান উড়িয়েছিল ভারত! এই বক্তব্য কেন্দ্রীয় শাসক দল বিজেপির প্রথম সারির দুই নেতার।

সম্প্রতি হিমাচলের উনা শহরে জাতীয় মহাকাশ দিবস উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানে স্কুল পড়ুয়াদের উদ্দেশে অনুরাগ বলেছিলেন, 'প্রথম মহাকাশে গিয়েছিলেন, বলো তো কে? না না, নিল আর্মস্ট্রং নন, আমাদের হনুমানজি!' তাঁর সেই মন্তব্য ঘিরে বিতর্কের রেশ কাটতে না কাটতেই এবার নতুন দাবি তুলে বিতর্কে ইন্ধন জোগালেন বিজেপির প্রবীণ নেতা তথা মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান।

ভোপালের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চের এক অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ বলেন, 'রাইট ভ্রাতৃদ্বয় বিমান আবিষ্কার করার অনেক আগেই আমাদের দেশে 'পুষ্পক বিমান' ছিল। ড্রোন, মিসাইল—এসব প্রযুক্তির কথা মহাভারতে লেখা আছে। হাজার হাজার বছর আগে ভারতবর্ষে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যথেষ্ট উন্নত ছিল।'

ইতিহাসে স্বীকৃত প্রথম বিমান উড়েছিল আমেরিকায় ১৯০৩ সালে। এই কীর্তির পাশে নাম রয়েছে দুই মার্কিন সহদর—অরভিল ও উইলবার রাইটের। প্রথম মানুষ হিসাবে মহাকাশে গিয়েছিলেন সোভিয়েত নভশ্চর ইউরি গ্যাগারিন, ১৯৬১ সালে। এরপর ১৯৬৯ সালে নাসার অ্যাপোলো-১১ মিশনে চাঁদে প্রথম পা রাখেন নিল আর্মস্ট্রং। কিন্তু ভবি ভোলার নয়। বিজ্ঞানের ইতিহাস যা-ই বলুক, পুরাণের কল্পকথা থেকে চোখ সরাতে মোটেই রাজি নন গেরুয়া নেতা-নেত্রীরা।

বিমানের আবিষ্কার নিয়ে এর আগে প্রায় একই দাবি করেছিলেন উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল আনন্দীবেন প্যাটেল। তিনি বলেছিলেন, 'আধুনিক বিমান চলাচলের অনেক আগেই উড়ানের ধারণা দিয়েছিলেন বেদের যুগের ঋষি ভরদ্বাজ!'

পুরাণে আশ্রয় শিবরাজের

ছবি : এআই

বিজেপি নেতৃবৃন্দের এহেন দাবির মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরই ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে নরেন্দ্র মোদি বলেছিলেন, 'গণেশের অস্তিত্বই প্রমাণ করে প্রাচীন ভারতে প্লাস্টিক সার্জারি ছিল।' ওই অনুষ্ঠানেই কয়েকজন গবেষক দাবি করেছিলেন, 'মহাভারতে বর্ণিত বিমানের প্রযুক্তিই আজকের আধুনিক এয়ারক্রাফটের মূলে!'

২০১৭ সালে রাজস্থানের শিক্ষা দপ্তর প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তকে লেখা হয়, 'প্রথম বিমান আবিষ্কার করেছিলেন ভারতীয় বিজ্ঞানী শিবকর বাবুজি তালপাদে।' যদিও এর কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। ২০১৯ সালে গুজরাটের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানি বলেন, 'রামায়ণ ও মহাভারতে বর্ণিত যুদ্ধের কাহিনী আসলে প্রমাণ করে প্রাচীন ভারতে ইন্টারনেট ছিল।'

পুরাণের গল্প নিয়ে অদ্ভুত দাবি নিয়ে ইতিমধ্যে সরগরম নেটপাড়া। সেখানে নানা মজার মন্তব্যের পাশাপাশি কড়া সমালোচনাও এসেছে বিরোধী শিবির থেকে। ডিএমকে সাংসদ কানিমোঝি এক্স-এ লিখেছেন, 'পুরাণ ও বিজ্ঞান নিয়ে দায়িত্বশীল মন্ত্রী-সাংসদদের মন্তব্য গভীর উদ্বেগজনক বিজ্ঞান আর পুরাণ এক নয়। শিশুদের বিভ্রান্ত করা সংবিধানের বৈজ্ঞানিক চেতনার পরিপন্থী।'

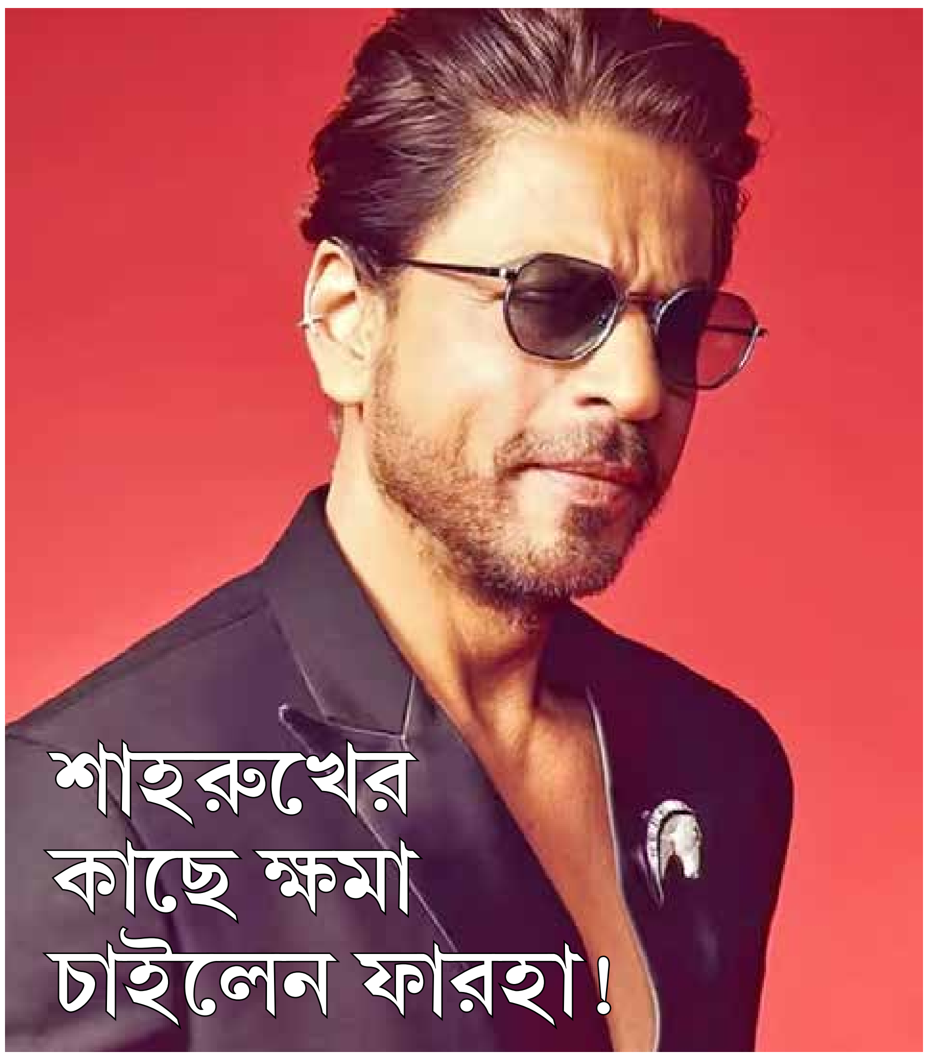

শাহরুখের কাছে ক্ষমা চাইলেন ফারহা!

ফারহা খান ক্ষমা চাইলেন। কার কাছে? শাহরুখ খান, গৌরী খান আর আরিয়ান খানের কাছে। কেন, গোটা পরিবারের কাছে তিনি কী করেছেন?

না, ফারহা কিছু করেননি। করেছেন তাঁর রাঁধুনি দিলীপ। সোশ্যাল মিডিয়ার সূত্রে ফারহার দিলীপ সকলের কাছে বেশ পরিচিত। তা ফারহা বসেছিলেন নিজের ঘরে। কাজ করছিলেন। হঠাৎ তাঁর এক সহকারী এসে বললেন যে, দিলীপ নাকি পাগল হয়ে গেছেন।

ফারহা কাজ করছিলেন। আরিয়ান খানের 'ব্যাডস অফ বলিউড' সিরিজ থেকে 'বদলি সি হাওয়ায়ে' গানটা চলছিল। বেশ মুডেই ছিলেন ফারহা। দিলীপের কথা শুনে রান্নাঘরে দৌড়ে গিয়ে তাঁর তো চক্ষু চড়কগাছ। ওই একই গানের সঙ্গে হাতা-খুন্তি হাতে নিয়ে তুমুল নাচ জুড়েছেন দিলীপ। কোনও দিকে খেয়াল নেই।

সেই ভিডিও প্রকাশ করে ফারহা লিখেছেন, এই গানটার সঙ্গে এমন পাগলের নাচ নেচে গানটাকে শেষ করে দিল দিলীপ। এর জন্যে তিনি গোটা খান পরিবারের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন।

ফারহা খানের এই ভিডিও দেখে খুব মজা পেয়েছেন শাহরুখ নিজে। শাহরুখ খান তাঁর বন্ধুকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন, তিরিশ বছর ধরে তাঁকে নিয়ে ছবি করার পরেও দিলীপের মতো এমন নাচের স্টেপ শাহরুখকে তিনি কেন দেননি!

'ব্যাডস অফ বলিউড' নিয়ে খান-দানি প্রচার কিন্তু বেশ জমে উঠেছে।

জাহ্নবীর থেকে বলিউডে ভালো অভিনেত্রী ছিলেন

বলেছেন মালায়ালাম ইউ টিউবার দিব্যা নায়ার। প্রসঙ্গ সিদ্ধার্থ মালহোত্রা ও জাহ্নবী কাপুর অভিনীত পরম সুন্দরী ছবিতে জাহ্নবীর মালায়ালাম উচ্চারণ। ছবির ট্রেলার এবং নায়ক নায়িকা সিদ্ধার্থ ও জাহ্নবীকেও ভালো লেগেছে, কিন্তু দক্ষিণে এই নিয়ে বেশ সমালোচনা হচ্ছে। অভিনেত্রী পবিত্রা মেনন ছবির এবং জাহ্নবীর সমালোচনা করে পোস্ট করে পরে আবার তা ডিলিট করে নতুন করে সাজিয়ে গুছিয়ে রি-পোস্ট করেছেন। পবিত্রা লিখেছিলেন, জুঁইফুলের মালা থেকে মোহিনীআট্টম—মালায়ালাম মেয়েদের তুলে ধরার ক্ষেত্রে এই অনুষঙ্গ খুবই একঘেয়ে, চর্বিতচর্বণ। এবার দিব্যা, ছবির ভিডিও ব্যবহার করে জাহ্নবীর সমালোচনা করে পোস্ট করেছেন। এই অনুমতি ছাড়া ভিডিও ব্যবহার করায় কপিরাইট আইন ভাঙার দায়ে পড়েছেন তিনি। দিব্যা লিখেছেন, 'শব্দ নির্বাচন না হয় ভালো নয়, তার উচ্চারণও ভুল এবং অস্পষ্ট।' জাহ্নবী প্রথমে নিজের পরিচয় দিচ্ছেন থেক্কাপেট্টা সুন্দরী দামোদরম পিল্লাই। থেক্কাপেট্টা শব্দটি স্ল্যাং, এর মানে ফেলে দেওয়ার মতো জিনিস। তিনি পিল্লাই বলছেন, মালায়ালিতে পিল্লা বলে। ভাষাটা জানেন এমন কোনও স্থানীয় অভিনেত্রী ছিলেন না? বলিউডেও কীর্থি সুরেশ, নিত্যা মেনন, সাই পল্লবীরা ছিলেন তো? তাঁরা চরিত্রটির প্রতি সুবিচার করতে পারতেন।' এই সমালোচনা আগেই হয়েছে। তার উত্তরে জাহ্নবীর বক্তব্য, 'আমার চরিত্রটি অর্ধেক তামিল, অর্ধেক মালায়ালি। আমি মালায়ালি ছবির ভক্ত। আমি কৃতজ্ঞ এই ছবির সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে।' ছবির পরিচালক তুষার জালোটা। মুক্তি ২৯ অগাস্ট।

শ্রীদেবীর সম্পত্তিতে দাবি, কোর্টে বনি

চেন্নাইয়ে প্রয়াত অভিনেত্রী শ্রীদেবীর ফার্ম হাউজের ওপর তিনজন বেআইনি মালিকানা দাবি করেছে—এই অভিযোগে শ্রীদেবীর স্বামী ও প্রযোজক বনি কাপুর মাদ্রাজ হাইকোর্টে আইনি পদক্ষেপের জন্য আবেদন করেছেন। আবেদনে তিনি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন কেন এটি মিথ্যে দাবি।

১৯৮৮ সালে এক এম সি সমবানধা মুদালিয়ারের কাছ থেকে এই ফার্মহাউস কেনেন অভিনেত্রী। ১৯৬০ সালে ওই পরিবারের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ হয়ে গিয়েছিল, তবু এক মহিলা ও তাঁর দুই সন্তান সেই সম্পত্তি দাবি করছেন। বিচারক বনির আইনজীবীকে চার সপ্তাহের মধ্যে বিষয়টি পর্যালোচনা করে রিপোর্ট দিতে বলেছেন। এই সম্পত্তি বনি ও তাঁর দুই কন্যা জাহ্নবী ও খুশি কাপুরের কাছে একটা আবেগ। তাকে বাঁচাতে তাই উঠেপড়ে লেগেছেন বনি।

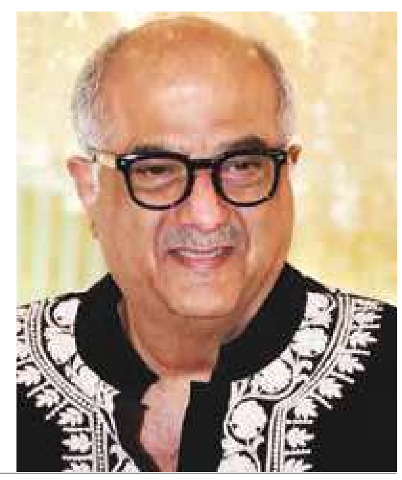

পুরোনো বলিউডি ছোঁয়া মনীশের নতুন ছবিতে

ফ্যাশন ডিজাইনার মনীশ মালহোত্রার প্রযোজনায় নতুন ছবি গুস্তাখ ইশকের টিজার প্রকাশ্যে এল। ক্যাপশনে লেখা, 'পুরোনো দিনের মতো'। ছবির পরিচালক বিভু পুরি। অভিনয়ে নাসিরুদ্দিন শাহ, বিজয় বর্মা, ফতিমা সানা শেখ ও শারিব হাশমি। সংগীত বিশাল ভরদ্বাজ। মুক্তি ২০২৫ সালের নভেম্বর। মনীশ জানিয়েছেন, সিনেমা নিয়ে ছোটবেলা থেকে দেখা তাঁর স্বপ্ন এবার সত্যি হল। ছবিতে বলিউডের পুরনো ধাঁচের হিন্দি ছবির স্বাদগন্ধ পাওয়া যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। ছবির গীতিকার গুলজার। বিশাল ভরদ্বাজ ও গুলজারের এই গাঁটছড়া দর্শকের কাছে অন্য আগ্রহ জাগাচ্ছে।

একনজরে সেরা ৫

আলিয়ার রাগ

২৫০ কোটি টাকার বাংলোয় শিগগির স্বামী রণবীর, মেয়ে রাহা ও শাশুড়ি নীতুকে নিয়ে উঠে যাবেন আলিয়া ভাট। ইতিমধ্যে বাড়ির অন্দরমহলের ছবি নেটমহলে ছড়িয়ে গিয়েছে বলে তিনি ক্ষুব্ধ। সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, অনুমতি ছাড়া বাড়ির অন্দরহলের ছবি কি করে ছড়িয়ে দিলেন? এতে নিরাপত্তা লংঘিত হচ্ছে। যারা ছড়িয়েছেন, তারা মুছে দিন, অনুরোধ করছি।

সংযমীর এন্ট্রি

অক্ষয়কুমার ও সইফ আলির ছবি হ্যায়ওয়ানে এবার এন্ট্রি হল সংযমী খেরের। অভিভূত অভিনেত্রী লিখেছেন, এতদিন বড় বড় চোখে অক্ষয় স্যারের অ্যাকশন দেখেছি, আজ তারই সঙ্গে আমি এক সেটে, ভাবতে পারছি না। ছবির পরিচালক প্রিয়দর্শন। কোচিতে শুটিং শুরু হয়েছে। ১৭ বছর পর অক্ষয়-সইফ আবার একসঙ্গে এই ছবিতে।

রাজকুমারের ছবি

দীনেশ ভিজানের পরের ছবি উজ্জ্বল নিকমের বায়োপিকের সঙ্গে যুক্ত হলেন রাজকুমার রাও। এই বিশিষ্ট আইনজীবীর জীবন, তাঁর কাজ নিয়েই ছবি হচ্ছে। ছবিতে অজস্র নাটকীয় মুহূর্তের সঙ্গে থাকবে ১৯৯৩-এর মুম্বাই ব্লাস্ট ও ২০০৮-এর মুম্বাই ট্রেন অ্যাটাকের কেসও। ওয়ামিকা গাব্বি ছবির প্রধান নারী চরিত্রে নির্বাচিত হয়েছেন। পরিচালক অবিনাশ অরুণ।

এবার ময়ূরী

পাপা কহতে হ্যায়-এর নায়িকা ময়ূরী কঙ্গো গুগল ছেড়ে গ্লোবাল পাবলিসিস ডেলিভারির টিমে সিইও হিসেবে যুক্ত হয়েছেন। লিংকডিন আপডেটে তিনি লিখেছেন, 'আমাদের ভারতীয় ছবিকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেবার এবং আরও অর্থপূর্ণ প্রভাব রাখার কাজই করব এবার। ময়ূরী আইআইটি কানপুর থেকে সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে বলিউডে এসেও সব ছেড়ে কর্পোরেট জগতে পা রেখেছেন।

আসছে ভিঞ্চিদা ২

ধূমকেতু এবং ছবির অভিনেতাদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়। ছবির এমন একটি দৃশ্য সমাজ মাধ্যমে পোস্ট করেছেন, যেখানে রুদ্রনীল ঘোষ নিজের মুখ থেকে অতি বৃদ্ধের মুখোশ টেনে খুলে ফেলেছেন। সৃজিতের ভিঞ্চিদাতে এমন দৃশ্যের পর ছবি শেষ হয়ে যায়। তাহলে ভিঞ্চিদা ২ কি আসছে? সৃজিত কি তেমনই ইঙ্গিত দিলেন?

নরসিমহার রেকর্ড আয়

মহাবতার নরসিমহা এবার প্রস্থান করবেন। তাঁর প্রস্থানের পালা প্রায় তৈরি। নৃসিংহ অবতার যখন পর্দায় এসেছিলেন, তখন তাঁকে বিশেষরকম কঠিন বাধা পেরোতে হয়েছিল। একটা নয়, সে বাধার সংখ্যা অনেক। একের পর এক বড় ছবি তখন পর্দায়– এসেছে এবং আসছে। সেই সঙ্গে 'সাইয়ারা' ঝড়। এ ছবি আবার অ্যানিমেশন।

কিন্তু পরিচালক অশ্বিন কুমার ধৈর্য হারাননি। প্রথম সপ্তাহটা ২৯ কোটি টাকা তুললেও, এই ছবির কথা মুখে মুখে প্রচার হতে লাগল। যত প্রচার বাড়ল, ততই প্রসার বাড়ল। তাই দ্বিতীয় সপ্তাহে ৫০ কোটি, তৃতীয় সপ্তাহে প্রায় ৪৯ কোটি, চতুর্থ সপ্তাহে প্রায় ২২ কোটি– এরকম মিলিয়ে এই ছবির ঝুলিতে এখন ১৫৭ কোটিরও বেশি বক্স অফিস।

এমন রেকর্ড ভারতীয় অ্যানিমেশনের ক্ষেত্রে আর নেই। তবে পঞ্চম সপ্তাহ পেরিয়ে এবার এই ছবি মুখ একটু নীচের দিকে নেমেছে। বক্স অফিস কোটি ছাড়িয়ে লাখে নেমেছে। মনে করা হচ্ছে, ১৭৫ কোটির আশপাশে গিয়ে নরসিমহাদেব তাঁর আপন ধামে প্রত্যাবর্তন করবেন। ২০০ কোটি হল না ঠিকই। তবে যা হল, তাকে টপকে যাওয়া আর কোনও অ্যানিমেটেড অবতারের পক্ষে বেশ কঠিন।

আবার অনীত পাড্ডা

সাইয়ারার ঝড়তোলা সাফল্যকে হাতিয়ার করে আবার জেন জেড-এর প্রেমের ছবির নায়িকা হচ্ছেন অনীত পাড্ডা। পরিচালক মনিশ শর্মা। ছবির প্রেক্ষাপট পঞ্জাব ও তার প্রকৃতি। এই ছবিই প্রমাণ করে দিচ্ছে পরের প্রজন্মের কাছে প্রেমের মুখ মানে এখন অনীত এবং তারই পুরো সুযোগটা নিয়ে অনীত এগোচ্ছেন তাঁর স্বপ্নের কেরিয়ারের শিখরের দিকে। তাঁর এই অগ্রগতির দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখছেন স্বয়ং আদিত্য চোপড়া, সাইয়ারার প্রযোজক এবং তাঁর মতে, নতুন রোমান্টিক ছবিতে অনীত একেবারে সঠিক নির্বাচন। ছবির নায়ক এখনও ঠিক হয়নি। চিত্রনাট্য লেখার কজ এগোচ্ছে দ্রুত গতিতে। আগামী বছরের মাঝামাঝি শুটিং হবে।

অভিনয়ে নেই নাইসা

অজয় দেবগণ ও কাজলের মেয়ে নাইসা দেবগণ সোশ্যাল মিডিয়ায়, বিভিন্ন ইভেন্টের বেশ পরিচিত মুখ। অনুরাগীদের সংখ্যাও কম নয়। বোল্ড গ্ল্যামারাস ছবিও তোলেন। পার্টি করেন। তাহলে তিনিও কি বাবা-মায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে অভিনয়ে আসছেন? আর এক নেপো কিড-এর আগমন কবে? প্রশ্নটি অনেকদিন ধরেই হাওয়ায় ভাসছে। এবার সরাসরি তার উত্তর দিয়েছেন কাজল স্বয়ং। তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'নাইসা ২২ বছরের হল। সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে ইন্ডাস্ট্রিতে সে আসবে না। অভিনয়ের কোনও ইচ্ছা তার নেই।' তিনি তাঁর বক্তব্যের ব্যাখ্যা করে বলেন, 'যখন কেউ এই ইন্ডাস্ট্রিতে আসে, অনেক ওঠাপড়ার মুখোমুখি হতে হয়। অনেক সমালোচনা হয়। কখনও তা খুবই কঠিন, হাস্যকর এবং অসহ্য লাগে কিন্তু এগুলো তার এগিয়ে চলার ক্ষেত্রে খুব দরকার। এই সফরে তাকে এসব সহ্য করতেই হয়, এ এমন জিনিস যা বেছে নেওয়া যায় না।'

বাস্তবিকই বেশ অ-স্বাভাবিক এবং কঠিন সিদ্ধান্ত নাইসার। তিনি যে পরিবেশে জন্মেছেন এবং বড় হয়েছেন, সেখানে আর্কলাইটই প্রায় অধিকাংশ স্টারকিডদের একমাত্র ভবিষ্যৎ বলে মনে করা হয়। অন্য স্টারকিড যেমন রাশা থাডানি, সান্যয়া কাপুর, আহান কাপুর, নাইসারই তুতোভাই আমন দেবগণ, সইফ আলির ছেলে ইব্রাহিম আলি—সকলেই ইতিমধ্যে অভিনয়ে পা দিয়ে ফেলেছেন। নিঃসন্দেহে নাইসা এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী।

বর্ষার সময় নৌকায় যাতায়াত করছেন গ্রামবাসী। -সংবাদচিত্র

সেতু নেই, শহরে ঢুকতে ভরসা নৌকা

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ২৬ অগাস্ট : নদী পেরোলেই শহর অথচ বছরের পর বছর ধরে বাঁশের মাচা অথবা সেতু দিয়ে বেশ কয়েকটি গ্রামের মানুষ যাতায়াত করতে বাধ্য হচ্ছেন। কারণ কংক্রিটের সেতুর দাবি আজও পূরণ হয়নি। এই অবস্থায় একমাত্র ভরসা ৮০ বছরের গিরিলাল পাশমান। তিনি গ্রামের মানুষের সারাবছরের নদী পারাপারের ব্যবস্থা করেন। বর্ষার সময় নৌকায় এবং অন্যসময় নদীতে বাঁশের মাচা তৈরি করে যাতায়াতের ব্যবস্থা করেন। এজন্য কেউ হয়তো পাঁচ টাকা দেন আবার অনেকে না দিয়েই পারাপার করেন। আবেগতাড়িত গলায় গিরিলাল বলেন, 'আমি মারা গেলে এই ঘাট বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ এই ঘাটের ডাক হয় না। আমি গ্রামের মানুষের জন্য এই ঘাট ধরে রেখেছি।' প্রায় দশ বছর আগে গিরিলালের স্ত্রী সুধামা সাপের ছোবলে মারা যান। তারপর থেকে দিনের অধিকাংশ সময় তাঁর নদীতেই কাটে। বাড়িতে চার ছেলে এবং বৌমা থাকলেও নদী তাঁর কাছে সবচেয়ে প্রিয়।

রায়গঞ্জ শহর লাগোয়া কুলিক নদীর বন্দর আদি কালীবাড়ি গুজার ঘাটে সেতু না থাকায় প্রতিদিন কয়েকটি গ্রামের কয়েক হাজার মানুষকে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। প্রতিদিন শহরে আসার জন্য কমপক্ষে দু'বার বাঁশের মাচা অথবা নৌকা করে নদী পারাপার করতে হয়। দীর্ঘ ৫০ বছর ধরে এভাবেই চলছে। রায়গঞ্জ পুরসভা যাতায়াতের সুবিধার জন্য কংক্রিটের ঘাট করে দিলেও কংক্রিটের সেতু তৈরি হয়নি। রায়গঞ্জ পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডে বন্দর শ্মশান লাগোয়া এই ঘাটটির ওপারে ১০ নম্বর মাড়াইকুড়া গ্রাম পঞ্চায়েত। কাটাবাড়ি-নসরতপুর সংসদে রয়েছে ভিটিয়ার, ভাতঘরা, ঘোষপাড়া, পালপাড়া সহ একাধিক গ্রাম। সেখানকার মানুষকে দিনে অন্তত দুই-তিনবার নদী পারাপার করতে হয়।

> এই ঘাট বন্ধ হয়ে গেলে আমাদের অনেকটা ঘুরে শহরে আসতে হবে। গিরিলাল দুপুরে বা বিশেষ কোনও কাজে বাড়িতে গেলে বর্ষার সময় আমাদের খুব সমস্যা হয়।
>
> **বাবলা ঘোষ**
> *দুধ ব্যবসায়ী*

সেকারণে গ্রামের বাসিন্দাদের পাশাপাশি পঞ্চায়েতের সদস্যরাও দীর্ঘদিন ধরে সেতুর জন্য রায়গঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির কাছে আবেদন জানিয়েছেন, এমনকি বিধায়ককেও জানিয়েছেন। কিন্তু প্রতিশ্রুতি ছাড়া আর কিছুই মেলেনি। নসরতপুর-কাটাবাড়ি গ্রামের নির্মলা পাশমান পেশায় পরিচারিকা, প্রতিদিন সকালে নদী পার হয়ে এপারে কাজ করতে আসেন, আবার দুপুরে ফিরে যান। তিনি জানান, সেতু না হলে গিরিলালের অনুপস্থিতিতে আগামীতে ঘাটটি বন্ধ হয়ে যাবে। একই দাবি আরেক পরিচারিকা ভারতী ঘোষেরও।

ঘোষপাড়ার বাসিন্দা দুধ ব্যবসায়ী বাবলা ঘোষের কথায়, 'এই ঘাট বন্ধ হয়ে গেলে আমাদের অনেকটা ঘুরে শহরে আসতে হবে। গিরিলাল দুপুরে বা বিশেষ কোনও কাজে বাড়িতে গেলে বর্ষার সময় আমাদের খুব সমস্যা হয়।' বন্দর এলাকার রামপ্রসাদ চৌধুরী, প্রদীপ চৌধুরীরা জানান, কয়েকদিন আগে সেতুর ব্যাপারে বিধায়ককে জানানো হয়েছে। তিনি কথা দিয়েছেন করে দেবেন।

রায়গঞ্জ পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের কোঅর্ডিনেটর তপন দাস বলেন, 'নদীর ওপারের মানুষের যাতায়াতের জন্য রায়গঞ্জ পুরসভা কংক্রিটের ঘাট ও রাস্তা তৈরি করে দিয়েছে। ছোট কংক্রিটের সেতু হয়ে গেলে আর কোনও সমস্যা থাকবে না।' অন্যদিকে, মাড়াইকুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের নসরতপুর-কাটাবাড়ি সংসদের সদস্য মুসলিম আলি জানান, গুজার ঘাটে সেতুর জন্য তাঁরা পঞ্চায়েত সমিতির কাছে আবেদন জানিয়েছেন। সেতুটি খুবই দরকার।

ক্রমেই ফিকে হচ্ছে আলতার রং

চিরাচরিত রীতিতে বৃহস্পতিবার হলেই ঘরে ঘরে মেয়ে ও বধূদের পায়ে আলতা পরার চল ছিল। তবে এখন সেই প্রথা প্রায় দেখা যায় না বললেই চলে। সেই একই ছবি বালুরঘাট শহরেও। এই আলতা নিয়ে নতুন ও পুরোনোদের ভাবনার খোঁজ নিলেন সাংবাদিক **পঙ্কজ মহন্ত**

বালুরঘাট, ২৬ অগাস্ট : বালুরঘাট শহরের নতুন প্রজন্মের মেয়েরা এখন আর নিয়মিত আলতা পরেন না। যদিও অনেক বাড়িতে পুজো হলে বা নাচের অনুষ্ঠানের আগে নৃত্যশিল্পীরা আলতা পরেন। এখন আলতার বিক্রি নেই বললেই চলে শহরের দোকানগুলিতে। বিক্রেতারাও এ নিয়ে আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন। এভাবেই বাঙালির ঘরে ঘরে যুগ যুগ ধরে চলে আসা সংস্কৃতি হারিয়ে যাচ্ছে বলে মত প্রবীণদের। অন্যদিকে, নতুন প্রজন্মের মেয়েরা এই ফ্যাশনের সময়ে আলতা পরা বড্ড সেকেলে মনে করছেন।

বদলে যাচ্ছে রীতি

কথায় আছে, 'আজ বৃহস্পতিবার। লক্ষ্মীবার।' এক দশক আগেও শহরে এ যেন অলিখিত নিয়ম ছিল। এদিন বাড়ির মেয়ে-বধূদের আলতা পরা ছিল কাজের মধ্যে একটি। গৃহস্থের ঘরে ঘরে মেয়ে আর বধূদের পায়ে দেখা যেত আলতা।

আধুনিকতার ছোঁয়ায় সেই চিরাচরিত রীতি প্রায় বিলুপ্ত। নতুন প্রজন্মের মেয়েরা মনে করছেন, আলতা এখন আর প্রয়োজনীয় নয়। ফ্যাশনের দুনিয়ায় দাঁড়িয়ে স্নিকার্স, হাই হিল কিংবা নেলপলিশই যথেষ্ট।

ভাবনার দু'প্রান্ত

বালুরঘাট শহরের প্রবীণরা এই পরিবর্তনকে 'সংস্কৃতির ক্ষয়' বলে মনে করছেন। কাঁঠালপাড়ার এক প্রবীণ আশালতা অধিকারীর মতে, 'আলতা শুধু প্রসাধন নয়, এ এক পরম্পরা। যুগের পর যুগ ধরে বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িয়ে ছিল। কিন্তু আজকালকার মেয়েরা আলতা পরাকে আউট অফ ফ্যাশন মনে করছেন। নিজের সংস্কৃতিকে ভুলে যাওয়াই যেন নতুন ফ্যাশন এখন।'

কলেজ পড়ুয়া বা চাকরিজীবী তরুণীরা স্পষ্ট জানাচ্ছেন, তাঁদের কাছে আলতা এখন সেকেলে। বালুরঘাট কলেজের ছাত্রী সুপ্রিয়া কর্মকার বললেন, 'আলতা পরলে অস্বস্তি লাগে। এখন ট্রেন্ড হল নেল আর্ট, জেল পলিশ। ওটাই আমাদের কাছে ফ্যাশন। আলতা পরলে সবসময় দেখতে ভালো লাগে না।' সব রকম পোশাকের সঙ্গে পায়ে আলতা পরলে বেমানান মনে হয় গার্লস কলেজের পড়ুয়া পিয়াসী সরকারের। তাঁর কথায়, 'এটা শুধু বৃহস্পতিবারের বিষয় নয়। সেই আলতা সব সময় থেকে যায় পায়ে। তবে লক্ষ্মীপুজোর সময় পায়ে আলতা পরি।'

ব্যতিক্রম

একমাত্র নৃত্যশিল্পীদের মধ্যে এখনও আলতার আভাস টিকে আছে। পায়ে আলতা না পরলে নাচের ভঙ্গিই যেন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাই বড় অনুষ্ঠানের আগে তাঁদের ভরসা ওই পুরোনো লাল তরলই। 'মঞ্চে পায়ে আলতা দিয়ে যখন নাচি, মনে হয় একটি শিল্পের প্রতিষ্ঠা করছি। পাশাপাশি এক হারানো ঐতিহ্যকেও বাঁচিয়ে রাখছি,' বললেন নৃত্যশিল্পী মধুমিতা সেন।

খদ্দেরহীন দোকান

শহরের প্রসাধনীর দোকান ঘুরলে এই ছবি স্পষ্ট হয়। এক কালে যে বোতলভর্তি আলতা সাজানো থাকত তাকজুড়ে, আজ তা প্রায় অদৃশ্য। বিক্রেতারা জানিয়েছেন, এখন মাস গেলে এক-দুটো আলতার বোতলও বিক্রি হয় না। আগে উৎসব বা বৃহস্পতিবার এলেই ডজন ডজন বোতল বিক্রি হত। মঙ্গলপুরের বিক্রেতা বিমলকৃষ্ণ সরকারের কথায়, 'যুগ পালটেছে, আমাদের বেচাকেনাও কমে গিয়েছে। এখন আলতা বিক্রি করে সংসার চালানোই মুশকিল। নাচের অনুষ্ঠান বা বাড়ির পুজো ছাড়া আলতার আর তেমন চাহিদা নেই।'

প্রশ্নে ভবিষ্যৎ সংস্কৃতি

এই হারিয়ে যাওয়া রীতি আর ফিরে আসবে কি? সেই প্রশ্নই উঠছে। প্রবীণ নাট্যকর্মী কাঞ্চন সাহার বক্তব্য, 'ফ্যাশনের বহর দেখে আলতার অস্তিত্ব বেশিদিন নেই বোঝা যাচ্ছে। আলতা মনে হয় শুধুই ইতিহাস হয়ে থাকবে পাঠ্যপুস্তকের পাতায় বা মঞ্চের আলোয়।'

জটিল অস্ত্রোপচারে সাফল্য রায়গঞ্জে

রায়গঞ্জ, ২৬ আগস্ট : রায়গঞ্জের জীবনরেখা হাসপাতাল ফের বড় সাফল্য পেল। এবার কনুই প্রতিস্থাপনে সাফল্য পেল তারা। স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে বিনামূল্যে সাফল্যের সঙ্গে এক দুঃস্থ রোগীর বা হাতের কনুই প্রতিস্থাপন করল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। ব্যয়বহুল চিকিৎসার জন্য রোগীকে এক টাকাও খরচ করতে হয়নি।

মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠক করে হাসপাতালের এই সাফল্যের কথা জানান কর্ণধার ডাঃ শান্তনু দাস। তিনি বললেন, 'রায়গঞ্জের ছত্রপুরের বাসিন্দা ৫৬ বছর বয়সি প্রশান্তচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রায় তিন বছর আগে ভয়াবহ দুর্ঘটনার শিকার হন। রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ থেকে শুরু করে কল্যাণীর এইমসে চিকিৎসা হলেও তার বা হাতের কনুই অকেজো হয়ে পড়েছিল। হতাশ হয়ে পড়েছিলেন তিনি। আমাদের চিকিৎসকদের পরামর্শে শেষপর্যন্ত তিনি হাসপাতালে ভর্তি হন ২৮ জুলাই। ১৬ অগাস্ট অর্থোপেডিক বিশেষজ্ঞ ডাঃ অনুপ বর্মন এবং তাঁর টিম দক্ষতার সঙ্গে অস্ত্রোপচার করেন। বর্তমানে রোগী সুস্থ। এদিন প্রশান্ত জানান, জীবনরেখা হাসপাতালের চিকিৎসকদের চিকিৎসায় তিনি সুস্থ রয়েছেন। যথেষ্ট ভালো পরিষেবা দিয়েছে কতৃপক্ষ। এই জটিল অস্ত্রোপচারের সাফল্য নিঃসন্দেহে সাড়া ফেলেছে উত্তরবঙ্গ জুড়ে।

পুজোর প্রস্তুতি বৈঠক পুরসভার

পুরাতন মালদা, ২৬ অগাস্ট : দুর্গাপুজোকে সামনে রেখে শহরবাসীর সুবিধার জন্য একগুচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিল পুরাতন মালদা পুরসভা। পুজো নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে শহরের ভাঙাচোরা রাস্তাঘাট সংস্কার, আলোর সমস্যা মেটানো এবং নদীর ঘাটগুলো পরিষ্কার করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার পুরসভা কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত বোর্ড অফ কাউন্সিলার মিটিংয়ে এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পুরসভার চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ বললেন, 'পুজো উপলক্ষ্যে আমরা একটি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে চাই। তাই রাস্তাঘাট মেরামতের পাশাপাশি যেসব ওয়ার্ডে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা নেই, সেখানে নতুন আলো লাগানো হবে। পাশাপাশি, নদীঘাটগুলোও সংস্কার করা হবে।' তিনি আরও জানান, যে সমস্ত পুজো কমিটি সরকারি অনুদান পায় না, পুরসভা তাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেবে। বৈঠকে উপস্থিত বিরোধী দলের নেত্রী তথা কাউন্সিলার বাসন্তী রায় জানান, এই আলোচনা অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে। তাঁরা কোনও বিষয়ে বিরোধিতা করেননি।

মাদারের জন্মদিন

রায়গঞ্জ, ২৬ অগাস্ট : অন্যান্য জায়গার পাশাপাশি মঙ্গলবার রায়গঞ্জেও মাদার টেরেজার জন্মদিবস পালিত হল। এদিন রায়গঞ্জ পুরসভা ও সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ইনস্টিটিউটের যৌথ উদ্যোগে ক্যারিটাস প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মাদারের পূর্ণাবয়ব মূর্তিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। পুরসভার কোঅর্ডিনেটর বরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, চৈতালি ঘোষ সাহা, প্রদীপ কল্যাণী, সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ইনস্টিটিউটের সেক্রেটারি ফাদার বেনেডিক্ট টপ্পো প্রমুখ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বক্তারা মাদার টেরেজার জীবনদর্শন, তাঁর মানবসেবামূলক কর্মযজ্ঞ এবং শিক্ষামূলক উন্নয়নে তাঁর অবদান নিয়ে আলোচনা করেন। পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের দক্ষিণ বীরনগরে অবস্থিত মাদার টেরেজা পুর স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে দিনটি যথোচিত মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হয়।

কর্মশালা

মালদা, ২৬ অগাস্ট : মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শহরকে সবুজায়নের লক্ষ্যে ইংরেজবাজার পুরসভা একটি কর্মশালার আয়োজন করল। কেন্দ্রীয় সরকারের অমৃতমিত্র প্রকল্পের আওতায় মঙ্গলবার দুপুরে মালদা শহরের টাউন হলে আয়োজিত ওই কর্মশালায় ইংরেজবাজার পুরসভার ভাইস চেয়ারপার্সন সুমালা আগরওয়াল, পুরসভার আরবান ডেভেলপমেন্ট অফিসার সাহিন আখতার বন দপ্তরের আধিকারিক অমিত শেঠ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ভাইস চেয়ারপার্সন জানান, এই প্রকল্পের অধীনে কাজ করে ইংরেজবাজার পুরসভা গোটা দেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে।

স্বাস্থ্য পরীক্ষা

রায়গঞ্জ, ২৬ অগাস্ট : রায়গঞ্জ পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগের উদ্যোগে মঙ্গলবার দেবীনগর গয়লাল রামহরি বালিকা বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। সেখানে পড়ুয়াদের সুস্থ থাকার পরামর্শ দেন চিকিৎসকেরা। এছাড়াও এদিন স্কুলে অটোম্যাটিক স্যানিটারি ন্যাপকিন ভেন্ডিং মেশিনের উদ্বোধন করা হয়।

মণ্ডপের পথে গজানন... রায়গঞ্জের কুমোরপাড়ায় দিবাকর সাহার তোলা ছবি।

গণেশবন্দনায় মালদা যেন মুম্বই

হরষিত সিংহ

মালদা, ২৬ অগাস্ট : 'গণেশ দাদা পেটটি নাদা' মহারাষ্ট্রবাসী গণেশপুজোয় পৃথিবী ছাপিয়ে গেলেও বাঙালির মতো এত আদর করে কি আর ডাকতে পারে? তাই সর্বজনীন 'বাপ্পা' বিগত কয়েক বছর ধরে বাঙালিকেও আপন করে নিচ্ছেন ভাদ্র মাসের শুক্লা চতুর্থীতে। আর যে বাঙালির জীবনের অন্যতম সম্পদ 'বারো মাসে তেরো পার্বণ', তারা তো লুফে নেবেই গণেশবন্দনার সুযোগকে। সেই আয়োজনে শহর মালদাই বা পিছিয়ে থাকে কেন? গণেশ চতুর্থীর আগেই উৎসবের আমেজ এবার মালদায়। শহরের একাধিক রাস্তার মোড়ে গণেশপুজোর মণ্ডপ। ঠিক যেন মুম্বই শহর। সেজে উঠেছে শহরের বিভিন্ন প্রান্ত। তবে মালদা শহরের অধিকাংশ পুজো এখনও শৈশব পেরোয়নি। কোনও পুজোর বয়স ৯, কোনও পুজো আবার শুরু হয়েছে ২ বা ৩ বছর হবে।

মালদা শহরের মকদুমপুর এলাকায় দুটি বড় পুজো হয়, বিমল দাস মোড় গণেশপুজো কমিটির ও মকদুমপুর ক্লাবের পুজো। দুটি পুজোই জাঁকজমকপূর্ণ। ২০১৬ সাল থেকে বিমল দাস মোড় গণেশপুজো কমিটির পুজো হয়ে আসছে। এবারে তারা ৯ বছরে পা দিল। বেশ বড় আকারের গণেশমূর্তি তৈরি হয়েছে এখানে। মূর্তির পোশাকে রয়েছে বাঙালিয়ানা। পুজো কমিটির সদস্য সঞ্জয় সাহা বলেন, 'শুরুতে আমরা এই এলাকার বেশ কয়েকজন মিলে পুজোর সূচনা করি। এখন অনেকেই আমাদের এই পুজোয় শামিল হয়েছেন। পুজো উপলক্ষ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানও হয়।'

বাড়ছে পুজো

- মালদা শহরের মকদুমপুর এলাকায় দুটি বড় পুজো হয়
- ২০১৬ সাল থেকে বিমল দাস মোড় গণেশপুজো কমিটির পুজো হয়ে আসছে
- মকদুমপুর ক্লাবের পুজো এবার ৬ বছরে পড়েছে

এই পুজোয় এগিয়ে এসেছেন মহিলারাও। মকদুমপুর ক্লাবের পুজো এবার ৬ বছরে পড়েছে। কালীপুজো করে থাকে এই ক্লাব। এখন গণেশপুজোতেও পিছিয়ে থাকে না আড়ম্বড়ের দিক থেকে। গণেশ চতুর্থীর পরের দিন এক কেজি ওজনের লাড্ডু দেওয়া হয় গণেশকে। এই ক্লাবের বৈশিষ্ট্য এটাই। এছাড়া রথবাড়িতে কলেজ মাঠের সামনে ৩ বছর ধরে পুজো হয়ে আসছে। উদ্যোক্তা বিনায়ক সংঘ। স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীরা এই পুজোর সূচনা করেন। পুজো উপলক্ষ্যে ৩ দিনব্যাপী বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বস্ত্র বিতরণের আয়োজন করা হয়।

মালদা শহরের রামকৃষ্ণপল্লি সংলগ্ন জাতীয় সড়কের পাশে, সুকান্ত মোড় ছাড়াও অনেক জায়গাতেই গত কয়েকবছর ধরে গণেশপুজোর আয়োজন হয়ে আসছে। আগামী ৩ দিন গণেশপুজো উপলক্ষ্যে জমজমাট হয়ে থাকবে শহরের আনাচকানাচ। পুজোর একদিন আগে থেকে শহর সেজে উঠেছে। পুজো দেখতে বেরিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা খোকন হালদার বলেন, 'শহরে গণেশপুজো উপলক্ষ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়। আমরাও সেই আনন্দ উপভোগ করছি।'

ঘরে ফিরলেন রায়গঞ্জের বৃদ্ধ দম্পতি

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ২৬ অগাস্ট : এক বছর পর আদালতের নির্দেশে অবশেষে নিজের ঘরে ফিরলেন রায়গঞ্জ শহরের উকিলপাড়ার এক বৃদ্ধ দম্পতি। অভিযোগ, বড় ছেলে ও পুত্রবধূ তাঁদের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার পর থেকেই দীর্ঘদিন ঘরছাড়া ছিলেন তাঁরা। প্রায় এক বছর আগে ওই দম্পতিকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে বড় ছেলে শংকর মজুমদার ও তাঁর স্ত্রী আসপিয়া খাতুন মজুমদারের বিরুদ্ধে। ন্যায়বিচারের আশায় তাঁরা কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়ে সিনিয়ার সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট অনুযায়ী মামলা দায়ের করেন।

গত ৩০ জুলাই কলকাতা হাইকোর্ট অভিযুক্তদের বাড়ি ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। ১ অগাস্ট আদালত পুলিশকে বাড়ির চাবি বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দেয়। কিন্তু অভিযুক্তরা আদালতের রায় মানতে অস্বীকার করেন। সেই অনুযায়ী ৬ অগাস্ট পুলিশ আদালতে অসহযোগিতার রিপোর্ট জমা দেয়। এরপর ১৮ অগাস্ট আদালত নির্দেশ দেয়, ২৫ অগাস্টের মধ্যে পুলিশকে বৃদ্ধ দম্পতিকে তাঁদের ঘরে ফিরিয়ে দিতে হবে। উচ্চ আদালতের সেই নির্দেশ মেনেই মঙ্গলবার রায়গঞ্জ থানার পুলিশ ওই বৃদ্ধ দম্পতিকে তাঁদের বাড়িতে ঢুকিয়ে দেয় এবং বড় ছেলে ও পুত্রবধূকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়।

সত্তরোর্ধ্ব অখিল মজুমদার উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার অবসরপ্রাপ্ত কর্মী। কিছুদিন আগে ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে তাঁর অস্ত্রোপচার হয়েছে। স্ত্রী সুস্মিতা মজুমদারও অসুস্থ। অভিযোগ, তাঁদের বড় ছেলে, পেশায় আইনজীবী, শংকর মজুমদার ও তাঁর স্ত্রী আসপিয়া খাতুন মজুমদার দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের উপর অত্যাচার চালাতেন।

অখিলবাবু বলেন, 'শহরের উকিলপাড়ায় সোয়া তিন কাঠা জমির উপর আমার বাড়ি। কিন্তু বড় ছেলে ও বৌমা আইনজীবী হিসেবে প্রভাব খাটিয়ে সেই বাড়ি দখল করার চেষ্টা করে। আমি রাজি না হওয়ায় আমাদের উপর অকথ্য অত্যাচার শুরু হয়। পরে মিথ্যে অভিযোগ তুলে আমাদের বাড়ি থেকে বের করে দেয়।'

কলকাতা হাইকোর্টে অখিলবাবুর পক্ষের আইনজীবী সুরেন্দ্রকুমার শর্মা বলেন, 'সিনিয়ার সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট অনুযায়ী মামলা দায়ের করা হয়েছিল। বিচারপতি অমৃতা সিনহা রায় দেন, ৩০ জুলাইয়ের মধ্যে শংকর মজুমদারকে বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু তাঁরা নির্দেশ মানেননি। তাই ১৮ অগাস্ট বিচারপতি পুলিশকে স্পষ্ট নির্দেশ দেন, অখিলবাবু ও তাঁর স্ত্রীকে বাড়িতে ঢুকিয়ে দেওয়ার।'

উত্তর দিনাজপুর জেলা বার অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সুজিত সরকার বলেন, 'হাইকোর্টের রায় আমাদের সকলকেই মানতে হবে। সেই রায় পক্ষে যেতে পারে, আবার বিপক্ষেও যেতে পারে।' শংকর মজুমদারের অবশ্য বক্তব্য, আইনজীবী হিসেবে তিনি কোনও প্রভাব খাটাননি, এমনকি মা-বাবার বিরুদ্ধে কোনও মামলাও করেননি। উলটে তাঁর মা-বাবাই তাঁদের উপর অত্যাচার চালিয়ে গিয়েছেন ও আদালতে মামলা করেছেন বলে এখনও অভিযোগ তুলছেন শংকর।

বৃদ্ধ দম্পতির সঙ্গে কথা বলছেন আধিকারিকরা। মঙ্গলবার।

পৃথিবীর পাঠশালা

সাইকেলের দেশ

ভাবুন তো, যদি আপনার সন্তান ছোটবেলা থেকেই সাইকেল নিয়ে রাজপথে দাপিয়ে বেড়াত? নেদারল্যান্ডসে ঠিক এটাই হয়। সেখানকার বাচ্চারা সাইকেল নিয়ে রাজপথে গাড়ি-ট্রামের সঙ্গে পাল্লা দেয়। স্কুলে তাদের সাইকেল চালানো শেখানো হয়। এই শিক্ষা শুধু হ্যান্ডেল ধরা বা প্যাডেল করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং রাস্তায় কীভাবে সিগন্যাল দিতে হয়, ট্রাফিক আইন মানতে হয়, কীভাবে গাড়ির গতিবিধি বুঝতে হয়, সব শেখানো হয় হাতেকলমে। অভিভাবক এবং শিক্ষকরা সঙ্গে থেকে তাদের শেখান। এমনকি অনেক স্কুলে সাইকেল চালানোর পরীক্ষারও ব্যবস্থা রয়েছে। এই প্রশিক্ষণের ফলস্বরূপ, ডাচ বাচ্চারা ছোটবেলা থেকেই সাইকেলকে যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম হিসেবে বেছে নেয়। ফলে, নেদারল্যান্ডস পৃথিবীর অন্যতম নিরাপদ সাইক্লিং-বান্ধব দেশ হিসেবে পরিচিত।

রহস্যময় 'লস্ট সিটি'

৬,০০০ বছরের পুরোনো এক হারিয়ে যাওয়া শহরের সন্ধান! গবেষকরা বলছেন, সমুদ্রের গভীরে স্ক্যানিং যন্ত্রের সাহায্যে এক প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। এই শহরটি, যা 'প্রোফাইলো' নামে পরিচিত, টাইগ্রিস নদীর তীরে ছিল বলে মনে করা হয়। যদি এই আবিষ্কার নিশ্চিত হয়, তবে মানব ইতিহাসের অনেক কিছুই নতুন করে লেখার প্রয়োজন হতে পারে। বিজ্ঞানীরা আরও বলছেন, প্রাচীন মেসোপটেমীয় সভ্যতা, যা ব্যাবিলনীয় সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছিল, তার সঙ্গে এই শহরের যোগাযোগ ছিল।

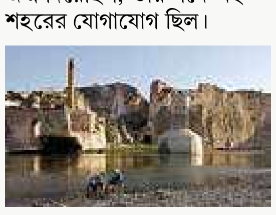

ঘুম না হলে সর্বনাশ!

ভাবছেন রাতে ঘুম না হলে কী-ই বা হবে? একটু বেশি কফি খাবেন, ব্যাস! কিন্তু সাবধান! ইতালির এক গবেষণায় উঠে এসেছে হাড়হিম করা তথ্য। অনিদ্রা আপনার মস্তিষ্ককে ধীরে ধীরে শেষ করে দেয়! গবেষণায় দেখা গিয়েছে, রাতে পর্যাপ্ত ঘুম না হলে অ্যাস্ট্রোসাইটস নামের মস্তিষ্কের সহায়ক কোষগুলো অতি সক্রিয় হয়ে ওঠে। সুস্থ মস্তিষ্কে এই কোষগুলো শুধুমাত্র পুরোনো বা ক্ষতিগ্রস্ত নিউরন পরিষ্কার করে। কিন্তু ঘুমের অভাবে এরা সুস্থ এবং সক্রিয় নিউরনগুলোকেও খাওয়া শুরু করে। অর্থাৎ, আপনি যখন জেগে থাকেন, আপনার মস্তিষ্ক তখন নিজেই নিজেকে ধ্বংস করে! শুধু তাই নয়, দীর্ঘদিনের ঘুমের অভাবে অ্যালজাইমার্স-এর মতো মারাত্মক রোগ হতে পারে। এর ফলে মারাত্মক মস্তিষ্কের ক্ষতি হয়। তাই, ঘুমের সঙ্গে আপস করবেন না। আপনার মস্তিষ্ককে বাঁচাতে ঘুম খুবই জরুরি!

উড়ন্ত ক্রেমলিন

ভাবছেন, পারমাণবিক যুদ্ধ শুরু হলে প্রেসিডেন্ট পুতিন কোথায় যাবেন? মাটি ফুঁড়ে কোনও গোপন বাংকারে? একদম ভুল! আসলে তাঁর জন্য আকাশে তৈরি রয়েছে এক দুর্গ! নাম- 'ফ্লাইং ক্রেমলিন' বা Ilyushin Il-৮০। এই বিশেষ বিমানটি এমনভাবে তৈরি, যা নিউক্লিয়ার আক্রমণও সামলে নিতে পারে। এর গায়ে জানলা প্রায় নেই বললেই চলে, যাতে বাইরের কোনও বিপদ ভেতরে ঢুকতে না পারে। ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক আক্রমণ থেকেও সুরক্ষিত এটি। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল, এটি আকাশে উড়তে উড়তেই জ্বালানি ভরে নিতে পারে, তাই এটি অনির্দিষ্টকাল ধরে আকাশে থাকতে পারে। আমেরিকা এবং অন্যান্য দেশে এমন বিমান থাকলেও, পুতিনের এই বিশেষ প্লেনটি দেখা যাওয়া মানেই কোনও বড়সড়ো বিপদ আসন্ন।

মুর্শিদাবাদে সীমান্তের নজরদারি নিয়ে অনিশ্চয়তা

পদ্মার গ্রাসে ওয়াচটাওয়ার

পরাগ মজুমদার

বহরমপুর, ২৬ অগাস্ট : এবার ভয়ংকর পদ্মাও। পদ্মার গ্রাসে এবার তলিয়ে গেল আন্তর্জাতিক নজরদারির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ওয়াচটাওয়ার। ঘটনায় মুর্শিদাবাদের সীমান্ত ঘেঁষা ভগবানগোলায় ব্যাপক আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে সাধারণ মানুষ থেকে প্রশাসনের মধ্যে। পদ্মার ভয়াবহ ভাঙনে প্রথমে আচমকা তলিয়ে যায় আখেরিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজাপুর পাতিবোনা এলাকার সীমান্ত নির্ণায়ক পরিখা। কিছুক্ষণের মধ্যে পদ্মা গিলে খায় সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর আন্তর্জাতিক ওয়াচ টাওয়ার। ফলে সীমান্ত এলাকায় নজরদারি রাখা ও নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কিছুটা জল কমায় মঙ্গলবার সকাল থেকে আতঙ্কগ্রস্ত মানুষ ভিড় জমান এলাকায়।

ভগবানগোলার বিডিও অনির্বাণ সাহু বলেন, 'ভাঙনে তলিয়ে গিয়েছে পরিখা। সেখানেই ছিল ওয়াচ টাওয়ার। টাওয়ার ভেঙে পড়ায় সীমান্তের নজরদারিতে সমস্যা হতে পারে।'

পদ্মা নদীতে তলিয়া যাচ্ছে ওয়াচ টাওয়ার। -সংবাদচিত্র

ভগবানগোলার চরলবনগোলা এলাকায় ভাগ হয়ে পদ্মা নদীর মূল অংশটি প্রবাহিত হয়েছে আখেরিগঞ্জ পঞ্চায়েতের পাতিবোনা, মদনঘাট, ঘোষপাড়া মাঝপাড়া হয়ে। শাখানদী প্রবাহিত হয়েছে একই পঞ্চায়েতের নশিপুর, খড়িবোনায়। পাতিবোনা সীমান্তের জিরো পয়েন্ট। ওই এলাকা দিয়ে পদ্মা গভীরভাবে প্রবাহিত হওয়ায় বিস্তীর্ণ এলাকায় কোনও কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া সম্ভব হয়নি। এমন পরিস্থিতিতে ওয়াচ টাওয়ারটি নদীভাঙনে তলিয়ে যাওয়ায় স্বাভাবিকভাবে সীমান্তের নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রশ্নচিহ্নের মুখে। ওয়াচ টাওয়ার সংলগ্ন সোলার প্যানেল ও অন্যান্য সরঞ্জামও তলিয়ে গিয়েছে। এদিকে, এমন ঘটনায় যাতে কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে, তার জন্য এদিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওয়াচ টাওয়ারে থাকা বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন বিদ্যুৎকর্মীরা। বর্তমান পরিস্থিতিতে ক্ষোভ প্রকাশ করে আখেরিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সাহিন শেখ বলেন, 'জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। যদিও এই ঘটনা নতুন নয়। দীর্ঘদিন ধরে আখেরিগঞ্জের ভাঙন চলছে। কিন্তু ভাঙন রোধে কোনও কাজ হয় না।'

পদ্মা নদীর ওপারে বাংলাদেশের রাজশাহি জেলা। সেখানে ভাঙন রোধের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হওয়ায় নদীর প্রবাহিত জল ধাক্কা খেয়ে আঘাত হানে আখেরিগঞ্জ এলাকায়। তাতেই বারবার আখেরিগঞ্জ ভাঙনের কবলে পড়ছে বলে স্থানীয়দের বক্তব্য। বর্তমান পরিস্থিতিতে চরম আতঙ্ক তৈরি হয়েছে এলাকায়। বর্তমানে জনবসতি থেকে ছশো মিটার দূরে রয়েছে পদ্মা। ফলে যে কোনও সময় ভাঙনের মুখে গ্রাম চলে যেতে পারে বলে আশঙ্কায় গ্রামবাসীরা। স্থানীয় দীপালি মণ্ডল বলেন, 'ভাঙন তো নতুন নয়। কিন্তু এবার প্রথম আন্তর্জাতিক ওয়াচ টাওয়ার তলিয়ে গেল। আমাদের কাছে ভবিষ্যৎ অস্পষ্ট।'

আগ্রাসী নদী

- পদ্মার ভাঙনের কবলে পাতিবোনার সীমান্ত নির্ণায়ক পরিখা, ওয়াচ টাওয়ার
- ওয়াচ টাওয়ার তলিয়ে যাওয়ায় সীমান্তবর্তী এলাকায় নজরদারিতে সমস্যায় বিএসএফ
- আখেরিগঞ্জ জনবসতি থেকে মাত্র ছয়শো মিটার দূরে পদ্মা, চরম আতঙ্কে গ্রামের মানুষ

ধুলিয়ান-পাকুড় জাতীয় সড়কে ধসে ভোগান্তি

অর্ণব চক্রবর্তী

ধুলিয়ান, ২৬ অগাস্ট : বাংলা ও ঝাড়খণ্ডের যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম ধুলিয়ান-পাকুড় রোড তথা ১১২-এ জাতীয় সড়ক বর্তমানে বেহাল অবস্থায় রয়েছে। পুঁঠিমারি ফিডার ক্যানাল ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় রাস্তার ওই পরিস্থিতি। টানা কয়েকদিনের বৃষ্টিতে রাস্তার একটি বড় অংশ ধসে যাওয়ায় টোটো, লরি সহ বিভিন্ন গাড়ি ঝুঁকিপূর্ণভাবে যাতায়াত করছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রতি বছর বর্ষাতে এভাবেই ধসে যায় রাস্তার একাংশ। ফলে ভারী যানবাহন চলাচলে দারুণ সমস্যার সৃষ্টি হয়।

বাংলা-ঝাড়খণ্ড সংযোগের এই প্রধান রাস্তা বর্তমানে বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। শেখপুরের বাসিন্দা মহম্মদ মাহমুদ শেখ বলেন, 'গত তিন বছর ধরে দেখছি, বর্ষা এলেই এখানে রাস্তা ধসে বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। জাতীয় সড়ক বলে কথা, প্রচুর মালবোঝাই গাড়ি, বাস চলাচল করে। স্টিয়ারিং একটু এদিক-ওদিক হলেই গাড়ি উলটে যায়। এখানে যদি একটা ওভারব্রিজ করা হয়, তাহলে একটা পাকাপাকি সমাধান হবে। নইলে প্রতি বছর কাজ হবে, দুই-তিন মাস বাদে ভেঙে যাবে।' মাহমুদ জানালেন, মঙ্গলবার সকালেই রাস্তার ওই ভাঙা অংশ পাশ কাটাতে গিয়ে টোটো ও বাইকের সংঘর্ষ ঘটে। বাইক আরোহী অল্পের জন্য রক্ষা পান।

স্থানীয় বাসিন্দা শফিকুল আনসারির মন্তব্য, 'রাস্তার ওই অংশের পরিস্থিতি খুবই চিন্তাজনক। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের অবিলম্বে নজর দেওয়া উচিত, নইলে হয়তো এই পথে বাংলা ও ঝাড়খণ্ডের মধ্যে যোগাযোগই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে।'

এই প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট জাতীয় সড়ক ডিভিশনের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার দিগন্ত কুণ্ডু জানালেন, রাস্তার পুরোনো এমব্যাংকমেন্ট তথা বাঁধ সরে যাচ্ছে, ফলে নীচে ধসে যাচ্ছে বারেবারে। তাঁরা বিষয়টি নজরে রেখেছেন। ওই এলাকার স্থায়ী সমাধানের জন্য ডিপিআর রেডি করে টেন্ডার ডাকা হয়েছে। যাবতীয় বিষয় পরীক্ষা করে কাজে হাত দেওয়া হবে।

সমস্যার কারণ

- রাস্তার পুরোনো এমব্যাংকমেন্ট তথা বাঁধ সরে যাচ্ছে
- ফলে নীচে ধসে যাচ্ছে বারেবারে
- প্রতি বছর বর্ষাতে এভাবেই ধসে যায় রাস্তার একাংশ
- সড়ক কর্তৃপক্ষের তরফে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে

বৃষ্টি থেকে বাঁচানোর চেষ্টা। মঙ্গলবার কুমারগঞ্জে। - বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

৭২ ঘণ্টা পরও নিখোঁজ ব্যবসায়ী

মানিকচক, ২৬ অগাস্ট : ৭২ ঘণ্টা কেটে গেলেও এখনও নিখোঁজ মানিকচকের জমি ব্যবসায়ী শেখ আদিল। তবে পুলিশ আদিলের বাড়ি থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে চৌকি মির্জাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি আম বাগান থেকে তাঁর বাইকটি উদ্ধার করেছে। বাইক উদ্ধার হওয়ায় আদিলের স্ত্রীর অপহরণের অভিযোগ জোরালো হল। তিনি নিখোঁজ ব্যবসায়ীর প্রাণহানির আশঙ্কা করছেন।

আদিলের সহযোগী ব্যবসায়ী আবু কায়সার সিদ্দিক ও তাঁর ছেলে অপহরণের নেপথ্যে বলে নিখোঁজ ব্যবসায়ীর স্ত্রীর অভিযোগ। অভিযুক্ত সেই ব্যবসায়ীকেও মঙ্গলবার দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ। অভিযুক্তকে আটক বা গ্রেপ্তার করা হয়েছে নাকি জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, জানতে মানিকচক থানার আইসি সুবীর কর্মকারকে বারবার ফোন ও মেসেজ করা হলেও কোনও সাড়া মেলেনি।

অভিযুক্ত কায়সারের দাবি, নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে এবং মিথ্যা মামলায় তাঁকে ফাঁসাতে আত্মগোপন করেছেন আদিল। গত শনিবার সন্ধ্যায় একটি অচেনা নম্বরের ফোন পেয়ে বাড়ি থেকে বেরোনোর পর নিখোঁজ হন আদিল।

ইটভাটায় চুরি

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৬ অগাস্ট : হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লক এলাকার দেগুন গ্রামের একটি ইটভাটাতে চুরির ঘটনা ঘটল। সোমবার রাতের ঘটনা। ইটভাটার অফিসে থাকা নগদ ৬৫ হাজার টাকা এবং একটি সিসিটিভি ক্যামেরার যন্ত্রাংশ খোয়া গিয়েছে বলে অভিযোগ। ইটভাটার মালিক নবাব শরিফ বলেন, 'সকালে এসে দেখি অফিসঘরের দরজার তালা ভাঙা রয়েছে। আলমারি লন্ডভন্ড অবস্থায় ছিল। ভিতরে রাখা নগদ ৬৫ হাজার টাকার কোনও হদিস মেলেনি।' দুষ্কৃতীরা সিসিটিভি ক্যামেরার যন্ত্রাংশ চুরি করে নিয়ে গিয়েছে বলে তাঁর দাবি। ভালুকা ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়েরের পর পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বিষে মৃত্যু

মালদা, ২৬ অগাস্ট : দক্ষিণ দিনাজপুরের কুশমণ্ডি থানা এলাকার বাসিন্দা এক ব্যক্তির অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। তদন্তকারীদের ধারণা, পারিবারিক অশান্তির কারণে সফিকুল আলম (৩৪) নামে ওই তরুণ গত ২১ অগাস্ট বিষ পান করেন। তাঁকে কুশমণ্ডি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকায় শনিবার তাঁকে মালদা শহরের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় মঙ্গলবার সকাল ৮টা নাগাদ সেখানে ওই তরুণের মৃত্যু হয়। মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। ইংরেজবাজার থানার পুলিশ এঘটনায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে।

প্রতিষ্ঠা দিবস

সামসী, ২৬ অগাস্ট : মঙ্গলবার উত্তর মালদার চাঁচল কলেজের ৫৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস কলেজের এসকেসি হলে পালিত হয়। কলেজের পতাকা উত্তোলন করে, কেক কেটে দিনটি পালন করা হয়। কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক অজিত বিশ্বাস কলেজের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করেন।

সাইকেল বিলি

কুমারগঞ্জ, ২৬ অগাস্ট : কুমারগঞ্জ ব্লকে সবুজ সাথী প্রকল্পের সাইকেল বিলি কর্মসূচি শুরু হল মঙ্গলবার। উপস্থিত ছিলেন বিডিও শ্রীবাস বিশ্বাস, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উমা রায় প্রমুখ। এদিন গোপালগঞ্জ আরএন হাইস্কুলের ২০০ পড়ুয়াকে সাইকেল দেওয়া হয়। ব্লকে ১৮০০ সাইকেল বিলি করা হবে।

বকেয়া ডিএ

প্রথম পাতার পর

তিনি যুক্তি দেন, যে কম্বিনেশনে বেঞ্চে শুনানি হচ্ছে, তা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, বিচারপতি কারোলের বেঞ্চে তাঁর নির্দিষ্ট বিচারপতি গোপাল সুব্রহ্মণিয়াম উপস্থিত ছিলেন না। বদলে ছিলেন বিচারপতি প্রশান্তকুমার মিশ্র। সিবালের যুক্তি শুনে বিচারপতি কারোল মঙ্গলবার আর ডিএ মামলার শুনানি হবে না বলে জানিয়ে দেন। আগামী সোমবার অথবা শুক্রবার শুনানি হতে পারে বলেন তিনি। মামলার তালিকার প্রথম দিকে শুনানি থাকবে বলে তিনি জানান।

কিন্তু রাজ্য সরকারের আইনজীবী কপিল সিবাল অন্য মামলায় তাঁর ব্যস্ততার কারণে পরবর্তী শুনানি ১০ সেপ্টেম্বরের পরে হলে ভালো হয় বলে জানালে আদালত আর পরবর্তী তারিখ ঠিক করেনি। লক্ষ লক্ষ সরকারি কর্মচারীর স্বার্থ জড়িত মামলাটি দিনের পর দিন ঝুলে থাকায় অসন্তোষ ছড়িয়েছে। তবে আশঙ্কা প্রকাশ করলেও কর্মচারী সংগঠনগুলির নেতারা হাল ছাড়তে নারাজ। কর্মচারী পরিষদের দেবাশিস শীলের কথায়, 'আদালতের ওপর ভরসা রয়েছে।' ইউনিটি ফোরামের দেবপ্রসাদ হালদার অবশ্য আশাবাদী। তাঁর বক্তব্য, 'নির্ধারিত বেঞ্চে শুনানি না হওয়ায় সুবিধাই হয়েছে। নির্দিষ্ট বেঞ্চে শুনানি হলে মঙ্গল।' কর্মচারীদের অপর আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য বলেন, ডিএ মামলার শুনানিতে অনেকটাই অগ্রগতি ঘটেছে। কিছু বিষয়ে রাজ্যকে অবস্থান স্পষ্ট করতে হবে।

মাদক পাচারে ধৃত মালদার তরুণ

শিলিগুড়ি, ২৬ অগাস্ট : নাকা চেকিংয়ের সময় মালদা থেকে আসা একটি গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ২ কেজি ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করল ভক্তিনগর থানার পুলিশ। মঙ্গলবার গ্রেপ্তার করা হয়েছে ওই গাড়িচালককে। ধৃত রেজাউল শেখ মালদার সুজাপুরের বাসিন্দা।

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ সূত্রে খবর, গত এক বছরে মাদক পাচারের অভিযোগে মালদা-যোগ থাকা ৮০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে আগেও বেআইনি কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকার অভিযোগ ছিল। কিন্তু রেজাউলের বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের কাছে অপরাধমূলক কাজের কোনও রেকর্ড নেই। তদন্তকারীদের সন্দেহ, তবে কি পাচারচক্রের মাথারা পুলিশের চোখে ধুলো দিতে নতুন মুখের ব্যবহার শুরু করেছে? বিস্তারিত তথ্য জানতে ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। ধৃতকে বুধবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হবে।

শহর শিলিগুড়িতে বিপুল পরিমাণ ব্রাউন সুগার ঢোকে মুর্শিদাবাদ ও মালদার বিভিন্ন এলাকা থেকে। বিভিন্ন মামলার তদন্ত চলাকালীন মালদার কালিয়াচক ও সংলগ্ন জায়গার নাম সামনে এসেছে। এক পুলিশকর্তার কথায়, 'প্রতিমাসে মাদক পাচার করতে এসে মালদার ২ থেকে ৩ জন ধরা পড়ছে। বেশ কয়েকজন অভিযুক্তের মুখ পুলিশ মহলে পরিচিত। তবে এই ঘটনায় ধৃত একেবারেই নতুন।'

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এদিন সকাল থেকে ইস্টার্ন বাইপাসে নাকা চেকিং শুরু করে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। একটি গাড়িতে তল্লাশির সময় চালকের পাশের সিটের নীচের অংশে থাকা ব্যাগটি নজরে পড়ে। চালককে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারে, তাঁর নাম রেজাউল শেখ। সুজাপুর থেকে একাই গাড়িটি নিয়ে আসছিলেন। ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন এলাকায় ওই মাদক হাতবদলের পরিকল্পনা ছিল। তারপর মাদক ছড়িয়ে যেত শহরে। অভিযুক্তের সঙ্গে কোনও বড় মাদকচক্রের যোগ রয়েছে কি না, সেটি জানার চেষ্টা চালাচ্ছেন তদন্তকারীরা। শিলিগুড়ির ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং জানালেন, কার থেকে অভিযুক্ত মাদক নিয়েছিল, কাকে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল ইত্যাদি তথ্য জানতে তদন্ত চলছে।

ডেটা ব্যাংক

প্রথম পাতার পর

যে কারণে ভাড়াটিয়া সম্পর্কে পুলিশের তথ্য সংগ্রহে এত তৎপরতা। বাড়ির মালিকদের ভাড়াটিয়া সম্পর্কিত তথ্য থানায় জমা করা বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্ত। ইংরেজবাজার থানার আইসি সঞ্জয় ঘোষ বলছেন, ভাড়াটিয়াদের তথ্য থানায় জমা করা প্রতিটি বাড়ির মালিকের কর্তব্য। কারণ ভাড়াটিয়া হিসেবে অপরাধ জগতের মানুষ শহরে থাকতে পারে। পুলিশের কাছে তথ্য থাকলে দ্রুত চিহ্নিত করে ফেলা সম্ভব। ফলে শহর সুরক্ষিত থাকবে।'

পুলিশের এমন সিদ্ধান্তকে শহরের অনেকেই স্বাগত জানাচ্ছেন। প্রান্তপল্লি এলাকার বাসিন্দা বিকাশ সাহা বলেন, 'শহরের প্রতিটি পাড়ায় প্রচুর ভাড়াটিয়া রয়েছেন। অধিকাংশই স্থানীয়দের সঙ্গে মেলামেশা করেন না। তাঁরা কী করেন, কোথায় যান, প্রতিবেশীরা জানতে পারেন না। নিরাপত্তার প্রশ্নে ভাড়াটিয়াদের তথ্য পুলিশের রাখা প্রয়োজন।' শহরের ঝলঝলিয়া দেশবন্ধুপাড়ার বাসিন্দা মৃন্ময় দাসের বক্তব্য, 'দুষ্কৃতী কার্যকলাপে যুক্তরা যে শহরে আত্মগোপন করে থাকে, তা স্পষ্ট হয়েছে বাবলা সরকার খুনে। দুষ্কৃতীরা নিশ্চয় শহরে বহু আগে থেকে আস্তানা গেড়েছিল। হোটেলে ছিল না নিশ্চয়। কারও বাড়িতে ভাড়াটিয়া হিসেবে ছিল নিশ্চয়। পুলিশের কাছে ভাড়াটিয়াদের তথ্য থাকলে অপরাধও কমবে।' পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরীর বক্তব্য, 'পুরসভায় এমন ডেটা ব্যাংক নেই। শহরকে সুরক্ষিত রাখতে পুলিশের উদ্যোগ অত্যন্ত ভালো।'

হাঁসের ছানা

প্রথম পাতার পর

ক্ষুব্ধ বাসিন্দা নিভা মণ্ডল বলেন, 'সকাল থেকে লাইনে দাঁড়িয়েও হাঁসের ছানা পাইনি। সমস্ত হাঁসের ছানা বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে বলে জানতে পারছি। আমরা এর বিচার চাই।' মামণি সরকার নামে এক সুবিধাভোগী বলেন, 'হাঁসের ছানা নিতে এসে চরম হয়রানির শিকার হতে হয়েছে।'

কাল হল একরত্তির

প্রথম পাতার পর

সদ্যোজাতকে ফেলে রেখে চলে যায়। যে কারণে হাসপাতাল থেকে ছুটির পর প্রায় এক মাস বাপের বাড়িতে থাকতে হয়েছে তাঁকে। বাপের বাড়ির লোকজন শ্বশুরবাড়িতে কথা বলে তাঁকে সেখানে পাঠান। প্রিয়াংকার অভিযোগ, রাহুল প্রায় সময়ই মেয়েকে মেরে দেওয়ার কথা বলত। কেন কন্যাসন্তান হল, তার জন্য তাঁকে মারধর করা হত। স্বামীর পাশাপাশি দেওর, শ্বশুর মারধর করত বলে তাঁর অভিযোগ।

সোমবার রাত ৯টা নাগাদ ভিডিও কল করে নাতনিকে দেখেন প্রিয়াংকার মা সহ ওই বাড়ির কয়েকজন। এরপরই মেয়েকে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেন প্রিয়াংকা। তাঁর দাবি, রাত দেড়টার সময়ও বেঁচে ছিল মেয়ে। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখেন মেয়ে নড়াচড়া করছে না। শরীর ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে রাহুল সহ শ্বশুরবাড়ির লোকদের জানান। এরপরই প্রতিবেশীদের সঙ্গে নিয়ে রাহুল ও তিনি মেয়ে নিয়ে হাসপাতালে আসেন। জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক শিশুটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে জানিয়ে দেন অন্তত চার ঘণ্টা আগে শ্বাসরোধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে শিশুটির, দাবি প্রিয়াংকার। এর পরেই রাহুলকে সন্দেহ হয় তাঁর এবং তিনি স্বামীকে আটকে রাখার জন্য স্থানীয়দের বলেন। স্থানীয়রা রাহুলকে আটকে স্থানীয় হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পে জানান। ক্যাম্পের পুলিশ রাহুলকে আটক করে। ততক্ষণে প্রিয়াংকার বাপের বাড়ি এবং শ্বশুরবাড়ির লোকেরা হাসপাতালে চলে আসেন। দুই পক্ষের মধ্যে বচসা শুরু হলে শিলিগুড়ি থানায় খবর দেওয়া হয়। থানা থেকে পুলিশ এসে দুই পক্ষকে সরিয়ে দেয় এবং রাহুলকে নিয়ে যায়। এরপর স্বামীর বিরুদ্ধে ভক্তিনগর থানায় খুনের লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন প্রিয়াংকা। অভিযোগের ভিত্তিতে ভক্তিনগর থানার পুলিশ রাহুলকে গ্রেপ্তার করে। তবে ভাইয়ের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেন রাহুলের দিদি পুষ্পা মাহাতো। তাঁর দাবি, 'আমার ভাই শিশুকে খুন করেনি। ওকে ফাঁসানো হচ্ছে। অসুস্থ হয়েই শিশুর মৃত্যু হয়েছে।'

তরুণের ঝুলন্ত দেহ

কালিয়াগঞ্জ, ২৬ অগাস্ট : পরকীয়া সম্পর্কের জেরে এক তরুণের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল কালিয়াগঞ্জে। মঙ্গলবার সকালে তাঁর নিজের ঘরে গলায় গামছা জড়ানো ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৃতের নাম সোমনাথ বর্মন। বয়স ২৪ বছর। তিনি শহরের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের মজলিশপুর এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, এক বছর আগে মৃতের স্ত্রী বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিলেন। বাড়িতে তাঁদের ছয় বছরের সন্তান রয়েছে। পরবর্তীতে সোমনাথ বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। পরিবারের দাবি, বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের টানাপোড়েনের জেরেই তরুণ আত্মহত্যা করেছেন। এ নিয়ে কালিয়াগঞ্জ থানার আইসি দেবব্রত মুখোপাধ্যায় বলেন, 'দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।'

বোমা উদ্ধার

সামশেরগঞ্জ, ২৬ অগাস্ট : আম বাগান থেকে উদ্ধার হল ৩০টি তাজা বোমা। মঙ্গলবার দুপুরে সামশেরগঞ্জের জোতকাসি গাম্বারতলা আম বাগান থেকে তিনটি জারে রাখা এই বোমাগুলি উদ্ধার করা হয়। এদিকে, এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ পৌঁছে ওই এলাকাটি ঘিরে রাখে।

নদীপাড়েই পড়ে ২ ঘণ্টা

প্রথম পাতার পর

নৌকা না পেয়ে অগত্যা রোগীকে নিয়ে নদীর ঘাটেই দীর্ঘক্ষণ বসে থাকতে হয় পরিজনদের। শেষে ফোনে খবর পাঠিয়ে পাশের বিশাহার গ্রাম থেকে মাঝিকে ডেকে আনা হয়। প্রায় দুই ঘণ্টা পর নৌকা নিয়ে এসে রোগীকে নদী পার করানো হয়। তারপর কুলিক, মহানন্দা ও নাগর নদীর সংগমস্থল পেরিয়ে গোরাহার ঘাটে পৌঁছাতে আরও কিছুটা সময় নষ্ট হয়। ফলে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই রুদ্রনারায়ণ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন বলে অভিযোগ পরিবারের।

হাসপাতালের মর্গ চত্বরে দাঁড়িয়ে মৃত তরুণের কাকা যামিনী রায় বলেন, 'সেতু থাকলে আমার ভাইপোকে এভাবে অকালে প্রাণ দিতে হত না। বিকেল সাড়ে পাঁচটার পর নদী পারাপারের একমাত্র নৌকা বন্ধ হয়ে যায়। ভাইপোকে নিয়ে দুই ঘণ্টা নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে। তারপর মাঝি এপারে এসে নৌকা লাগালেও হাসপাতালে পৌঁছাতে অনেক দেরি হয়ে যায়।'

স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান কমল সিংহও একই দাবি তুলে বলেন, 'নদীতে একটা সেতু থাকলে এতটা সময় নষ্ট হত না। অকালে মৃত্যুও হত না ওই তরুণের। এলাকার মানুষ দীর্ঘদিন ধরেই এখানে একটা সেতু চাইছেন।'

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, সেতু না থাকায় এর আগেও হাসপাতালে সঠিক সময়ে পৌঁছাতে না পেরে একাধিক মুমূর্ষু রোগীর মৃত্যু হয়েছে। সম্প্রতি গ্রামের বাসিন্দা সাদ্দাম হোসেন নামে ১২ বছরের এক কিশোরের মৃত্যু হয় সময়ে হাসপাতাল পৌঁছাতে না পারার কারণেই। স্থানীয় বাসিন্দা তমাল রায় বলেন, 'ভোট আসে, ভোট যায়। নেতা-মন্ত্রীদের প্রতিশ্রুতিও শুনি। কিন্তু সেতু আর হয় না। প্রতিবছর কত প্রসূতির যে মৃত্যু হয়, তার হিসাব নেই।'

ছেলের মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছেন রুদ্রনারায়ণের বাবা ভূপেন্দ্রনাথ রায়। তাঁর কথায়, 'ছেলের বিয়ে ঠিক হয়ে ছিল। আশীর্বাদও হয়ে গিয়েছিল। আচমকা এভাবে যে সর্বনাশ নেমে আসবে, তা ভাবতেও পারছি না। আসলে একটা সেতু থাকলে আমার ছেলেকে এভাবে বেঘোরে মরতে হত না।'

ভিনরাজ্যে ভয়

প্রথম পাতার পর

তাই তাঁর আশঙ্কা, 'বাংলায় কথা বলি। বাংলায় কথা বললেই তো হেনস্তা করছে। তাই দিল্লি থেকে পুজোর ঢাক বাজানোর ডাক এলেও যাচ্ছি না। বাড়ির লোকেদেরও আপত্তি আছে।'

দিল্লিতে গেলে চারদিনের ঢাক বাজিয়ে ৩০-৪০ হাজার টাকা আয় হয়। মুম্বই গেলে আরও বেশি। আর স্থানীয় ক্লাবে বাজিয়ে মেলে ৬ থেকে ৭ হাজার টাকা। কয়েকগুণ বেশি উপার্জনের পথটাই বন্ধ। আলিপুরদুয়ারের পলাশবাড়ির চরের বাসিন্দা, পেশায় ঢাকি সুজিত ঢাকি বলছিলেন, 'এবার বাইরের কোনও রাজ্য থেকেই আমাদের ঢাক বাজানোর জন্য কেউ বলেনি। তবে শহরের কিছু পুজো কমিটি থেকে বাজানোর জন্য বলেছে। কম টাকা পেলেও একদম ঘরে বসে তো থাকা যায় না।'

স্থানীয় ঢাকিরা তো বাইরে চলে যান অন্যান্যবার। তপন সরকারের মতো আলিপুরদুয়ার শহরের পুজো কমিটির সদস্যরা ভরসা করেন বাইরে থেকে আসা ঢাকিদের ওপর। এবার পরিস্থিতি অন্য। তপন বলছিলেন, 'এবছর আমরা স্থানীয় ঢাকিকেই পুজোয় বায়না দিয়েছি।'

কম টাকায় নিজের এলাকায় বাজালে কি আর খুশির বোল ফুটবে সুধীর-শ্যামলের ঢাকে?

জীবনের দুর্নীতির জাল

প্রথম পাতার পর

তিনি বলেন, 'বারবার ওকে সতর্ক করেছিলাম। সেসব কথা কানে তোলেনি। বরং পরিস্থিতি এমন হয় যে, আমাকেই নিজের বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হয়। আমি চাই, ওর শাস্তি হোক। না হলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি আমার। আমাকে প্রাণে মারার হুমকিও দিয়েছে ও।'

বিধায়ক ও তাঁর স্ত্রীর অ্যাকাউন্টে দফায় দফায় ৪৬ লক্ষেরও বেশি টাকা জমা পড়ার প্রমাণ আছে ইডি'র হাতে। একজন স্কুল শিক্ষক বিধায়কের পরিবারের অ্যাকাউন্টে এত টাকার উৎস খুঁজতে গিয়ে চাকরি বিক্রির চক্রে তাঁর যোগসাজশের খোঁজ পায় ইডি। ২০২০ সালের ২ সেপ্টেম্বর থেকে ১৪ ডিসেম্বরের মধ্যে প্রায় ২৬ লক্ষ টাকা তাঁর স্ত্রীর অ্যাকাউন্টে এসেছে। স্ত্রী ইডি'র কাছে স্বীকার করেছেন, তাঁর স্বামী এই টাকা জমা করেছেন। জীবনকৃষ্ণের বাবার অ্যাকাউন্টেও টাকা জমা পড়েছে। সেই টাকা বিধায়কেরই বলে তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন। জীবনকৃষ্ণ নিজের ও অন্য বেশ কয়েকজনের নামে সম্পত্তি কিনেছিলেন। এর মধ্যে তাঁর আত্মীয়রাও রয়েছেন। বেশিরভাগ সম্পত্তি নগদে কেনা হয়েছিল। ছেলের অধঃপতনের জন্য নিজের বোন মায়ারানি সাহাকেও দায়ী করেছেন বিধায়কের বাবা। মায়া আবার বীরভূমের সাঁইথিয়া পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলার। পিসির আশকারাতেই জীবন অনৈতিক কাজ করতেন বলে বিশ্বনাথের অভিযোগ। তবে মায়ারানি সেই অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, 'জীবন আমার ভাইপো। কিন্তু ও কী করেছে বলতে পারব না।'

কিন্তু বিশ্বনাথের বক্তব্য, হাতে ক্ষমতা পাওয়ার পরই বদলে গিয়েছিলেন তাঁর ছেলে। ভয় দেখিয়ে জমি দখল করতেন, পারিবারিক সম্পত্তি গ্রাস করেছেন। জীবনের মোবাইল দুটোর পাসওয়ার্ড প্রথমে দিতে না চাইলেও পরে দিয়েছেন বলে ইডি সূত্রে খবর।

আগ্রাসনে সিরাজের গুরু বিরাটই

সাফল্যের নেপথ্যে বুমরাহহীন বোলিংয়ের 'দায়িত্ব'

হায়দরাবাদ, ২৬ অগাস্ট : জসপ্রীত বুমরাহ না থাকলে বাড়তি সফল মহম্মদ সিরাজ!

গত ইংল্যান্ড সফরে যে প্রশ্নটা বারবার উসকে দিয়েছে। এদিন যে রহস্যের হদিস দিলেন স্বয়ং সিরাজই। ইংল্যান্ডে বুমরাহর অনুপস্থিতিতে এজবাস্টন ও ওভালে টেস্ট জেতে ভারত। জয়ের অন্যতম নায়ক সিরাজ দুই ম্যাচে নেন যথাক্রমে ৭ ও ৯টি উইকেট। শুধু পরিসংখ্যান নয়, পেস ব্রিগেডকে নেতৃত্ব দেওয়ার পাশাপাশি প্রতিপক্ষ ব্যাটারদের ওপর দাপট দেখিয়েছেন।

বুমরাহর অনুপস্থিতিতে যে সাফল্য প্রসঙ্গে সিরাজের যুক্তি, যখন কাঁধের ওপর বাড়তি দায়িত্ব থাকে, গুরুত্বপূর্ণ কোনও সিরিজের চ্যালেঞ্জ থাকে, সেরাটা বেরিয়ে আসে। হায়দরবাদ এক্সপ্রেস আরও বলেছেন, 'দায়িত্বটা যেমন উপভোগ করি, তেমনই আমাকে অনুপ্রাণিতও করে। জসসি ভাই চোটআঘাত ও ওয়ার্কলোডের কারণে সব ম্যাচ খেলেনি। ওর অনুপস্থিতিতে চেষ্টা করেছি বোলিংয়ে ইতিবাচক মানসিকতা ধরে রাখতে। আকাশ দীপ সহ দলের বাকি বোলারদের মধ্যে সেই বিশ্বাসটা ছড়িয়ে দেওয়া চেষ্টা করেছি।'

> বিরাটভাইয়ের থেকে শিখেছি, মাঠে প্রতিপক্ষ হল শত্রু। মাঠের বাইরে বন্ধুত্ব ঠিক আছে, কিন্তু মাঠে ঠিক উলটো। আমিও তা অনুসরণ করি। বোলিংয়ের মধ্যে সেই ঝাঁঝটাই বের করে আনি। আর আগ্রাসনটাই আমাকে ভালো বোলিংয়ের রসদ জোগায়। -মহম্মদ সিরাজ

সমালোচকদের মুখ বন্ধ করার খুশিও আড়াল করলেন না। অস্ট্রেলিয়া সফরের পর ইংল্যান্ড সফরে প্রথম টেস্টে বুমরাহর অনবদ্য বোলিংয়ের পাশে অনেকটা ফিকে ছিলেন সিরাজ। নিন্দুকরা যা নিয়ে খোঁচা মারতে ছাড়েনি। রাখঢাক না করে যে প্রসঙ্গে বলেছেন, 'এজবাস্টনে নিজেকে বলেছিলাম, অনেকে অনেক কথা বলছে, এবার সবাইকে চুপ করাতে হবে। কখন, কোন পরিস্থিতি কী করণীয় বুঝি। অনেক লড়াই করে এখানে এসেছি। সবাই তা বুঝবে না।'

নতুন গাড়ি কিনে খোশমেজাজে মহম্মদ সিরাজ।

দুরন্ত বোলিংয়ের পাশাপাশি প্রতিপক্ষের সঙ্গে মেঠো যুদ্ধেও গোটা সফরে শিরোনামে ছিলেন মহম্মদ সিরাজ। এক্ষেত্রে বিরাট কোহলি না থাকলেও, তাঁর পতাকা কার্যত বইতে দেখা গিয়েছে। সিরাজের কথায়, মাঠে প্রতিপক্ষ সবসময় শত্রু। বিরাট কোহলির থেকে যা শিখেছেন। ইংল্যান্ড সফরে মাঠে তারই প্রয়োগ করেছেন।

শুভমান গিলের অন্যতম সেরা পেস অস্ত্র বলেছেন, 'মূলত বিরাটভাইয়ের থেকে শিখেছি, মাঠে প্রতিপক্ষ হল শত্রু। মাঠের বাইরে বন্ধুত্ব ঠিক আছে, কিন্তু মাঠে ঠিক উলটো। আমিও তা অনুসরণ করি। বোলিংয়ের মধ্যে সেই ঝাঁঝটাই বের করে আনি। আর আগ্রাসনটাই আমাকে ভালো বোলিংয়ের রসদ জোগায়। আরসিবি-তে দীর্ঘদিন খেলেছি। কোহলির সঙ্গে আমার সম্পর্কও বেশ ভালো। ওকে দেখেছি। বুঝেছি একজন ফাস্ট বোলারের আগ্রাসন থাকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ।'

ফেরার জন্য প্রস্তুত, আশ্বস্ত করলেন সূর্য

বেঙ্গালুরু, ২৬ অগাস্ট : রিহ্যাব এখনও জারি। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের বেঙ্গালুরুস্থিত সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে চলছে ফিটনেস নিয়ে শেষ তুলির টান দেওয়ার কাজ। সঙ্গে জারি ব্যাটিং অনুশীলনও। অপেক্ষা এবার এশীয় যুদ্ধে নামার। তার প্রাক্কালে সমর্থকদের আশ্বস্ত করে সূর্য জানিয়ে দিলেন, রুটিনমাফিক সব কিছু ঠিকঠাক চলছে। মানসিক ও শারীরিকভাবে তৈরি মাঠে ফেরার জন্য।

বিসিসিআইয়ের পোস্ট করা ভিডিওতে সূর্য বলেছেন, 'খুব ভালো অনুভূতি। গত ছয় সপ্তাহের রুটিনমাফিক সবকিছু চলছে। ভালো লাগছে। আমি প্রস্তুত মাঠে ফেরার জন্য।' ৪ সেপ্টেম্বর এশিয়া কাপের জন্য দুবাইগামী বিমানে উঠবে ভারতীয় দল। দিন চারেকের প্রস্তুতি সেরে ১০ সেপ্টেম্বর অভিযান শুরু। যে অভিযানে অধিনায়ক সূর্যর ফিট থাকা গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় দলের দৃষ্টিভঙ্গিতে।

জার্মানিতে হার্নিয়া অস্ত্রোপচারের পর বোর্ডের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে রিহ্যাবের অভিজ্ঞতাও ভাগ করে নিলেন সমর্থকদের সঙ্গে। ভারতের টি২০ দলনায়ক বলেছেন, 'দুরন্ত ব্যবস্থা। জিম, ফিটনেস ট্রেনিংয়ের সরঞ্জাম, মাঠ, সহকারী স্টাফ-সবমিলিয়ে দুর্দান্ত। ৩০-৩৫ জন একসঙ্গে শারীরিক কসরত করি জিমে। শুধু রিহ্যাব নয়, খেলোয়াড়রা প্র্যাকটিসের জন্য সেন্টার অফ এক্সেলেন্সকে বেছে নিলেও লাভবান হবে। ৬০-৭০টি প্র্যাকটিস উইকেট! গোটা তিনেক মাঠ। তার সঙ্গে অবিশ্বাস্য সুযোগ-সুবিধা। নিঃসন্দেহে আমার দেখা সেরা।'

পোষ্যের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন সূর্যকুমার যাদব।

গম্ভীরের 'আশ্বাস' ভরসা ধ্রুবর

> ওর সঙ্গে থাকলে বাড়তি উদ্দীপনা কাজ করে। তাগিদ অনুভূত হয়। যখন হাডলে কিছু বলে, প্রত্যেকের মধ্যে ইতিবাচক মানসিকতা সঞ্চারিত হয়। ব্যক্তিগতভাবে আমাকে বলেছেন, যখনই প্রয়োজন হবে নিঃসংকোচে যেন ফোন করি।
>
> **ধ্রুব জুরেল** (গৌতম গম্ভীর সম্পর্কে)

এদিকে, এশিয়া কাপের দলে জায়গা না পেলেও হেডকোচ গৌতম গম্ভীরের আশ্বাস ভরসা জোগাচ্ছে ধ্রুব জুরেলকে। জিতেশ শর্মা, জুরেলের মধ্যে লড়াই ছিল। শেষপর্যন্ত দ্বিতীয় উইকেটকিপার-ব্যাটার হিসেবে জিতেশ অগ্রাধিকার পায়। তবে বাদ পড়লেও গম্ভীরের পরামর্শ, পাশে থাকার বার্তা ভরসা জোগাচ্ছে জুরেলকে।

এদিন এক সাক্ষাৎকারে গম্ভীরকে নিয়ে উইকেটকিপার-ব্যাটার বলেছেন, 'ওর সঙ্গে থাকলে বাড়তি উদ্দীপনা কাজ করে। তাগিদ অনুভূত হয়। যখন হাডলে কিছু বলে, প্রত্যেকের মধ্যে ইতিবাচক মানসিকতা সঞ্চারিত হয়। ব্যক্তিগতভাবে আমাকে বলেছেন, যখনই প্রয়োজন হবে নিঃসংকোচে যেন ফোন করি। সবসময় তোমার পাশে আছি। শুধু মাথা ঠিক রেখে পরিশ্রম করে যাও। ভারতীয় দলের হেডকোচ যখন এই কথা বলে, আত্মবিশ্বাস জোগাতে বাধ্য।'

কেরল ক্রিকেট লিগে বিধ্বংসী অর্ধশতরানের পর সঞ্জু স্যামসন।

এক বলে ১৩ সঞ্জুর

কোচি, ২৬ অগাস্ট : ভারতীয় দলের এশিয়া কাপের স্কোয়াডে ফিরেছেন শুভমান গিল। তিনি দলের সহ অধিনায়কও বটে। ফলে প্রথম একাদশে শুভমান খেললে কোপ পড়তে পারে সঞ্জু স্যামসনের উপর। অন্তত প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটারদের মত তেমনই। এই পরিস্থিতিতে নিজের স্বপক্ষে কড়া সওয়াল করে চলেছেন ৩০ বছরের সঞ্জু।

মঙ্গলবার কেরল ক্রিকেট লিগে কোচি ব্লু টাইগার্সের হয়ে সঞ্জু ৪৬ বলে ৮৯ রান করলেন। ইনিংস সাজানো ৪ বাউন্ডারি এবং ৯টি ছক্কায়। এর মধ্যে পঞ্চম ওভারে এক বলে ১৩ রান তুললেন তিনি। ত্রিশুর টাইটান্সের সিজোমন জোসেফকে নো বলে ছক্কা মারেন। ফ্রি হিটের বলও পাঠান বাউন্ডারির বাইরে। রবিবার মিডল অর্ডারে নেমে ৫১ বলে ১২১ রানের ম্যাচ জেতানো ইনিংস খেলেছিলেন। প্রথমে অর্ধশতরান করেন ১৬ বলে। তারপর তিন অঙ্কে পা রাখেন ৪২ বলে।

এশিয়া কাপের আগে সঞ্জুর এমন দুরন্ত ফর্ম নিঃসন্দেহে ভালো মাথাব্যথার কারণ হতে চলেছে গৌতম গম্ভীরদের জন্য।

কোহলির সাফল্যের নেপথ্যে পূজারা : অশ্বীন

চেন্নাই, ২৬ অগাস্ট : গত অস্ট্রেলিয়া সফরের মাঝে রবিচন্দ্রন অশ্বীনের অবসর চমকে দিয়েছিল। চমক বাড়িয়ে টেস্টকে গুডবাই জানিয়েছেন বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা। রেশ বজায় রেখে গত রবিবার অবসর গ্রহে চেতেশ্বর পূজারাও। দীর্ঘদিনের যে সতীর্থকে এদিন প্রশংসায় ভরিয়ে অশ্বীনের দাবি, বিরাট কোহলির সাফল্যে পূজারার অবদান অনস্বীকার্য।

নিজের ইউটিউব চ্যানেলে অশ্বীন দাবি করেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ক্রিজে পড়ে থেকে বোলারদের ক্লান্ত করে দিতেন পূজারা।

দাবি মেনে নিচ্ছেন বিরাটও!

নিখুঁত রক্ষণে হতাশা বাড়াতেন প্রতিপক্ষের। বিরাট সহ পরবর্তী ব্যাটাররা যার সুবিধা পেয়েছে। অশ্বীন বলেছেন, 'তিন নম্বর পজিশনে পূজারার অবদান অনস্বীকার্য। ওর উপস্থিতি বিরাট কোহলিকে সাফল্য পেতে সাহায্য করেছে। বিরাটের বড় স্কোর, প্রচুর রানের পিছনে ছিল পূজারা। একটা উদাহরণ তুলে ধরছি। ওয়ান্ডারার্সে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের শেষ টেস্ট। বিপজ্জনক পিচ। ৫৩ বল খেলে প্রথম রান করে পূজারা। নতুন বল সামলে পরবর্তী ব্যাটারদের জন্য মঞ্চ তৈরি করে দিয়েছিল।'

সিম্ফোনির সঙ্গে পূজারার ব্যাটিংকে তুলনা করেছেন অশ্বীন। বলেছেন, 'ও এমন একজন ছিল, যখন ব্যাট করত, সিম্ফোনির মতো লাগত। আপনারা হয়তো বিরাটের কভার ড্রাইভের এডিট করা রিল দেখেছেন। কিংবা রোহিতের পুল শট, ধোনির হেলিকপ্টার শট। কিন্তু পূজারার রক্ষণ ছিল যথার্থ অর্থেই সুরমূর্ছনা। ও হল ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেটের কিংবদন্তি। কারও চেয়ে ওর অবদান কোনও অংশে কম নয়। সে বিরাট, রোহিত বা অন্য যে কেউ হতে পারে।'

অশ্বীনের যে দাবিতে সিলমোহর দিয়েছেন স্বয়ং বিরাট কোহলিও। রবিবার অবসর নিয়ে সতীর্থ পূজারার উদ্দেশে ইনস্টাগ্রামে কোহলি লিখেছেন, 'ধন্যবাদ পুজি। চার নম্বর পজিশনে আমার কাজটা তুমি অনেক সহজ করে দিয়েছিলে। অসাধারণ কেরিয়ার। অভিনন্দন তোমাকে। আগামীর জন্য অনেক শুভেচ্ছা।'

এই ছবি পোস্ট করে চেতেশ্বর পূজারাকে কৃতজ্ঞতা জানালেন বিরাট কোহলি।

টি২০ যুগে স্ট্রাইক রেট নয়, নিখুঁত ব্যাটিংকে বরাবর অগ্রাধিকার দিয়েছেন পূজারা। পুরোনো স্কুল ঘরানার কপিবুক ক্রিকেটে বিশ্বাসী। যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ধৈর্য, দায়বদ্ধতা, একাগ্রতা। পূজারার বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে কার্যত সেই পুরোনো পরম্পরারও অবসান হল। লম্বা ইনিংস খেলার অভ্যাসটা তৈরি হয় অনূর্ধ্ব পর্যায়ে খেলার সময় থেকে। পূজারার কথায়, সৌরাষ্ট্র তখন কিছুটা কমজোরি দল। বাড়তি দায়িত্ব থাকত ইনিংস টেনে নিয়ে যাওয়ার।

পূজারা বলেছেন, 'যখন সৌরাষ্ট্রের হয়ে শুরু করি, তখন আমরা কিছুটা কমজোরি ছিলাম। আমি সেঞ্চুরি করার পরও তা যথেষ্ট হত না অনেক সময়ই। তখন থেকে ইনিংসকে যথাসম্ভব দীর্ঘ করার প্রয়াস থাকত। ১০০ থেকে ১৫০, ২০০ এমনকি ৩০০-ও টার্গেট করতাম। এভাবেই ধৈর্য ধরে ক্রিজে টিকে থাকার অভ্যাস, শৃঙ্খলা তৈরি হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে সিনিয়ার রনজি দল, টেস্ট ক্রিকেটে আমাকে যা ভীষণভাবে সাহায্য করেছে।'

নেইমারকে ছাড়া দল ঘোষণা ব্রাজিলের

ব্রাসিলিয়া, ২৬ অগাস্ট : জাতীয় দলে ফেরার অপেক্ষা বাড়ল ব্রাজিলিয়ান তারকা নেইমারের।

সোমবার বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের জন্য ২৩ জনের দল ঘোষণা করেছেন ব্রাজিল কোচ অ্যান্সেলোত্তি। সেই দলে স্থান হয়নি নেইমারের। গত সপ্তাহে তাঁর পায়ে সামান্য চোট লেগেছিল। সেই কারণেই নেইমারকে দলে রাখেননি ব্রাজিল কোচ।

ব্রাজিলিয়ান তারকা নেইমার ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসের পর থেকে জাতীয় দলের হয়ে কোনও ম্যাচ খেলেননি। প্রায় হাজার দিন ধরে জাতীয় দলের বাইরে তিনি। যদিও কোচ অ্যান্সেলোত্তি বলেছেন, 'নেইমারের আলাদা করে কিছু প্রমাণ করার নেই। সবাই জানে, ও কত বড় ফুটবলার। নেইমার সম্পূর্ণ ফিট হয়ে জাতীয় দলে ফিরবে এবং বিশ্বকাপে নিজের সেরাটা দেবে।'

নেইমার ছাড়াও ব্রাজিল দলে স্থান হয়নি রিয়াল তারকা ভিনিসিয়াস জুনিয়ার ও রডরিগোর। আগেই অবশ্য অ্যান্সেলোত্তি জানিয়েছিলেন, ভিনিকে তিনি বিশ্রাম দেবেন। ঘোষিত ব্রাজিল দলে দীর্ঘদিন পরে প্রত্যাবর্তন হয়েছে লুকাস পাকুয়েতার। এছাড়াও বর্ষীয়ান মিডিও ক্যাসেমিরো ও চেলসির তরুণ স্ট্রাইকার এস্টেভাও দলে স্থান পেয়েছেন।

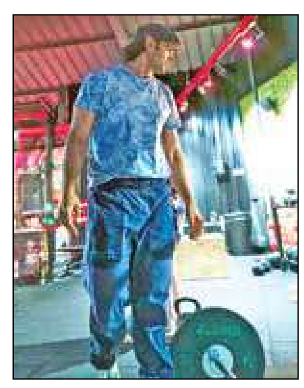

ফিটনেস ট্রেনিংয়ে নীরজ চোপড়া।

রাহুলের পাঁচের পর ব্যাটিং ধস বাংলা দলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ অগাস্ট : বল হাতে রাহুল প্রসাদ পাঁচ উইকেট নিলেন। তাঁকে সাহায্য করলেন আমির গনি ও বিশাল ভাট্টি। দুইজনই দুইটি করে উইকেট নিয়েছেন। বোলারদের দাপটে চেন্নাইয়ে চলতি বুচিবাবু প্রতিযোগিতার গ্রুপ পর্বের তিন নম্বর ম্যাচে আজ ২০৩ রানে তামিলনাড়ুকে অল আউট করে দেয় বাংলা। তারপরও প্রথম দিনের শেষে ব্যাটিং ধসে ৫৮/৪ স্কোরে বাংলা রীতিমতো ব্যাকফুটে। অধিনায়ক অনুষ্টুপ মজুমদারকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। তাঁর পরিবর্তে নেতৃত্বের দায়িত্ব পেয়েছেন অভিষেক পোড়েল। ব্যাট হাতে আপাতত অভিষেকই দলের ভরসা। মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে শতরান করা আদিত্য পুরোহিত, সুদীপকুমার ঘরামিদের কেউই রান পাননি আজ।

বুচিবাবু

এদিকে, টিম ইন্ডিয়ার কক্ষপথ থেকে ছিটকে যাওয়া রুতুরাজ গায়কোয়াড় শতরান করলেন। হিমাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্রের অধিনায়ক রুতুর ব্যাট থেকে এল ১৩৩ রান। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে আসন্ন টেস্ট সিরিজের জন্য নির্বাচকদের বার্তা দিয়ে রাখলেন সরফরাজ খানও। ১১১ রানের ইনিংসে হরিয়ানার বিরুদ্ধে মুম্বইকে ৮৪/৪ স্কোর থেকে টেনে তোলেন তিনি।

রুটের উইকেট ভুলতে পারবেন না আকাশ

বেঙ্গালুরু, ২৬ অগাস্ট : প্রথম ইনিংসে পেয়েছিলেন চার উইকেট। দ্বিতীয় ইনিংসে ছয়। ম্যাচে মোট দশ উইকেট।

ভারত অধিনায়ক শুভমান গিল দুই ইনিংসে শতরান না করলে হয়তো এজবাস্টন টেস্টের ম্যান অফ দ্য ম্যাচ তিনিই হতেন। শেষ পর্যন্ত ম্যাচের সেরা হওয়া হয়নি আকাশ দীপের। কিন্তু এজবাস্টন টেস্টের পারফরমেন্স আকাশের জীবনটাই বদলে দিয়েছে।

বিলেত সফর থেকে ফিরেই আকাশ হাজির হয়েছিলেন লখনউয়ে ক্যানসার আক্রান্ত দিদির বাড়ি। সেখানে দিদির খোঁজ নিয়েই বিহারের সাসারামে নিজের গ্রামের বাড়িতে যান। আপাতত আকাশ বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে রিহ্যাব করছেন। বিলেত সফরেই কোমরে চোট পেয়েছিলেন তিনি। সেই চোটের রিহ্যাব চলছে। সেখান থেকেই আজ এক ক্রিকেট ওয়েবসাইটে একান্ত সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। আর সেই সাক্ষাৎকারে বিলেত সফরের সেরা মুহূর্ত হিসেবে এজবাস্টন টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে জো রুটকে বোল্ড করার কথা জানিয়েছেন তিনি। আকাশের কথায়, 'রুটকে বোল্ড করার সেই মুহূর্তটা ভুলতে পারব না কখনও। দুর্দান্ত অনুভূতি। একজন জোরে বোলার যখন বিপক্ষ ব্যাটারকে নিয়ে পরিকল্পনা করে। আর সেই পরিকল্পনা মাঠে সফল হয়, তার অনুভূতিই আলাদা।' ইংল্যান্ড সফরে মোট ১৩টি উইকেট পেয়েছিলেন তিনি। ওভালে শেষ টেস্টে ব্যাট হাতেও সফল হয়েছিলেন তিনি। আকাশ বলছেন, 'আইপিএলের সময়ে দিদির ক্যানসার ধরা পড়ে। সেই সময়টা খুব কঠিন ছিল। অনেক রাত হাসপাতালে কাটিয়েছি। ঘুম উড়ে গিয়েছিল আমার। বিলেত সফরের প্রস্তুতিও ধাক্কা খেয়েছিল। কিন্তু তারপরও ইংল্যান্ডে গিয়ে দলের জন্য নিজের সেরাটা দিতে পেরে আমি গর্বিত।'

ক্লান্ত শরীরের জন্যই অবসর : রোহিত

মুম্বই, ২৬ অগাস্ট : টিম ইন্ডিয়ার মিশন ইংল্যান্ড এখন ইতিহাস। আর সেই ঐতিহাসিক সফরের আগেই আচমকা টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছিলেন রোহিত শর্মা। কিন্তু কেন তাঁর হঠাৎ অবসরের সিদ্ধান্ত?

এতদিন মুখ খোলেননি প্রাক্তন টেস্ট অধিনায়ক রোহিত। আজ মুম্বইয়ে এক অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে তিনি জানিয়েছেন, বয়সের কারণে শরীরের ধকলের কথা ভেবেই তিনি টেস্ট থেকে অবসর নিয়েছিলেন। হিটম্যানের কথায়, 'টেস্টের জন্য আলাদা প্রস্তুতি নিতে হয়। কারণ খেলাটা পাঁচদিনের। ফলে পাঁচদিন শরীর ও মনের উপর ধকল যায়। ক্লান্তি এসে যায়। শরীরের ধকলের কারণেই টেস্ট থেকে অবসর নিয়েছিলাম। কারণ, আমি বুঝে গিয়েছিলাম, এই ধকল নেওয়ার মতো শরীর আমার নেই এখন।'

> টেস্টের জন্য আলাদা প্রস্তুতি নিতে হয়। কারণ খেলাটা পাঁচদিনের। ফলে পাঁচদিন শরীর ও মনের উপর ধকল যায়। ক্লান্তি এসে যায়। শরীরের ধকলের কারণেই টেস্ট থেকে অবসর নিয়েছিলাম।
>
> **রোহিত শর্মা**

সময়ের সঙ্গে লাল বলের টেস্টের তুলনায় সাদা বলের টি২০ ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা এখন তুঙ্গে। টিম ইন্ডিয়ার একদিনের দলের অধিনায়ক রোহিতের ভাবনা অবশ্য ভিন্ন। তিনি বিশ্বাস করেন, টেস্ট ক্রিকেটই আসল স্কিলের পরীক্ষার জায়গা। এই প্রসঙ্গে ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেট পরিকাঠামোর প্রসঙ্গ টেনে রোহিত বলেছেন, 'মুম্বইয়ে আমরা ক্লাব ক্রিকেটের মাধ্যমে প্রথম পেশাদার ক্রিকেট শুরু করেছিলাম। তখন ক্লাব ক্রিকেটে দুই-তিন দিনের খেলা হত। তাই ছোট থেকেই পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে পেরেছিলাম। এখন ছবিটা অনেকটা বদলেছে।' ঠিক কেমন বদল হয়েছে ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরের ছবির, তারও ব্যাখ্যা দিয়েছেন হিটম্যান। তাঁর কথায়, 'আমি ক্রিকেট শুরুর সময় খুব মজা করতাম। পরবর্তী সময়ে বয়সভিত্তিক নানা প্রতিযোগিতায় খেলার সময় বুঝতে শিখেছিলাম পরিস্থিতির গুরুত্ব। বিভিন্ন সময়ে নানা কোচের সঙ্গে কাজ করতে গিয়েও অনেক কিছু শিখেছি। যা পরবর্তী সময়ে আমার কাজে এসেছে।'

লিগে সামনে আজ কাস্টমস

রক্ষণই চিন্তা বাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ অগাস্ট : শেষ ম্যাচে বড় জয়। আত্মবিশ্বাসী মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। যদিও রক্ষণের বেহাল দশা চিন্তা বাড়িয়েছে সবুজ-মেরুন শিবিরের।

বুধবার কলকাতা লিগে কাস্টমসের বিরুদ্ধে খেলতে নামছে মোহনবাগান। কোচ ডেগি কার্ডোজো কিন্তু কাস্টমসকে বেশ গুরুত্ব দিচ্ছেন। তিনি বলেছেন, 'কাস্টমস ভালো দল। ওদের দলে বাংলার কয়েকজন সেরা খেলোয়াড় রয়েছে। ম্যাচটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'আমাদের প্রস্তুতিও ভালো হয়েছে। নিজেদের পরিকল্পনা অনুযায়ী খেলব।'

কলকাতা লিগে মোহনবাগানকে সবচেয়ে বেশি ভুগিয়েছে তাদের রক্ষণভাগ। আগের ম্যাচে বেহালা এসএস-কে ৫ গোল দিলেও ২ গোল হজম করতে হয়েছে। সুরুচির বিরুদ্ধেও রক্ষণের কারণে পয়েন্ট নষ্ট করতে হয়েছে মোহনবাগানকে। উলটোদিকে প্রতিপক্ষ কাস্টমসে রয়েছেন সন্তোষজয়ী নায়ক রবি হাঁসদা। এছাড়াও দারুণ ফর্মে রয়েছেন স্ট্রাইকার সুময় সোম। রবি-সুময় সমন্বিত আক্রমণভাগকে সামলানোই বড় চ্যালেঞ্জ বাগানের। তার ওপর চোটের জন্য সন্দীপ মালিক ও পাসাং দোরজি তামাং এই ম্যাচে খেলবেন না। ফলে কাস্টমস ম্যাচের আগে চিন্তার ভাঁজ কোচ ডেগির কপালে।

এই মুহূর্তে ৮ ম্যাচ খেলে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকায় ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে মোহনবাগান। এক ম্যাচ বেশি খেলে পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে রয়েছে কাস্টমস। সুপার সিক্স নিশ্চিত করতে গেলে এই ম্যাচটা দুই দলের কাছেই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে।

গোলের উচ্ছ্বাস ইস্টবেঙ্গলের সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় (বাঁয়ে) ও পিভি বিষ্ণুর। মঙ্গলবার কলকাতায়।

সুপার সিক্সের কাছে ইস্টবেঙ্গল

ইস্টবেঙ্গল এফসি-৪ (বিষ্ণু-২, সায়ন, মনোতোষ)
জর্জ টেলিগ্রাফ-০

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ অগাস্ট : কলকাতা ফুটবল লিগে সুপার সিক্সের পথ প্রশস্ত করে ফেলল ইস্টবেঙ্গল। মঙ্গলবার লিগে নিজেদের দশ নম্বর ম্যাচে জর্জ টেলিগ্রাফকে ৪-০ গোলে হারাল লাল-হলুদ বাহিনী।

দেবজিৎ মজুমদার, সৌভিক চক্রবর্তী, এডমুন্ড লালরিনডিকা, পিভি বিষ্ণু, ডেভিড লালহালানসাঙ্গার মতো সিনিয়ার ফুটবলারদের নিয়ে দল সাজানোয় ইস্টবেঙ্গলের জয়টা প্রত্যাশিতই ছিল। যদিও প্রথমার্ধে জর্জের রক্ষণ ভাঙতে পারেনি তারা। বারবার বিপক্ষের বক্সে ঢুকে পড়লেও বিশেষ সুবিধা করতে পারেননি ডেভিড, বিষ্ণুরা। ৪ মিনিটে বক্সের মধ্যে থেকে ডেভিডের দুর্বল শট সহজেই রুখে দেন জর্জের গোলরক্ষক তুহিন দে তালুকদার। এর পরপরই বিষ্ণুর শট ক্রসবারে ও এডমুন্ডের শট পোস্টে প্রতিহত হয়। প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়ে বক্সের প্রান্ত থেকে বিষ্ণুর আরও একটি শট অল্পের জন্য বার উঁচিয়ে বেরিয়ে যায়।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ভানলালপেকা গুইতেকে নামিয়ে আক্রমণের ঝাঁঝ বাড়ান বিনো জর্জ। ৬৮ মিনিটে তাঁরই মাপা সেন্টার থেকে হেড লক্ষ্যে রেখেছিলেন ডেভিড। জর্জ গোলরক্ষক তা বাঁচিয়ে দিলেও ফিরতি বল জালে ঠেলে দেন সুযোগসন্ধানী বিষ্ণু। এরপর ৭৬ মিনিটে পেনাল্টি থেকে ডেভিডের শট রুখে দেন তুহিন। যদিও শেষদিকে জর্জ রক্ষণের বাঁধ ভেঙে পরপর তিন গোল করল ইস্টবেঙ্গল। ৮৩ মিনিটে বাঁ পায়ের শটে গোল করেন সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ফের লক্ষ্যভেদ বিষ্ণুর। সংযুক্তি সময়ে ডানদিক থেকে ঢুকে চতুর্থ গোলটি করলেন মনোতোষ মাঝি।

এই জয়ের সুবাদে ১০ ম্যাচে ২০ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ 'এ'-র পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে উঠে এল ইস্টবেঙ্গল। ২৯ অগাস্ট গ্রুপের শেষ ম্যাচে কালীঘাট মিলন সংঘকে হারাতে পারলেই সুপার সিক্স নিশ্চিত করে ফেলবে মশাল ব্রিগেড। তা না হলেও দৌড়ে থাকবে ইস্টবেঙ্গল। ৩০ অগাস্ট গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ খেলবে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট।

এদিন লিগে গ্রুপ 'বি'-র ম্যাচে ডায়মন্ড হারবার এফসিকে ২-০ গোলে হারাল ইউনাইটেড স্পোর্টস ক্লাব। ওই গ্রুপের অন্য ম্যাচে ভবানীপুর এফসি ৪-০ গোলে হারাল ক্যালকাটা পুলিশ ক্লাবকে। পিয়ারলেস এসসি ১-০ গোলে হারাল ইউনাইটেড কলকাতা এসসি-কে।

ইস্টবেঙ্গল : দেবজিৎ, জোসেফ, প্রভাত, বিক্রম (সঞ্জয়), সৌভিক, তন্ময়, বিজয় (শ্যামল), অনন্থু (গুইতে), বিষ্ণু, ডেভিড (মনোতোষ) ও এডমুন্ড (সায়ন)।

ত্রিপুরার হয়ে খেলবেন হনুমা

আগরতলা, ২৬ অগাস্ট : জল্পনা আগেই ছিল। শেষ পর্যন্ত অন্ধ্রপ্রদেশ ছেড়ে ত্রিপুরার হয়েই খেলার সিদ্ধান্ত নিলেন হনুমা বিহারী। দিন কয়েক আগে শেষ হয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ প্রিমিয়ার লিগ। সেই প্রতিযোগিতার আসরে সেরা ক্রিকেটারের সম্মান পেয়েছিলেন হনুমা। তারপরই তিনি অন্ধ্র ছেড়ে ত্রিপুরার পথে পা বাড়ালেন। যা নিয়ে বিস্ময় তৈরি হয়েছে ভারতীয় ক্রিকেটমহলে। জানা গিয়েছে, ত্রিপুরার হয়ে হনুমা সাদা বলের মুস্তাক আলি, বিজয় হাজারে খেলার ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহী নন। তিনি ত্রিপুরার হয়ে রনজি ট্রফিতে খেলতে চান।

অক্টোবরের শেষেই হয়তো আইএসএল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ অগাস্ট : অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন ও ফুটবল স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট লিমিটেডের আলোচনার পর আইএসএল শুরুর সোনালি রেখা দেখা দিতে শুরু করেছে। যা খবর তাতে অক্টোবরের শেষেই শুরু হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে দেশের এক নম্বর লিগের।

সোমবার বেঙ্গালুরুতে আলোচনায় বসে দুই পক্ষ। ফেডারেশন ও এফএসডিএল কর্তারা ইতিবাচক মনোভাব দেখানোয় ফের ফুটবল মরশুম শুরু হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। সূত্রের খবর অনুযায়ী ২৪ অক্টোবর থেকে আরম্ভ হতে পারে এবারের আইএসএল। এফএসডিএলের তরফ থেকে ক্লাবগুলিকে মাঠ এবং পরিকাঠামোর কাজ শুরু করার কথাও বলা হয়েছে। যদিও সরকারিভাবে এখনও কোনও তরফই এখনও এই বিষয়ে মুখ খোলেনি। যেহেতু আইএসএলের বেশ কিছু ক্লাব এই মুহূর্তে অভ্যন্তরীণ কাজ বন্ধ রেখেছে, তাই দ্রুত সবকিছু শুরু না করলে তারাও তৈরি হতে পারবে না টুর্নামেন্ট শুরুর আগে। এশিয়ান কাপে ভারতের পরবর্তী ম্যাচ ৯ এবং ১৪ অক্টোবর সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে খেলা, তাই তারপরেই আইএসএল শুরু করার ভাবনা এফএসডিএলের। যার মধ্যে ১৪ তারিখ ঘরের মাঠে ম্যাচ। ফলে ফুটবলারদেরও ক্লাবের প্রস্তুতিতে যোগ দিতে সমস্যা হবে না। একবার টুর্নামেন্ট

শুরু করে আবার ফিফা উইন্ডোর জন্য ফুটবলার ছাড়ার ব্যাপারও থাকে না। আর এখন থেকে কাজ শুরু করলে ক্লাবগুলোও হাতে প্রায় মাস দুয়েক সময় পেয়ে যাবে প্রাক মরশুম প্রস্তুতির জন্য। এই মরশুমে আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়ে আইএসএলে উঠে আসার সুযোগ পেয়েছে ইন্টার কাশী। ফলে মোট ১৪ দলের আইএসএল হওয়ার সম্ভাবনা। ফেডারেশন আইএসএল শুরুর আগে সুপার কাপ করতে চাইলেও সময়ের অভাবে তা হওয়ার সম্ভাবনা এইমুহূর্তে প্রায় নেই। ক্লাবগুলো তৈরি না থাকাও এর বড় কারণ।

মূলত আর্থিক ব্যয়ভারের জায়গা নিয়েই ২৮ অগাস্ট সুপ্রিম কোর্টের সামনে নিজেদের বক্তব্য পেশের আগে আবারও বসবে দুই পক্ষ। ৮ ডিসেম্বর চুক্তি শেষ হয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত যে ২৫ কোটি টাকা দেওয়ার কথা, সেটা এফএসডিএল দিয়ে দিতে রাজি হয়েছে। কিন্তু গত বছরের বকেয়া ২৫ কোটি টাকা ফেডারেশন দাবি করলেও অন্তত ১০-১২ কোটি টাকা কম দিতে চায় স্বত্বাধিকারীরা। মরশুমের শেষপর্যন্ত চুক্তি নবীকরণ করার পর পরবর্তী মাস্টার রাইটস এগ্রিমেন্ট নিয়ে কাজ শুরু হবে। যার মধ্যে হয়তো ফেডারেশনের নতুন সংবিধান দিয়ে নির্বাচনের দিন ঘোষণাও করে দেওয়া হতে পারে আদালতের তরফে। সেক্ষেত্রে নতুন কমিটির সঙ্গেই হয়তো হবে নতুন চুক্তি।

লিভারপুলকে জেতালেন ১৬ বছরের এনগুমোহা

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে প্রথম গোলের পর লিভারপুলের রিও এনগুমোহা। সোমবার রাতে।

এক নজরে এনগুমোহা

- শুক্রবার ১৭ নম্বর জন্মদিন পালন করবেন।
- ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের চতুর্থ কনিষ্ঠতম গোলস্কোরার।
- ৮ বছর বয়সে যোগ দিয়েছিলেন চেলসির অ্যাকাডেমিতে।
- তাঁকে ছিনিয়ে নেওয়ার পর লিভারপুলের স্কাউটদের অ্যাকাডেমির ম্যাচে প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছিল চেলসি।

লন্ডন, ২৬ অগাস্ট : শেষ মুহূর্তের গোলে নিউক্যাসল ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে ৩-২ গোলে নাটকীয় জয় লিভারপুলের। তার থেকেও বড় কথা, আর্নে স্লটের দলের জয়সূচক গোলটি এল ১৬ বছরের কিশোর রিও এনগুমোহার কাছ থেকে। যার এদিন ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ অভিষেক হয়।

এই ম্যাচে গোল করে দলকে শুধু জেতায়নি এনগুমোহা, হয়েছে ক্লাবের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ গোলদাতা। সোমবার ভারতীয় সময় গভীর রাতে নিউক্যাসলের বিরুদ্ধে ইপিএলের অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলতে নেমেছিল লিভারপুল। ম্যাচের শুরুতে অবশ্য দাপট ছিল নিউক্যাসলের। একপ্রকার খেলার গতির বিপরীতেই ৩৫ মিনিটে রায়ান গ্র্যাভেনবার্চের গোলে এগিয়ে যায় লিভারপুল। সংযোজিত সময়ে অ্যান্থনি গর্ডন লাল কার্ড দেখে নিউক্যাসলকে আরও বিপদে ফেলে দেন।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে হুগো একিটিকের গোলে ২-০ ফলে এগিয়ে যায় অল রেডস। কিন্তু তারপরও হাল ছাড়েনি নিউক্যাসল। ঘরের মাঠে দশজন হওয়ার পরেও তারা লিভারপুলের ওপর চাপ রেখেছিল। ৫৭ মিনিটে ব্রাজিলিয়ান তারকা ব্রুনো গুইমারেস একটি গোল শোধ করেন। ৮৮ মিনিটে নিউক্যাসলের হয়ে দ্বিতীয় গোলটি শোধ করেন উইলিয়াম ওসুলা। তবে নাটকের তখনও বাকি ছিল। একদম শেষলগ্নে রিওর গোলে জয় নিশ্চিত করে লিভারপুল। দ্বিতীয়ার্ধের সংযোজিত সময়ে মাঠে নামেন এনগুমোহা। এর ঠিক ৪ মিনিট পর মহম্মদ সালাহর নীচু ক্রস ডমিনিক সোবোসলাই ফলস দিলে বল পেয়ে যান তিনি। সেখান থেকেই ডান পায়ের বাঁক খাওয়ানো শটে দ্বিতীয় পোস্ট দিয়ে এনগুমোহা বল জালে রাখেন।

এনগুমোহার আগে লিভারপুলের হয়ে সর্বকনিষ্ঠ গোলদাতা ছিল বেন উডবার্ন। তিনি ২০১৬ সালে ১৭ বছর ৪৫ দিন বয়সে লিডসের বিরুদ্ধে গোল করেছিল। নিউক্যাসলের বিরুদ্ধে ১৬ বছর ৩৬১ দিন বয়সে গোল করে সেই কৃতিত্ব নিজের নামে করেছে এনগুমোহা।

প্রত্যাবর্তন স্মরণীয় হল না ভেনাসের

সহজ জয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে আলকারাজ

নিউ ইয়র্ক, ২৬ অগাস্ট : কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়াকে একেবারেই সমস্যায় ফেলতে পারলেন না রেইলি ওপেলকা।

ওপেলকা ম্যাচের আগে আলকারাজ যখন কোর্টে নামলেন তখন তাঁকে দেখে চেনার উপায় নেই। নতুন চুলের স্টাইল। প্রায় ন্যাড়া মাথা বললেও খুব ভুল হবে না। যার পোশাকি নাম 'বোল্ড বাজ কাট'। গতবছর দ্বিতীয় রাউন্ডেই আলকারাজের ইউএস ওপেন যাত্রা শেষ হয়েছিল। সেই স্মৃতি ভুলতেই হয়তো নতুনভাবে নিজেকে সামনে আনলেন।

হেয়ার স্টাইল নতুন হলেও চেনা ছন্দেই কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া।

প্রথম ম্যাচেই প্রতিপক্ষকে স্ট্রেট সেটে হারিয়ে ইউএস ওপেন পুরুষ সিঙ্গলসে দ্বিতীয় রাউন্ডের ছাড়পত্র পেয়ে গেলেন আলকারাজ। খুব বেশি পরিশ্রমও করতে হল না তাঁকে। গোটা ম্যাচে একবারও স্প্যানিশ তারকার সার্ভিস ভাঙতে পারলেন না ওপেলকা। উলটোদিকে তিনবার বিপক্ষের সার্ভিস ভাঙলেন স্প্যানিশ তারকা। ম্যাচের ফল আলকারাজের পক্ষে ৬-৪, ৭-৫, ৬-৪।

নজর ছিল ভেনাস উইলিয়ামস-ক্যারোলিনা মুচোভা ম্যাচের দিকে। ২০২৩ ইউএস ওপেনেই শেষবার কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যাম টুর্নামেন্টে খেলেছিলেন ভেনাস। এবার ওয়াইল্ড কার্ডে এখানে খেলার ছাড়পত্র পান তিনি। যদিও প্রত্যাবর্তনটা স্মরণীয় করে রাখতে পারলেন না। প্রথম সেট জেতেন মুচোভা। দ্বিতীয় সেটে দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন করলেও শেষপর্যন্ত বয়সের কাছে হার মানেন ভেনাস। মুচোভা ম্যাচ জেতেন ৬-৩, ২-৬, ৬-১ গেমে। অন্যদিকে, ক্যাসপার রুড স্ট্রেট সেটে হারালেন সেবাস্তিয়ান অফনারকে। ৬-২, ৬-১, ৭-৬ (৭/৫) গেমে ম্যাচ জিতে দ্বিতীয় রাউন্ডের ছাড়পত্র পেলেন রুড।

প্রথম রাউন্ড থেকে বিদায় নিয়ে হতাশ ভেনাস উইলিয়ামস।

'বক্সিং গ্লাভস দিয়ে দাও বাকনারকে'

মজা শচীনের

মুম্বই, ২৬ অগাস্ট : গ্লেন ম্যাকগ্রাথ বনাম শচীন তেন্ডুলকার।

কিংবা শচীন বনাম শেন ওয়ার্ন। বছরের পর বছর বাইশ গজের যে দ্বৈরথ ক্রিকেট দুনিয়ায় রং ছড়িয়েছে। তবে ব্যাট-বলের রঙিন যুদ্ধের মাঝে বারবার প্রচারের আলো কেড়ে নিয়েছেন স্টিভ বাকনার। ওয়েস্ট ইন্ডিজের আম্পায়ার, যিনি ক্রিকেটের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ফুটবল ম্যাচে রেফারিংও করেছেন। এহেন বাকনারের ভুল সিদ্ধান্তে বারবার উইকেট খোয়াতে হয়েছে শচীনকে।

সমাজমাধ্যমে 'আস্ক মি এনিথিং' শীর্ষক অনুষ্ঠানে বাকনারকে নিয়ে প্রশ্নের জবাবে পুরোনো বিতর্ক উসকে দেওয়ার বদলে মজার মেজাজ মাস্টার ব্লাস্টারের। শচীনের কৌতুকভরা জবাব, 'আমি যখন ব্যাট করব, তখন ওকে বক্সিং গ্লাভস পরিয়ে দিও। যাতে আউটের জন্য আঙুল তুলতে না পারেন!'

বারবার স্টিভ বাকনারের ভুল সিদ্ধান্তে আউট হওয়ায় ক্ষুব্ধ ছিলেন শচীন তেন্ডুলকার।

ম্যাকগ্রাথ-ওয়ার্নের সঙ্গে টক্করে অবশ্য বরাবরই বিশেষ পরিকল্পনা নিয়ে নামতেন। প্রথম লক্ষ্য হত, ঝুঁকির শটে দুই অজি প্রতিপক্ষের বোলিং ছন্দ নষ্ট করে দেওয়া। নাইরোবিতে অনুষ্ঠিত চ্যাম্পিয়নশিপ ট্রফিতে যে স্ট্র্যাটেজিতে ম্যাকগ্রাথ-প্রাচীরকে ভেঙে চুরমার করেছিলেন শচীন। ওয়ার্নকে থামাতে ব্যাটিং স্টান্স বদলে ফেলেছিলেন। ওয়ার্ন যখন 'ওভার দ্য উইকেট' তখন একরকম, 'রাউন্ড দ্য উইকেট' আরেক রকম!

জো রুটকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন। ১৩ হাজার টেস্ট রানের গণ্ডি পেরিয়ে শচীনের ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলছেন। প্রাক্তনদের মতে, চলতি ফর্মে আরও ২-৩ বছর চালিয়ে গেলে রুট ভেঙে দেবেন শচীনের সর্বাধিক টেস্ট রানের নজির। সেই রুটকে নিয়ে শচীন বলেছেন, '১৩ হাজারের বেশি রান করা বিশাল প্রাপ্তি। ২০১২ সালে নাগপুরে ওর অভিষেক টেস্টের সময় দেখেছিলাম। তখনই সতীর্থদের বলেছিলাম, ইংল্যান্ডের ভবিষ্যৎ অধিনায়ক হতে চলেছে রুট। উইকেট বুঝে মানিয়ে নেওয়ার দক্ষতা আমাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিল। তারকার আগমন হয়েছে, বুঝে গিয়েছিলাম।'

গোয়ায় দাবা বিশ্বকাপ

নয়াদিল্লি, ২৬ অগাস্ট : ৩০ অক্টোবর থেকে ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত দাবা বিশ্বকাপের আসর বসতে চলেছে গোয়ায়। মঙ্গলবার দাবার বিশ্ব সংস্থা ফিডে আনুষ্ঠানিকভাবে তা জানিয়ে দিল। প্রাথমিকভাবে এবারের দাবা বিশ্বকাপ হওয়ার কথা ছিল নয়াদিল্লিতে। কিন্তু লজিস্টিক সমস্যার কারণে ফিডে সেই পরিকল্পনা বাতিল করতে বাধ্য হয়। ফিডে সভাপতি আরকাদি ডরকোভিচ জানিয়েছেন, এবারের বিশ্বকাপে ৯০ দেশের ২০৬ জন দাবাড়ু অংশ নেবেন। একইসঙ্গে তিনি ভারতীয় দাবার প্রশংসা করে বলেছেন, 'ভারত আজ দাবার অন্যতম বৃহৎ শক্তি। দুর্দান্ত খেলোয়াড়, দর্শকদের উন্মাদনা – সব মিলিয়ে অসাধারণ পরিবেশ। গর্বের সঙ্গে আমরা বিশ্বকাপের জন্য গোয়াকে বেছে নিয়েছি।'

আন্তর্জাতিক টেনিস ফেডারেশনের হল অফ ফেমে জায়গা পেয়ে বিশেষ আংটি হাতে মারিয়া শারাপোভা, বব ও মাইক ব্রায়ান। সোমবার।

শারাপোভাকে সম্মান ইউএস ওপেনে

নিউ ইয়র্ক, ২৬ অগাস্ট : সদ্য টেনিসের হল অফ ফেমে জায়গা পেয়েছেন মারিয়া শারাপোভা। সোমবার রাতে তাঁকে বিশেষভাবে সম্মান জানানো হল ইউএস ওপেনের মঞ্চে।

লাল কার্পেটে পাঁচ গ্র্যান্ড স্ল্যামজয়ী শারাপোভাকে স্বাগত জানানো হয় আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে। ওখানে দাঁড়িয়েই প্রাক্তন রুশ টেনিস তারকা বলেছেন, 'নিউ ইয়র্ক সিটি, এখানকার কোর্ট আমার জন্য খুব স্পেশাল। আমার কেরিয়ারে এই জায়গাটার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।' গত রবিবার শারাপোভাকে হল অফ ফেমে অন্তর্ভুক্তির অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সেরেনা উইলিয়ামস।

শারাপোভার সঙ্গে দ্বৈরথের কথা স্মরণ করে সেরেনা বলেছেন, 'মারিয়াকে দেখতে আমার দিদি ভেনাসের কথা মনে পরে। কোর্টে আমরা একে অপরের শত্রু ছিলাম। মানুষ ভাবত আমাদের পার্থক্য অনেক। কিন্তু বাস্তবে বিষয়টা একেবারে অন্যরকম। দুজনের মধ্যেই জেতার খিদেটা একইরকম ছিল।' উত্তরে শারাপোভা বলেছেন, 'তোমার মতো মানুষের থেকে অনুপ্রেরণা পাওয়া দারুণ উপহার। তোমার জন্যই আমি কেরিয়ারে সেরাটা বের করে আনতে পেরেছিলাম। তার জন্য তোমার কাছে কৃতজ্ঞ সেরেনা।'

ইয়েলমোর জয়

ধূপগুড়ি, ২৬ আগস্ট : ধূপগুড়ি ফুটবল ক্লাবের এসআরএমবি ধূপগুড়ি কাপ ফুটবলে বুধবার জলপাইগুড়ি ইয়েলমো এফসি ৩-১ গোলে জলপাইগুড়ি সাদার্ন সমিতি অ্যাকাডেমি দলকে হারিয়েছে। পৌর ফুটবল মাঠে ইয়েলমোর দীপ মুন্ডা, সুশান্ত রায় ও দীপঙ্কর দে গোল করেন। সাদার্নের গোলটি রঞ্জন শেরপার। ম্যাচের সেরা ইয়েলমোর অক্ষয় বাড়ই।

জয়ী জলপাইগুড়ি

ক্রান্তি, ২৬ অগাস্ট : মঙ্গলবার ক্রান্তি প্রোগ্রেসিভ ফুটবল ইউনিটের আবু বক্কর সিদ্দিকি ও নিত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ ট্রফি ডুয়ার্স কাপ ফুটবলে জলপাইগুড়ি পুলিশ টিম ২-০ গোলে ইজরায়েল গুরুং অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। গোল করেন শুভঙ্কর রায় ও রাহুল রায়। ম্যাচের সেরা জলপাইগুড়ির গোলকিপার লাল্টু শেখ। রবিবার খেলবে বিহার বিএস একাদশ ও জেবিভিসি রাজগঞ্জ।

সঞ্জনার ৪ গোল

শালকুমারহাট, ২৬ অগাস্ট : স্পেশাল মডার্ন পিরিয়ড ক্লাবের মহিলা ফুটবলে উত্তর দিনাজপুরের নন্দরাজ ছাত্র সমাজ ৬-০ গোলে হারিয়েছে লঙ্কাপাড়া গার্লস ফুটবল অ্যাকাডেমিকে। প্রধানপাড়ার বোলেবম কমিটির মাঠে উত্তর নন্দরাজের সঞ্জনা রায় হ্যাটট্রিক সহ ৪ গোল করেন। জোড়া গোল করেন মৌসমি রায়ও।

খেতাব জয়ের পর উত্তর রায়পুর দল। ছবি : বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

চ্যাম্পিয়ন উত্তর রায়পুর

পতিরাম, ২৬ অগাস্ট : ঝাপুর্সী ফুটবল অ্যাকাডেমির ৮ দলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল পতিরাম উত্তর রায়পুর দল। ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে জিতেছে বাহিচা টনি একাদশের বিরুদ্ধে। চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সরা ট্রফির সঙ্গে আর্থিক পুরস্কার পেয়েছে।

সেমিতে ডাঙ্গি

চালসা, ২৬ অগাস্ট : কলাবাড়ি জ্যোতি সংঘের বিনোদিনী রায় ও শচীন রায় ট্রফি ফুটবলের সেমিফাইনালে উঠল ডাঙ্গি এফসি। মঙ্গলবার কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ১-০ গোলে হারিয়েছে চামুর্চি ভুটান বর্ডার এফসি-কে। অমন কচ্ছপ গোল করেন। বৃহস্পতিবার নামবে মালবাজার স্বপনপুরি এফসি ও সত্য জ্যোতি সংঘ।

ব্রোঞ্জ অরিষার

পতিরাম, ২৬ অগাস্ট : খেলো ইন্ডিয়া জুনিয়ার তাইকোন্ডো অস্মিতা লিগে পুমসে ইভেন্টে ব্রোঞ্জ পদক জিতল পতিরামের অরিষা ঘোষ। মালদায় অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় ৪০০ জন অংশ নিয়েছিল। বালিকা অংশ নেন। মৌলি তাইকোন্ডো অ্যাকাডেমির ছাত্রী অরিষার এই সাফল্যে উচ্ছ্বসিত তার পরিবার ও কোচ মৌলি মাহাতো।

পদক গলায় অরিষা ঘোষ।

সুব্রত কাপের ফাইনালে নন্দঝাড়

রায়গঞ্জ, ২৬ অগাস্ট : সুব্রত কাপে মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৭ বিভাগে ফাইনালে উঠল উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপোখরের নন্দঝাড় আদিবাসী তপশিলী উচ্চবিদ্যালয় দল। সোমবার সেমিফাইনালে তারা ১-০ গোলে হরিয়ানার হিসারের পিএম শ্রী গভমেন্ট গার্লস সিনিয়ার সেকেন্ডারি স্কুলকে হারিয়েছে। একমাত্র গোলটি করে দিয়া বিশ্বাস। এর আগে রবিবার কোয়ার্টার ফাইনালে নন্দঝাড় ৫-০ গোলে বিহারের বিলাসপুরের আপগ্রেডেড হাইস্কুলকে হারিয়েছিল। বৃহস্পতিবার বিআর আম্বেদকার স্টেডিয়ামে ফাইনাল খেলবে নন্দঝাড়।

ফাইনালে সেবক

মাদারিহাট, ২৬ অগাস্ট : মুজনাই চা বাগানে ডুয়ার্স ইয়ুথ কাপ ফুটবলের ফাইনালে উঠল সেবক এনওয়াইসি। মঙ্গলবার প্রথম সেমিফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে জিতেছে ঝাড়খণ্ড সোরেন ব্রাদার্সের বিরুদ্ধে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। ম্যাচের সেরা সেবকের বিদেশি ফুটবলার মঞ্জু। বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে খেলবে শিলিগুড়ি কেএফসি ও অসম সানতালপুর।

ম্যাচের সেরা মঞ্জু। -নীহাররঞ্জন ঘোষ

উত্তরের খেলা

৫ খেতাব রথেরহাটের

ময়নাগুড়ি, ২৬ অগাস্ট : জলপাইগুড়ি মহকুমা বিদ্যালয় ক্রীড়া সংসদের খো খো-তে ছেলে ও মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৯ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল রথেরহাট হাইস্কুল। ছেলেরা ফাইনালে মোহিতনগর সিটিপি উচ্চবিদ্যালয়কে হারিয়েছে। মেয়েরা মান্তাদারি হাইস্কুলের বিরুদ্ধে জয় পায়। ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৭ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন রথেরহাট। ফাইনালে তারা মান্তাদারিকে হারিয়েছে। মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৭ বিভাগে সেরা চূড়াভাণ্ডার ভেলভেলা হাইস্কুল। রানার্স মান্তাদারি। ছেলে ও মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৪ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন রথেরহাট। ছেলেরা ফাইনালে মান্তাদারিকে হারিয়েছে। মেয়েরাও মান্তাদারির বিরুদ্ধে জয় পায়।

জেতালেন অনিকেত

মালদা, ২৬ অগাস্ট : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে মঙ্গলবার সেবাশ্রম সংঘ ১-০ গোলে সুজাপুরকে হারিয়েছে। গোল করেন ম্যাচের সেরা অনিকেত গুপ্ত।

জয়ী গতিমায়া

মালদা, ২৬ অগাস্ট : জেলা ক্রীড়া সংস্থার দ্বিতীয় ডিভিশন ফুটবল লিগে মঙ্গলবার গতিমায়া এফসি টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে মালদোপাড়া এফসি-কে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে স্কোর ১-১ ছিল। ম্যাচের সেরা গতিমায়ার শ্রীনাথ মার্ডি।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন বাঁকুড়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বাঁকুড়া - এর একজন বাসিন্দা জুলফিকার আলি খান - কে 30.05.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 62A 20955 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি বেশ কিছুদিন ধরেই অনেক সাধারণ লোককে জয়ী হতে দেখেছি ডিয়ার লটারির মাধ্যমে, যা আমাকে আমার ভাগ্য পরীক্ষা করার একটি চেষ্টা করার জন্য অনুপ্রাণিত করে। এখন, আমি নিজেও একজন কোটিপতি হয়েছি! এটি একটি জীবন পরিবর্তনকারী জয় এবং এই অবিশ্বাস্য একটি সুযোগের জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির কাছে সত্যিই কৃতজ্ঞ।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৯ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর জিবিএস হাই মাদ্রাসা।

চ্যাম্পিয়ন জিবিএস, গোলাপগঞ্জ

বৈষ্ণবনগর, ২৬ অগাস্ট : কালিয়াচক-৩ নম্বর ব্লক জোনাল স্পোর্টস কাবাডিতে ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৯ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল জিবিএস হাই মাদ্রাসা। মঙ্গলবার লক্ষ্মীপুর হাইস্কুল মাঠে ফাইনালে তারা ১৬ পয়েন্টে লক্ষ্মীপুর হাইস্কুলকে হারিয়েছে। অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলে ও মেয়েদের চ্যাম্পিয়ন গোলাপগঞ্জ হাইস্কুল। ছেলেরা ফাইনালে ১৯ পয়েন্টে লক্ষ্মীপুর হাইস্কুলের বিরুদ্ধে জয় পায়। মেয়েরা ফাইনালে ২০ পয়েন্টে রাজনগর হাইস্কুলকে হারিয়েছে। অনূর্ধ্ব-১৪ ছেলেদের চ্যাম্পিয়ন দেওনাপুর হাইস্কুল। ফাইনালে তারা ২৯ পয়েন্টে লক্ষ্মীপুর হায়ার সেকেন্ডারি হাইস্কুলের বিরুদ্ধে জয় পায়। মেয়েদের একই বিভাগে সেরা রাজনগর গার্লস হাইস্কুল। ফাইনালে তারা ১৪ পয়েন্টে আকন্দবেড়িয়া এসসি হাইস্কুলকে হারিয়েছে। *-এম আনওয়ারউল হক*

খেতাব জিতল দ্বাদশ শ্রেণি

বালুরঘাট, ২৬ অগাস্ট : শতাব্দী প্রাচীন বালুরঘাট হাইস্কুলের আন্তঃ বিদ্যালয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে দ্বাদশ শ্রেণি। ফাইনালে তারা ১-০ গোলে একাদশ শ্রেণিকে হারিয়েছে। গোলস্কোরার ঐকীক মুখোপাধ্যায়। তার আগে দশম শ্রেণি ১-০ গোলে নবম শ্রেণিকে হারায়। গোল করে অনিকেত বর্মন। অষ্টম শ্রেণি ৩-০ গোলে সপ্তম শ্রেণীর বিরুদ্ধে জয় পেয়েছে। জোড়া গোল দীপ ঠাকরের। অন্য গোলটি করে ত্রিশানজিৎ সিং। ষষ্ঠ শ্রেণি ১-০ গোলে পঞ্চম শ্রেণিকে হারিয়েছে। গোলস্কোরার নীলাদ্রি ঘোষ।

চ্যাম্পিয়ন হয়ে বালুরঘাট হাইস্কুলের দ্বাদশ শ্রেণি। ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

সীতাহার-মূলগ্রামের ফুটবল শুরু

কুমারগঞ্জ, ২৬ অগাস্ট : সীতাহার-মূলগ্রাম হাইস্কুলের আন্তঃ শ্রেণি ফুটবল শুরু হল। দুইটি গ্রুপের ছয়টি দল প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে। শুক্রবার ও সোমবার দুইটি গ্রুপের ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে।